১৭শ সংখ্যা॥ মার্চ ২০২৬ - জুন ২০২৬

জুম্ম বার্তা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

Stop land grabbing in CHT
Ensure Security of Jumma Women
Ensure security of jumma women
Stop Militarization in CHT

পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী জনাব মীর হেলাল উদ্দিন এম পি কে অন্যত্র পদায়ন করা সহ ২৯৯ নং রাঙ্গামাটি পার্বত্য আসনে
দীপেন দেওয়ান এম পি কে পদত্যাগ প্রত্যাহার পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে পুনর্বহালের দাবীতে
পার্বত্য চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে
মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ
তারিখ : ২১ জুন ২০২৬ খ্রিঃ রোজ রবিবার স্থান : জেলা প্রশাসক কার্যালয় প্রাঙ্গণ সময়ঃ সকাল ৯.৩০ ঘটিকা
আয়োজনে : রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সর্বস্তরের নাগরিক সমাজ

১৭শ সংখ্যা॥ মার্চ ২০২৬ - জুন ২০২৬

জুম্ম বার্তা
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

প্রকাশকাল:
জুলাই ২০২৬

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com
ওয়েব: www.pcjss.org

শুভেচ্ছা মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	০৪
বিশেষ প্রতিবেদন	০৬-১৪
পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর অর্ধ-বার্ষিক (জানুয়ারি-জুন ২০২৬) প্রতিবেদন	০৬-১১
বান্দরবানে দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে ইসলাম ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া চলমান	১২-১৪
সংবাদ প্রবাহ	১৫-৭০
প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন	১৫
সেনামদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা	২০
ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা	২৫
যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা	৩০
সংগঠন সংবাদ	৩৬
আন্তর্জাতিক সংবাদ	৭১-৭৮

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) কর্তৃক সরকার গঠনের পর চার মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে বিএনপি সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ সরকারের পর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারই জনসংহতি সমিতির সাথে রাজনৈতিক সংলাপের ধারবাহিকতা বজায় রেখেছিল। এ সময় বিএনপি সরকারের সাথে ১৩ বার আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেসময় রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়া না গেলেও তারই ধারাবাহিকতায় তার পরবর্তী সরকার, শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ সরকার, এর সাথে বৈঠক শুরু হয়েছিল এবং ৭ম বৈঠকের পর ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নামে ঐতিহাসিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বস্তুত পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানার্থে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়ায় বিএনপি সরকারের অবদানকে কোনোক্রমেই অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই জনসংহতি সমিতি আশা করে যে, নব্বই সালে গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত বিএনপি সরকার যেভাবে এরশাদ সরকারের পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানার্থে আনুষ্ঠানিক সংলাপ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছিল, এমনকি চুক্তি স্বাক্ষরের পর শেখ হাসিনা পরবর্তী বিএনপি সরকারের আমলেও (২০০১-২০০৬) চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা অনেকটা বজায় রাখা হয়েছিল, বর্তমান তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারও একইভাবে নিশ্চয়ই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধারবাহিকতা বজায় রাখবে।

বলাবাহুল্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স, পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি ইত্যাদি কমিটিসমূহ পুনর্গঠন করা জরুরি বলে বিবেচনা করা যায়। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন করে চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে সেসব বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এছাড়া রাঙ্গামাটি সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচিত সাংসদ দীপেন দেওয়ানের পদত্যাগের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদ খালি রয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি ও উন্নয়নের স্বার্থে এই পদে হয় দীপেন দেওয়ানকে পুনর্বহাল করা, নয়তো পাহাড়িদের মধ্য থেকে একজন পাহাড়ি মন্ত্রী নিয়োগ করা জরুরি। সেই সাথে চট্টগ্রাম-৫ সংসদীয় আসনের সাংসদ মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া বিধিসম্মত বলে বিবেচনা করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা দেশের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা। স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও এ সমস্যা সমাধান না হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের স্বশাসনের অধিকার প্রদান করে একদিকে রাষ্ট্রের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব অধিকতর মজবুত

করা হয়েছে, অপরদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের জাতীয় অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাও একই পথে সমাধানের কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মজবুতকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যাকে জিইয়ে না রেখে শীঘ্রই প্রকৃত রাজনৈতিক সমাধান করা অত্যাবশ্যক। বর্তমান বিএনপি সরকারের যেহেতু দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, কাজেই বর্তমান বিএনপি সরকারের সেই রাজনৈতিক ভিত্তি রয়েছে বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক উপায়ে সমাধান করার। তাই তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বর্তমান বিএনপি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের স্বার্থে অনতিবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসবে—এটাই এখন পার্বত্যবাসী তথা দেশের নাগরিক সমাজের প্রত্যাশা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর অর্ধ-বার্ষিক (জানুয়ারি-জুন ২০২৬) প্রতিবেদন

তারিখ: ১ জুলাই ২০২৬

গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার গঠন করে। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাঙ্গামাটি আসন থেকে নির্বাচিত দীপেন দেওয়ানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যা ছিল পার্বত্য চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু একই দিন পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে থেকে বাঙালি সম্প্রদায়ের নির্বাচিত সংসদ সদস্য (চট্টগ্রাম-৫) মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যা ছিল চুক্তির মূল স্পিরিটের সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অনাকাঙ্ক্ষিত। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে সরানোর দাবি করলেও সরকারের তরফ থেকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আরো উদ্বেগজনক যে, পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার ১০২ দিনের মাথায় নানাভাবে চাপ প্রয়োগ করে দীপেন দেওয়ানকে বিগত পহেলা জুন পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। এরপর এখনো পার্বত্য মন্ত্রী হিসেবে কোনো জুম্মকে নিয়োগ করা হয়নি। বর্তমানে পার্বত্য চুক্তি লঙ্ঘন করে বিএনপি সরকার মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনকে দিয়ে অবৈধভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়কে পরিচালনা করছে।

আরও উদ্বেগের বিষয় হল, গত ১১ মার্চ ২০২৬ এক আলোচনা সভায় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন যে, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শতভাগ মানবাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে যদি আমরা ১০০ শতাংশ হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের বিষয়টা নজরে নিয়ে আসি, তাহলে আমাদের ডিফেন্স ফোর্সকে অনেক কিছু প্রয়োগ করতে দিতে পারব না।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এধরনের বক্তব্য পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা যেমন সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি অব্যাহত মানবাধিকার লঙ্ঘনকে আরও উৎসাহিত করতে পারে। তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই জাতীয় মতামত মানবাধিকার পরিস্থিতির জন্য নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক বলে বিবেচনা করা যায়।

বিএনপি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রায় সাড়ে চার মাস অতিক্রান্ত হলেও ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মতো বর্তমান বিএনপি সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের পরিবর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সামরিকায়ণের মাধ্যমে ফ্যাসীবাদী কায়দায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের নীতি অব্যাহত রেখেছে।

ফলে বিএনপি সরকার গঠিত হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিশেষ কোনো উন্নতি হয়নি। পূর্বের মতই নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর নানা ধরনের নিপীড়ন, মানবাধিকার হরণ, সেনামদদপুষ্ট সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক পার্বত্য চুক্তির সমর্থক ও নিরীহ জুম্মদের উপর সন্ত্রাস এবং সেটেলার বাঙালি ও রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের কর্তৃক জুম্মদেরকে হামলা, হয়রানি, ভূমি বেদখল, পার্বত্য চুক্তি বিরোধী তৎপরতা, ধর্মান্তরকরণ ও জুম্ম নারী-শিশুদের উপর সহিংসতা ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে।

২০২৬ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী, মুসলিম বাঙালি সেটেলার ও ভূমিদস্যুদের দ্বারা ৫৭টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এসব ঘটনায় ১৫৪ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। এসব ঘটনায় ১০ জনকে হত্যা করা হয়েছে।

সংঘটিত ৫৭টি ঘটনার মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ২৪টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে কমপক্ষে ৪৫ জন লোক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে এবং ২১টি গ্রামে টহল অভিযান চালানো হয়। নতুন করে ৩৪টি বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৫৭টি ঘটনার মধ্যে ইউপিডিএফ (প্রসিত), মগপার্টি খ্যাত মারমা লিবারেশন পার্টি, বমপার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) ইত্যাদি সেনা-সৃষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক ১২টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ২ জনকে হত্যাসহ ২৭ জন ব্যক্তি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার মধ্যে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মারধর, হত্যা, গুলিতে আহত, তল্লাশি, হত্যার হুমকি, টাকা ও মোবাইল ছিনতাই, চাঁদা দাবি ইত্যাদি ঘটনার ছিল।

ইউপিডিএফ নামে-বেনামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জেএসএসের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে গোয়েবলসীয় কায়দায় বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও কল্পনাপ্রসূত অপপ্রচার জোরদার করেছে। শুধু তাই নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক) এর সভাপতি শিশির চাকমা, মেত্তা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলের প্রধীর তালুকদার রেগা, চাকমা সাহিত্য একাডেমীর পরিচালক ইনজেব চাকমা, পুলিশ সার্জেন্ট প্রিয়দর্শী চাকমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থী পহেলা চাকমা, অগাষ্টিনা চাকমাসহ ডজন খানেক সুশীল সমাজের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মানহানিকর' অপপ্রচার চালাচ্ছে। ইউপিডিএফের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠে।

৫৭টি ঘটনার মধ্যে মুসলিম বাঙালি সেটেলার, ভূমিদস্যু ও রোহিঙ্গ্যা সন্ত্রাসী কর্তৃক ১০টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৪ জনকে হত্যা ও ৪৩ জনকে আহতসহ ৬৯ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। একটি সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটনায় হামলাকারী সেটেলার ও রোহিঙ্গ্যা কর্তৃক উল্টো হামলার শিকার ১০ জন ম্রো গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ে করা হয়েছে। বান্দরবানে অনুপ্রবেশকালে ২১ জন রোহিঙ্গ্যা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে।

বান্দরবান জেলাধীন বিভিন্ন উপজেলায় জুম্মদের বিশেষ করে ম্রো, ত্রিপুরা এবং কতিপয় চাকমা জাতিগোষ্ঠীকে দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া এখনো জোরদার রয়েছে। পড়াশুনা করানোর লোভ দেখিয়ে ছোট ছোট কোমলমতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, কক্সবাজারসহ বান্দরবানের বিভিন্ন মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের অজান্তে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ এবং নিজ জাতি গোষ্ঠীর নাম, পোশাক পরিবর্তন করে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠে আসছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের কিছু ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা গেল—

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

২০২৬ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত সংঘটিত ৫৭টি ঘটনার মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক ২৪টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে কমপক্ষে ৪৫ জন লোক মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে এবং ২১টি গ্রামে টহল অভিযান চালানো হয়। নতুন করে ৩৪টি বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৬ জানুয়ারি রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মাইনী জোন কমান্ডার লে: কর্নেল মীর মোর্শেদ, এসপিপি, পিএসসি ও সাব জোন কমান্ডার মেজর রিফাত উদ্দিন আহমেদ লিওন (বেঙ্গল 'তেজস্বী ৩ বীর')-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সারোয়াতুলি ইউনিয়নের একাধিক গ্রামে ব্যাপকভাবে সেনা অভিযান চালায়।

২০ জানুয়ারি লংগদু উপজেলার রাজনগর জোনের (৩৭ ব্যাটালিয়ন বিজিবি) সিইও মো: তাসকিনের নেতৃত্বে একদল বিজিবি বাঘাইছড়ি উপজেলার সারোয়াতুলি ইউনিয়নের সারোয়াতুলি মৌজা থেকে জুম্ম গ্রামবাসীদের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কর্তন করা আনুমানিক এক হাজার ঘনফুট সেগুন কাঠ অন্যায়ভাবে জব্দ করে।

২৪ জানুয়ারি ২৬-ইসিবির মেজর আতিক ও সুবেদার মোশারফের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ির উপজেলার গাছবাগান পাড়া এলাকায় দুই জুম্মর নির্মাণাধীন বসতবাড়ি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ২৭ জানুয়ারি বিলাইছড়ি উপজেলার গাছবাগান পাড়া এলাকায় আবারও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এক জুম্মর আধা-কাঁচা জুম পুড়িয়ে দিয়েছে। সেনাবাহিনী উক্ত গাছবাগান পাড়া এলাকায় সাজেকের মতই একটি পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী এভাবে জুমচাষীদের জুম চাষে বাধা প্রদান করে চলেছে।

২৮ জানুয়ারি আলীকদম সেনা জোন এবং বলিপাড়া ব্যাটালিয়ন (৩৮ বিজিবি) ক্যাম্প হতে ১০০-২০০ জনের সেনা ও বিজিবি সদস্যরা জ্ঞানলাল পাড়ায় ২০-৩০ জন, ব্রহ্মদত্ত পাড়ায় ৩০ জন ও ক্যচুপাড়ায় আনুমানিক ৪০-৫০ জন করে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে উক্ত পাড়াগুলোতে সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর হয়রানিমূলক তল্লাশি অভিযান চালায়।

১৬ মার্চ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নের তানিক্কাপাড়া এলাকায় মাটিরাঙ্গা সেনা জোনের জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো: মাসুদ খান ও মাটিরাঙ্গা জোনের কর্মকর্তা মো: ফারুকের নেতৃত্বে

সেনাবাহিনী, বিজিবি ও আনসার এর একটি যৌথ দল ব্যাপক সামরিক অভিযান চালায়।

১১ এপ্রিল বান্দরবান জেলাধীন আলিকদম উপজেলার কুরুকপাতা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ক্রিলাই পাড়া গ্রামের বাসিন্দা খিন ওয় ই ম্রো-এর জুমে বন বিভাগ কর্তৃক লুটপাট ও ক্ষয়ক্ষতি করা হয়েছে।

৭ মে খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের জুম্ম অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে পানছড়ি সাব জোনের কমান্ডার মেজর আয়ন ও ডুমবিল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহফুজের নেতৃত্বে এবং ধুধুকছড়া বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার মোঃ ইব্রাহিম এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ও বিজিবি কর্তৃক যৌথভাবে সামরিক অভিযান চালানো হয়। এই সামরিক অভিযানে ২ জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি এবং এক গ্রামবাসীকে অমানবিকভাবে মারধর করা হয়।

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার বড় হরিণা ইউনিয়নের চিবা বড় হরিণা মৌজায় ২৭ বিজিবি মারিশ্যা জোন ও ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোন কর্তৃক ৩ জুম্ম গ্রামবাসীর জুম ভূমি বেদখলের চেষ্টা এবং তাদেরকে জুম চাষেও বাধা প্রদান করা হয়। বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের নামে জোরপূর্বক এই ভূমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে।

১৪ মে রাঙ্গামাটি জেলাধীন জুরাছড়ি উপজেলায় পিসিপির পোস্টার লাগানোর সময় জুরাছড়ির বনযোগীছড়া সেনা জোনের অধীন যক্ষা বাজার সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার কর্তৃক বাধা প্রদান করা হয় এবং দুই ছাত্রনেতাকে সাময়িকভাবে আটক করে হয়রানি ও হুমকি প্রদান করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিজিবির আরো ৩৪টি নতুন বিওপি (বর্ডার আউট পোস্ট) স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ২৭ বিজিবি মারিশ্যা জোনের আওতাধীন ঋষি পাড়া ক্যাম্প কর্তৃক একটি বিওপি, লংগদু উপজেলাধীন ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোনের আওতাধীন মাঝিপাড়া ক্যাম্প কর্তৃক একটি বিওপি এবং থলছড়া ক্যাম্প কর্তৃক আরেকটি বিওপি স্থাপনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার লোগাং ও চেঙ্গী ইউনিয়নে স্থানীয় জুম্মদের জায়গা দখল করে খাগড়াছড়ি ব্যাটালিয়ন (৩২ বিজিবি) ও পানছড়ি জোন (৩ বিজিবি) এর তত্ত্বাবধানে বিজিবির ৩টি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে।

২৮ মে থেকে চার দিনব্যাপী রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি উপজেলার বড়থলি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন গ্রামে ৩২ বীর দীঘলছড়ি জোনের অধীন ফারুয়া ইউনিয়নে অবস্থিত থাংথোইথাং সেনা ক্যাম্প থেকে ক্যাপ্টেন রাইয়ানের নেতৃত্বে ৩০ জনের সেনাবাহিনীর একটি দল সেনা অভিযান পরিচালনা করে।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সেনাবাহিনী জুম্মদের মধ্য হতে সুবিধাবাদী, দালাল ও উচ্ছৃঙ্খল কিছু লোককে নিয়ে একের পর এক সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ সৃষ্টি করে চলেছে। এসব সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইউপিডিএফ (প্রসিত), মগপার্টি খ্যাত মারমা লিবারেশন পার্টি, বমপার্টি খ্যাত কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) ইত্যাদি। বর্তমান বিএনপি সরকারের শাসনামলেও জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনরত সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী উক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপদের লেলিয়ে দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ইউপিডিএফ (প্রসিত) কর্তৃক জনসংহতি সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে বানোয়াট অপপ্রচার, হত্যা, অপহরণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৬ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ৫৭টি ঘটনার মধ্যে সেনা-সৃষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ কর্তৃক ১২টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ২ জনকে হত্যাসহ ২৭ জন ব্যক্তি মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার মধ্যে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, মারধর, হত্যা, গুলিতে আহত, তল্লাশি, হত্যার হুমকি, টাকা ও মোবাইল ছিনতাই, চাঁদা দাবি ইত্যাদি ঘটনার ছিল।

৯ জানুয়ারি সেনা-মদদপুষ্ট মগ পার্টি সন্ত্রাসীদের কর্তৃক বান্দরবান জেলার সদর উপজেলার রাজভিলা ইউনিয়নের থংজামা পাড়া গ্রামে নিসাঅং মারমা (৫৫) নামে এক নিরীহ ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

৭ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের আওতাধীন মাচ্ছ্যছড়া থেকে এক সাধারণ গ্রামবাসীকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণ করা হয়। অপহরণের ১০ দিন পর এক লক্ষ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃতকে ছেড়ে দেয়া হয়।

১১ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ির শীলছড়ি এলাকা থেকে তিনজন এবং একই ইউনিয়নের কুতুকছড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র থেকে একজন জুম্মকে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের কর্তৃক অপহরণ করা হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি জেলাধীন গুইমারা উপজেলার সিন্দুকছড়ি পুংখি পাড়া এলাকার দুই ত্রিপুরা নিরীহ গ্রামবাসীকে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক মারধর করা হয়।

১১ মার্চ খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক এক সাধারণ গ্রামবাসীকে অপহরণ ও মারধর করা হয়। একই দিনে বাবুছড়া ইউনিয়নে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক জুম্ম নারী মারধর ও হুমকির শিকার হয়।

২৭ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার সুতকর্মা পাড়ায় ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অতর্কিত ব্রাশফায়ারে নীতিদত্ত চাকমা (৪৮) নামে একজনকে হত্যা করা হয়।

১ এপ্রিল খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলায় গরু-ছাগল ব্যবসার বার্ষিক লাইসেন্স (পাস) বাবদ দাবিকৃত চাঁদার টাকা কম দেওয়ায় ইউপিডিএফ প্রসিত পন্থীর কালেক্টর কর্তৃক দুই যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়।

১৯ এপ্রিল রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি-দীঘিনালা সড়ক সংলগ্ন অজলচুগ আমতলা নামক এলাকা হতে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসী কর্তৃক বাঘাইছড়ি এলাকার দু'জন মোটরসাইকেল চালকসহ মোট ৪ জন জুম্ম যুবককে অপহরণ করা হয়।

১০ জুন ভোরে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলা সাজেক ইউনিয়নের কালু ছড়া (বোট ঘাট) নামক স্থানে পাঁচ ত্রিপুরা গ্রামবাসীর প্রায় ৮০০ মণ শুকনো হলুদ আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হয়।

ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা

২০২৬ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ৫৭টি ঘটনার মধ্যে মুসলিম বাঙালি সেটেলার, ভূমিদস্যু ও রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী কর্তৃক ১০টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ৪ জনকে হত্যা ও ৪৩ জনকে আহতসহ ৬৯ জন জুম্ম মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে। একটি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় হামলাকারী সেটেলার ও রোহিঙ্গ্যা কর্তৃক উল্টো হামলার শিকার ১০ জন ম্রো গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ে করা হয়েছে। বান্দরবানে অনুপ্রবেশকালে ২১ জন রোহিঙ্গ্যা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে।

১৪ জানুয়ারি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন কমলছড়ি ইউনিয়নের হেডম্যান পাড়ার অন্তর্ভুক্ত খালপাড় নামক স্থানে সেটেলাররা জুম্মদের জায়গা দখল করতে আসে। এ সময় জুম্ম গ্রামবাসীরা বাধা দিলে সেটেলার বাঙালিরা ৩ জন জুম্মকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। তাদের মধ্যে বিমল ত্রিপুরা (৩৭) নামে একজন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

১৭ জানুয়ারি বান্দরবান জেলাধীন আলিকদম উপজেলার নয়াপাড়া ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের জানালী পাড়াস্থ স্কুলের পশ্চিম পার্শ্বে রোহিঙ্গা ও সেটেলার বাঙালিদের যোগসাজশে জানালী পাড়ার ম্রো আদিবাসীদের উপর দুই দফা হামলায় অন্তত ১৭ জন আহত হয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি উল্টো হামলাকারী রোহিঙ্গা ও সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক হামলার শিকার জুম্মদের মধ্যে ১০ জনের বিরুদ্ধে বান্দরবানের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হত্যার চেষ্টা, জীবন নাশের হুমকি সহ নানা মিথ্যা অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২৪ জানুয়ারি বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের কর্তৃক তিনজন তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামবাসী মারধর করা হয়েছে।

২৮ জানুয়ারি বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের ফাত্রাছড়ি এলাকায় 'নুরু গ্রুপ' নামে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক একজন তঞ্চঙ্গ্যাকে অপহরণ করে বেধড়ক মারধর করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার লামা সদর ইউনিয়নের মিরিঞ্জা বাগান পাড়ায় সাবেক মেয়র ও আওয়ামীলীগ নেতা মো: জহিরুল ইসলাম কর্তৃক ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের শ্মশান ও বসতভিটা জবরদখল করে রিসোর্ট নির্মাণের চেষ্টা করা হয়।

১৩ এপ্রিল রাঙামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া বাজার এলাকায় বিজু উৎসবের সময় ঘাগড়া বাজার হতে চম্পাতলী যাওয়ার পথে সেটেলার বাঙালি সিএনজি ড্রাইভার অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ায় জুম্ম যুবকরা প্রতিবাদ করার কারণে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর হামলা ও মারধর করা হয়। ঘটনায় অন্তত ২০ জন জুম্ম আহত হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে বান্দরবান জেলাধীন আলিকদম উপজেলার চৈক্ষ্যং ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডে মাংগু মৌজায় আবু হান মো: ইসমাইল সওদাগরের নেতৃত্বে একটি চক্র লামা-আলিকদম বনবিভাগের যোগসাজশে দীর্ঘদিন ধরে পাড়াবন উজার করে গাছ কর্তন করে চলেছে। ব্যাপক হারে গাছ কর্তনের ফলে ঐ এলাকায় জীববৈচিত্র্য হুমকিতে রয়েছে।

৩১ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার চাইল্যাতলী মৌজার অন্তর্গত চাইল্যাতলী ইউনিয়নে মৌজার হেডম্যানের জায়গা দখলের উদ্দেশ্যে সেটেলার বাঙালিরা দলেবলে এসে বেদখলের উদ্দেশ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করে।

২২ এপ্রিল কক্সবাজার জেলাধীন টেকনাফ উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নে জীবিকার তাগিদে কাকড়া খুঁজতে গিয়ে

রোহিঙ্গা সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক সামুংচিং চাকমা (৪৪) নামে এক স্থানীয় আদিবাসী চাকমা যুবক অপহৃত করার পর নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

৫ মে বান্দরবান জেলা সদরে সেনাবাহিনীর একটি চেকপোস্টে তল্লাশি চালিয়ে ২১ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়। এভাবে রোহিঙ্গা প্রতিনিয়ত বান্দরবানে অনুপ্রবেশ ঘটছে।

২৪ মে বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ভালুকিয়া পাড়ায় তুমব্রু ৪২ নম্বর পিলার সংলগ্ন এলাকায় রোহিঙ্গা সশস্ত্র সংগঠন আরসা কর্তৃক পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে চিক্কং চাকমা (৪৪), চোপোচিং চাকমা (৪৭) এবং অংক্যমং তঞ্চঙ্গ্যা নামে তিন জুম্ম গ্রামবাসী নিহত হয়।

২১ জুন বান্দরবানের লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নে আদিবাসী ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের ভোগদখলীয় জমি জবরদখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে তাদের ওপর বাঙালি ভূমিদস্যু কর্তৃক ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের উপর সশস্ত্র হামলা ও বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করা হয়।

বান্দরবানে দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরককরণের প্রক্রিয়া চলমান

বান্দরবান জেলাধীন বিভিন্ন উপজেলায় জুম্মদের বিশেষ করে ম্রো, ত্রিপুরা এবং কতিপয় চাকমা জাতিগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া এখনো জোরদার রয়েছে। আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, গৃহ নির্মাণ, গরু-ছাগল পালন, সুদ-মুক্ত ঋণ ইত্যাদি লোভ লালসা দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ চলছে।

পড়াশুনা করানোর লোভ দেখিয়ে ছোট ছোট কোমলমতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, কক্সবাজারসহ বান্দরবানের বিভিন্ন মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের অজান্তে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ এবং নিজ জাতি গোষ্ঠীর নাম, পোশাক পরিবর্তন করে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠে আসছে।

বিভিন্ন জুম্ম পরিবার ও শিশুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার ষড়যন্ত্রের সাথে একাধিক বহিরাগত বাঙালি মুসলিম এবং নও মুসলিম জড়িত থাকার অভিযোগ উঠে। তারা হলেন, মাওলানা একে এম আইয়ুব খান, জেএমবি শামীম (মো: ইউসুফ আলী), হাফেজ মাওলানা সালামাতুল্লাহ, ফরিদ আহম্মদ, আবুল কালাম, মো: জাহিদ, সাহাব উদ্দিন, মাওলানা ইমরান হাবিবি, মোহাম্মদ আইয়ুব প্রমুখ এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় রয়েছে বলে অভিযোগ ও বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অপরদিকে আদিবাসী থেকে ধর্মান্তরিত যেসব নও মুসলিম এসব ধর্মান্তরকরণের সাথে জড়িত তাদের মধ্যে যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে, তারা হলেন— জনৈক চাকমা ধর্মান্তরিত মুসলিম মো: শহিদ, মৌলভী হেলাল উদ্দিন ত্রিপুরা, মুসলিম পাড়া মডেল একাডেমির শিক্ষক ধর্মান্তরিত মুসলিম সাইফুল ইসলাম ত্রিপুরা, আবু বক্কর ছিদ্দিক (পূর্ব নাম অতিরম ত্রিপুরা), খাগড়াছড়ির মো: আব্দুর রহিম (পূর্ব নাম ভিনসেন্ট চাকমা), মো: আব্দুর রহমান (পূর্ব নাম ভন্দ চাকমা), মো: ইব্রাহিম (পূর্ব নাম ভবাৎ চাকমা) প্রমুখ।

বর্তমানে বান্দরবান পৌরসভা, আলিকদম, রোয়াংছড়ি, লামাসহ বিভিন্ন এলাকায় ১০টির অধিক জুম্ম মুসলিম পাড়া বা বসতি রয়েছে। এইসব ধর্মান্তরিত জুম্ম মুসলিমদের বলা হচ্ছে 'নও মুসলিম' বা 'উপজাতি মুসলিম'। এই ধর্মান্তরিত মুসলিম বসতিগুলোকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে এবং কিছু বাছাইকৃত নও মুসলিমকে সুবিধা দিয়ে তাদের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সহজ সরল জুম্মদের ধর্মান্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে।

আরো উল্লেখ্য যে, বান্দরবানে ইতোমধ্যে 'উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘ', 'উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংস্থা' ও 'উপজাতীয় আদর্শ সংঘ বাংলাদেশ' ইত্যাদি সংগঠনের নামে বেশ কয়েকটি উপজাতীয় নও মুসলিম বসতি স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সংগঠনসমূহের মাধ্যমে জুম্মদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

নারীর উপর সহিংসতা

২০২৬ সালের ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) সেটেলার বাঙালি, বহিরাগত বাঙালি শ্রমিক ও ব্যক্তি কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশু ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা, উত্যক্তকরণ, প্রতারণা আরও বেশি জোরদার হয়েছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি হতে জুন মাস পর্যন্ত ৫৭টি ঘটনার মধ্যে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় পক্ষ কর্তৃক জুম্ম নারী ও শিশুর উপর ১১টি সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এতে ১৩ জন জুম্ম নারী ও শিশু মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়েছে।

বান্দরবান সদর উপজেলার এক আদিবাসী মারমা তরুণীকে মং মারমা নামে এক যুবক কক্সবাজার বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার অজুহাতে মো. রুবেল হোসেন (২৮) ও তার স্ত্রী নুমেউ মারমা (২৫) হাতে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে তুলে দিয়ে ভয়াবহ প্রতারণা, এক মাস ধরে গণধর্ষণ ও জোরপূর্বক দেহব্যবসার করানো হয়।

১৯ জানুয়ারি কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলাধীন পালংখালী ইউনিয়নে ইউপি সদস্য কামাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ৬-৭ জনের একটি দল এক আদিবাসী চাকমা কিশোরী (১৭) অপহরণ করে। ১ মার্চ টেকনাফের হ্নীলা এলাকা থেকে উখিয়া

থানা পুলিশ ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে অপহৃত কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ির সাজেকে একজন বহিরাগত বাঙালি মিস্ত্রি কর্তৃক স্থানীয় একজন বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী জুম্ম কিশোরীকে (১৫) ধর্ষণ করা হয়।

৯ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার বড়বিল নামক এক গ্রামে রাম্রা মারমা (৪১) নামে এক আদিবাসী গৃহবধূকে সন্ত্রাসী কর্তৃক কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

১৯ মার্চ বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন পর্যটন মেঘলা এলাকায় রমেসিং মারমা (৩০) ও বৃষ্টি মারমা (৪) নামে এক মারমা মা ও মেয়েকে হত্যা করা হয়। দেড়শত ফুট খাদে মেঘলা লালমোহন বাগান তঞ্চঙ্গ্যা পাড়ার গহীন এলাকা থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

২৩ মার্চ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার মানিকছড়ি ইউনিয়নের ফকিরনালা নামক গ্রামে মো: মিজান (৩৪) নামে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা গৃহবধুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়।

১ এপ্রিল লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের বোচাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: ফরিদুল আলম কর্তৃক ১ম শ্রেণির শিশু শিক্ষার্থী রেশমি ত্রিপুরাকে (৬) ক্লাস রুমে বেধড়ক মারধর করে আহত করা হয়।

১১-১২ এপ্রিল ২০২৬ মধ্যেরাতে কক্সবাজারের রামুতে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে মায়া চাকমা নামে ১৬ বছরের এক চাকমা সম্প্রদায়ের আদিবাসী তরুণীকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়। মায়া চাকমা জনৈক সাধন বড়ুয়া পরিবারে হেল্পার হিসেবে থাকা অবস্থায় এই বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে।

২০ এপ্রিল বান্দরবান সদর উপজেলাধীন বাকীছড়ামুখ তুংখ্যং পাড়া যাওয়ার পথে মো. আল আমিন (২৪) নামে এক বহিরাগত বাঙালি রাবার বাগানের শ্রমিক কর্তৃক এক জুম্ম কিশোরী (১৭) উত্যক্তকরণের শিকার হয়।

২৩ এপ্রিল বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার থানচি সদর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের দনরই পাড়ায় মো: রাসেল নামে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ম্রো শিশুকে (১২) ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়।

১৫ মে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বন্দুকভাঙা ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী এক চাকমা কিশোরীকে (১৬) মো: সাইফুল নামে এক বাঙালি মৎস্য ব্যবসায়ী কর্তৃক ধর্ষণ করা হয়।

২৩ এপ্রিল রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি সদর উপজেলায় হাসপাতাল ঘাট এলাকায় আব্দুল গফুর শেখ (৬২) নামে একজন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৯ম শ্রেণিতে পড়ুয়া (১২) এক জুম্ম শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ চেষ্টা করা হয়।

২৩ মে বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার থানচি সদর ইউনিয়নে বিজয় বড়ুয়া (১৬) নামে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৫ বছর বয়সী এক আদিবাসী ত্রিপুরা শিশুকে ধর্ষণ করা হয়।

> “আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণও বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের ভাই-বোনদের সাথে একযোগে এগিয়ে যেতে চাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ মনে করে এবং বিশ্বাস করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের যুগযুগান্তের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জাতীয় অস্তিত্বের সংরক্ষণের অধিকার দেবে। – *মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা*”

বিশেষ প্রতিবেদন

বান্দরবানে দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া চলমান

বান্দরবান জেলাধীন বিভিন্ন উপজেলায় জুম্মদের বিশেষ করে ম্রো, ত্রিপুরা এবং কতিপয় চাকমা জাতিগোষ্ঠীর লোকদের দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়া এখনো জোরদার রয়েছে। আর্থিক সুযোগ-সুবিধা, শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, গৃহ নির্মাণ, গরু-ছাগল পালন, সুদ-মুক্ত ঋণ ইত্যাদি লোভ লালসা দেখিয়ে ধর্মান্তরকরণ চলছে।

পড়াশুনা করানোর লোভ দেখিয়ে ছোট ছোট কোমলমতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, কক্সবাজারসহ বান্দরবানের বিভিন্ন মাদ্রাসায় পরিবারের অজান্তে ভর্তি করিয়ে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ এবং নিজ জাতি গোষ্ঠীর নাম, পোশাক পরিবর্তন করে দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠে আসছে।

এর পূর্বেও একাধিক অনুসন্ধানী রিপোর্টে বান্দরবানে বিভিন্ন উপজেলায় আদিবাসী জুম্মদের দারিদ্র্যতা, অর্থনৈতিক সুবিধা ও শিশুদের শিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন জুম্ম পরিবার ও শিশুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার ষড়যন্ত্রের সাথে একাধিক বহিরাগত বাঙালি মুসলিম এবং নও মুসলিম জড়িত থাকার অভিযোগ উঠে। এমনকি এই ধর্মান্তরকরণ নেতৃত্বের পেছনে তাদের হাত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তারা হলেন, মাওলানা একে এম আইয়ুব খান, জেএমবি শামীম (মো: ইউসুফ আলী), হাফেজ মাওলানা সালামাতুল্লাহ, ফরিদ আহম্মদ, আবুল কালাম, মো: জাহিদ, সাহাব উদ্দিন, মাওলানা ইমরান হাবিবি, মোহাম্মদ আইয়ুব প্রমুখ এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় রয়েছে বলে অভিযোগ ও বিভিন্ন প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অপরদিকে আদিবাসী থেকে ধর্মান্তরিত যেসব নও মুসলিম এসব ধর্মান্তরকরণের সাথে জড়িত তাদের মধ্যে যাদের পরিচয় পাওয়া গেছে, তারা হলেন- জনৈক চাকমা ধর্মান্তরিত মুসলিম মো: শহিদ, মৌলভী হেলাল উদ্দিন ত্রিপুরা, মুসলিম পাড়া মডেল একাডেমির শিক্ষক ধর্মান্তরিত মুসলিম সাইফুল ইসলাম ত্রিপুরা, আবু বক্কর ছিদ্দিক (পূর্ব নাম অতিরম ত্রিপুরা), খাগড়াছড়ির মো: আব্দুর রহিম (পূর্ব নাম ভিনসেন্ট চাকমা), মো: আব্দুর রহমান (পূর্ব নাম ভন্দ চাকমা), মো: ইব্রাহিম (পূর্ব নাম ভবাৎ চাকমা) প্রমুখ।

বিভিন্ন সূত্র মোতাবেক, উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমানে জেএমবি শামীম (মো: ইউসুফ আলী) এবং মুসলিম পাড়া মডেল একাডেমির শিক্ষক ধর্মান্তরিত মুসলিম সাইফুল ইসলাম ত্রিপুরা এই ধর্মান্তরকরণ চক্রের অন্যতম হোতা বলে খবর পাওয়া যায়।

মো: ইউসুফ আলীর গ্রামের বাড়ি বগুড়ায়, তবে বর্তমানে কক্সবাজারে থাকেন। সেখানে ঈদগাহ মডেল হসপিটাল ও ডায়াবেটিস কেয়ার সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আবাসিক সার্জন হিসেবে দায়িত্বে আছেন।

জানা গেছে, তিনি অত্যন্ত সুক্ষভাবে ও সুকৌশলে বান্দরবানের আলিকদমসহ বিভিন্ন এলাকায় যেখানে সুযোগ পাচ্ছেন সেখানে আদিবাসী জুম্মদের ধর্মান্তরিতকরণে সক্রিয়ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা, বুদ্ধি-পরামর্শ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছেন। অপরদিকে, তিনি যেহেতু নিজে একজন চিকিৎসক এবং আর্থিকভাবে সমর্থ, সেকারণে অনেক সময় বিনা পয়সায় চিকিৎসার নামে অথবা কিছু আর্থিক সহযোগিতার নামেও আদিবাসীদের ধর্মান্তরিতকরণ করছেন এবং তার সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন ধর্মান্তরিত মুসলিম সাইফুল ইসলাম ত্রিপুরা।

এই ইউসুফ আলীর নেতৃত্বেই আলিকদমের ধর্মান্তরিত আদিবাসী মুসলিমদের 'ইসলামপুর' নামক মুসলিম পাড়ায় মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয়। সেখানে তিনি তার নেতৃত্বে কক্সবাজারের বায়তুশ শরফ থেকে ডাক্তারদেরকে নিয়ে এসে মাঝে মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থারও আয়োজন করেন।

তারা বান্দরবানের বিভিন্ন উপজেলার দুর্গম এলাকার আদিবাসীদের অভাব-অনটনের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিনিয়ত আদিবাসীদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং গরীব-অশিক্ষিত আদিবাসীদের ধর্মান্তরের জন্য এফিড্যাভিটসহ আইনি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করছেন।

বর্তমানে বান্দরবান পৌরসভা, আলিকদম, রোয়াংছড়ি, লামাসহ বিভিন্ন এলাকায় ১০টির অধিক জুম্ম মুসলিম পাড়া বা বসতি রয়েছে। এইসব ধর্মান্তরিত জুম্ম মুসলিমদের বলা হচ্ছে 'নও মুসলিম' বা 'উপজাতি মুসলিম'। এই ধর্মান্তরিত মুসলিম বসতিগুলোকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে এবং কিছু বাছাইকৃত নও মুসলিমকে সুবিধা দিয়ে তাদের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সহজ সরল জুম্মদের ধর্মান্তরের কার্যক্রম সম্প্রসারণের চেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য, বিগত ২০১০ সাল হলে বর্তমান অবধি পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এই মাত্রা দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে জুম্মদের দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে শিশুদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে।

বিভিন্ন তথ্য মোতাবেক, ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে পুলিশ কর্তৃক কেবল বান্দরবান শহরের এক মোটেল 'অতিথি বোর্ডিং' থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ৩৩ শিশুকে উদ্ধার করে। বান্দরবানের থানচি উপজেলা থেকে এই শিশুদের সংগ্রহ করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ধানমন্ডি আদর্শ মদিনা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন দেখিয়ে।

২০১২ সালের জুলাই মাসে গাজীপুর ও ঢাকার বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে ১১ জন আদিবাসী ত্রিপুরা শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

২ জানুয়ারি ২০১৩ পুলিশ ঢাকার সবুজবাগ থানাধীন আবুযোর জিফারি মসজিদ কমপ্লেক্স নামের এক মাদ্রাসা থেকে ১৬ আদিবাসী শিশুকে উদ্ধার করে। শিশুদের জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।

১ জানুয়ারি ২০১৭ ঢাকায় এক মাদ্রাসায় পাচার হওয়ার সময় পুলিশ বান্দরবান শহরের 'অতিথি আবাসিক হোটেল' থেকে চার আদিবাসী শিশুকে উদ্ধার করা হয়।

গত ২২ জানুয়ারি ২০২১ একদল সচেতন ম্রো ছাত্র স্থানীয় এনজিওকর্মী ও সমাজকর্মীদের সহযোগিতায় কক্সবাজারের 'ঈদগাহ উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংঘ' নামক এক প্রতিষ্ঠান থেকে ১৩ আদিবাসী ম্রো শিশুকে শিশুদের উদ্ধার করা হয়। বিনা খরচে থাকা, খাওয়া, লেখাপড়ার খরচ এর ব্যবস্থা ও আর্থিক সহযোগিতার প্রলোভন দেখিয়ে দরিদ্র ও সহজ-সরল ম্রো পরিবারের কাছ থেকে এই শিশুদের নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাদের বিভিন্ন মাদ্রাসায় রেখে আযানসহ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সময় শিশুদের পড়ানো হয় ইসলামী পোশাক। এক পর্যায়ে এই শিশুদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। পরিবার বা তাদের অশিক্ষিত পিতা-মাতার মনে করেন, তাদের ছেলেমেয়েরা দেশের সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে।

সর্বশেষ, ২০২৩-২০২৪ সালে সচেতন ম্রো শিক্ষার্থীর একটি টিম 'ইক্বরা তাহসীনুল কুরআন মাদ্রাসা' ধর্মান্তরিত হতে যাওয়া প্রথম ধাপে ১৪ জন এবং দ্বিতীয় ধাপে ৯ জনসহ মোট ২৩ জন ম্রো শিশুকে উদ্ধার করা হয়। যেখানে উক্ত মাদ্রাসায় মোট ৩০ জন ম্রো ও ত্রিপুরা শিশুর সন্ধান পাওয়া যায়।

আরো উল্লেখ্য যে, বান্দরবানে ইতোমধ্যে 'উপজাতীয় মুসলিম আদর্শ সংঘ', 'উপজাতীয় মুসলিম কল্যাণ সংস্থা' ও 'উপজাতীয় আদর্শ সংঘ বাংলাদেশ' ইত্যাদি সংগঠনের নামে বেশ কয়েকটি উপজাতীয় নও মুসলিম বসতি স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত সংগঠনসমূহের মাধ্যমে জুম্মদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামকে আদিবাসী জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করে ইসলামীকরণ করা এবং পার্বত্যাঞ্চল থেকে জুম্মদের জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের অন্যতম অংশ হিসেবে এই ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়া শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক চলমান রয়েছে। বস্তুত, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই এই ইসলামীকরণের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তবে এই কার্যক্রম আরও জোরদার হয় আশির দশকের শুরুতে ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দেশের সমতল অঞ্চল থেকে ৪-৫ লক্ষ বহিরাগত সেটেলার বাঙালি পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদের জায়গা-জমিতে বসতিদানের মধ্য দিয়ে। ১৯৮০ সালের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার লংগদুতে সৌদি আরব ও কুয়েতের অর্থায়নে স্থাপন করা হয় ইসলামিক মিশনারী সংগঠন 'আল রাবিতা'। এর রয়েছে হাসপাতাল ও কলেজ।

কার্যত এর প্রধান উদ্দেশ্য ইসলামী ভাবধারাকে সম্প্রসারিত করা, সেটেলার বাঙালিদের সহায়তা এবং আদিবাসী জুম্মদের ইসলামে ধর্মান্তরিতকরণের প্রচেষ্টা চালানো। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায় মূলত জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় প্রশাসনের প্রকাশিত ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামে মসজিদের সংখ্যা বর্তমানে ৩,৭৬৩টি, যার মধ্যে বান্দরবানে ২,০৭০টি, রাঙামাটিতে ১,০৫৯টি এবং খাগড়াছড়িতে ৬৩৪টি। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় ধর্মান্তরিতকরণের ফলাফল বা পরিণতি যে আদিবাসী জুম্মদের সংখ্যালঘুকরণ, তাদের উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা তাদের সংস্কৃতি ধ্বংসকরণ, তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনধারায় ক্ষতিসাধন, জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য অঞ্চলকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণতকরণ, সর্বোপরি জুম্মদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে জাতিগতভাবে বিলুপ্তকরণেরই নামান্তর তা বলাইবাহুল্য।

> দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি।
>
> *সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে এম এন লারমার গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণের অংশবিশেষ*

সংবাদ প্রবাহ

প্রশাসন ও নিরাপত্তাবাহিনীর নিপীড়ন নির্যাতন

লংগদুতে বিজিবি কর্তৃক একদল জুম্মকে দেশীয় বন্দুক দিয়ে ফাঁসানোর চেষ্টা

গত ১ মার্চ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার ভাসন্যা আদাম ইউনিয়নের একদল নিরীহ জুম্মকে একটি পুরনো দেশীয় বন্দুক গুঁজিয়ে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

বন্দুকটি বাজারে আসা সেটেলার বাঙালিরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গুঁজে দিয়েছে বলে ভুক্তভোগীদের বিশ্বাস। আর বিজিবি সদস্যরা তা উদ্ধার করে জুম্মদের কয়েক ঘন্টা আটক করে রাখলেও পরে ছেড়ে দেয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১ মার্চ লংগদুর ৫নং ভাসন্যাদম ইউনিয়নের অন্তর্গত খাগড়াছড়ি এলাকার ১৫/১৬ জন জুম্ম নারী ও পুরুষ ইঞ্জিনবোট যোগে কাঁচা মালামাল বিক্রি করার জন্য কাট্টলীর 'রাধামন বাজারে' যায়। মালামাল বিক্রি করার পর সকাল আনুমানিক ১১ ঘটিকার সময় রাধামন বাজার থেকে ফেরার পথে কাট্টলী বিলের মাঝখানে ৪৫ বিজিবি, বরকল জোনের ৮ জনের একটি দল স্পীডবোটযোগে কাছাকাছি এসে জুম্মদের ইঞ্জিন বোটটি থামাতে ইঙ্গিত দেয়। এসময় বিজিবি সদস্যদের ইঙ্গিতে জুম্মদের বোটটি থামানো হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিজিবি সদস্যরা অস্ত্র তাক করে স্পীডবোট থেকে জুম্মদের ইঞ্জিন বোটের উপর উঠে পরে এবং কাউকে কোনকিছু না বলেই বোটের ভিতরে তল্লাশি চালাতে থাকে।

এক পর্যায়ে বিজিবি সদস্যরা ইঞ্জিনের পিছনে কাঠের নীচে বস্তায় মোড়ানো অবস্থায় অকেজো একটি দেশীয় তৈরী বন্দুক খুঁজে পায়। এরপর ইঞ্জিন বোটে থাকা জুম্মদেরকে নানাভাবে হুমকি দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে চারজনকে আলাদা করে একসাথে ছবি তোলে এবং তাদের যাবতীয় বায়োডাটা লিখে নেয়। প্রায় ২ ঘন্টা যাবৎ জিজ্ঞাসাবাদ করার পর সবাইকে ছেড়ে দিয়ে যায়।

যাদেরকে আলাদা করে বায়োডাটা ও ছবি তোলা হয়েছে তারা হচ্ছেন— ১। সত্য কুমার চাকমা (৫৫), পিতা- অমৃত লাল চাকমা; ২। মলেন্দ্র চাকমা(৫৬), পিতা- বিশ্বম্বর চাকমা, উভয়ের ঠিকানা- শীলকাটা ছড়া, ৫নং ভাসন্যাদম ইউনিয়ন, লংগদু; ৩। সনজিব চাকমা(৪৩), পিতা- রাজেন্দ্র চাকমা, ঠিকানা- কুসুমছড়ি, ৫নং ভাসন্যাদম ইউনিয়ন, লংগদু; ৪। লাল চুং জুয়াম পাংখোয়া (৪৬), পিতা- তোয়াজুয়াম পাংখোয়া, ২নং বরকল ইউনিয়ন, বরকল, রাঙ্গামাটি।

ভুক্তভোগীদের বিশ্বাস, বাজারে আসা সেটেলার বাঙালিরাই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে অবৈধ অস্ত্র বলে ফাঁসানোর জন্য ওই বন্দুকটি বোটের যাত্রীদের অগোচরে রেখে দিয়েছে। কারণ বাজারে আসার সময় সেখানে কোনো বন্দুক ছিল না। বাজারে মালামাল বিক্রির জন্য বোটের সব যাত্রী বোট ছেড়ে বাজারে যায়। এই সুযোগে ওই কাজটি করা হয়।

আরো জানা যায়, বোটের মালিক সত্য কুমার চাকমা খুব নিরীহ একজন মানুষ। সম্প্রতি এক সেটেলারের সাথে তার বাকবিতণ্ডা হয়। তাই কারো কারো ধারণা, ওই ব্যক্তিই এই বন্দুক গুঁজে দেয়ার কাজ করতে পারে।

মাটিরাঙ্গায় যৌথবাহিনীর ব্যাপক সামরিক অভিযান, চুক্তির পক্ষের লোকদের উপর গুলিবর্ষণ

গত ১৬ মার্চ ২০২৬ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং ইউনিয়নের তানিক্কাপাড়া এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথবাহিনীর ব্যাপক সামরিক অভিযান চালানো হয়। সামরিক অভিযানের সময় যৌথবাহিনীর সদস্যরা পার্শ্ববর্তী এলাকায় থাকা পার্বত্য চুক্তির পক্ষের লোকদের লক্ষ্য করে বেশ কয়েক রাউন্ড মর্টার শেল নিক্ষেপ ও গুলিবর্ষণ করে বলে জানা যায়।

মাটিরাঙ্গা সেনা জোনের জোন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো: মাসুদ খান ও মাটিরাঙ্গা জোনের কর্মকর্তা মো: ফারুক এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনী, বিজিবি ও আনসার এর একটি যৌথ দল এই অভিযান পরিচালনা করে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ মার্চ, সোমবার সকাল আনুমানিক ১০:৩০ টার দিকে মাটিরাঙ্গা সেনা জোন থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল, মাটিরাঙ্গা উপজেলার যামিনীপাড়া ব্যাটালিয়ন (২৩ বিজিবি) অধীনে পরিচালিত তানিক্কাপাড়া ভিওপি ক্যাম্প থেকে বিজিবির একটি দল এবং মাটিরাঙ্গা আনসার ক্যাম্প থেকে আনসারের একটি দল যৌথভাবে তাইন্দং ইউনিয়নের তানিক্কাপাড়া নামক স্থানে প্রথমে ড্রোন উড়িয়ে এলাকা পর্যবেক্ষণ করে। এরপর তারা তানিক্কাপাড়ার আরেকটি এলাকায় অবস্থান করা চুক্তির পক্ষের লোকজনদের লক্ষ্য করে বেশ কিছুক্ষণ মর্টার শেল নিক্ষেপ ও ব্রাশফায়ার করে বলে জানা যায়। উক্ত ঘটনায় আশপাশের এলাকার সাধারণ জুম্মদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

কাপ্তাইয়ে জুম্মদের ব্যক্তি মালিকাধীন কাঠ বহনের সময় বিজিবি কর্তৃক বাধা প্রদান

গত ২৫ মার্চ, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময়ে রাঙ্গামটি জেলাধীন কাপ্তাই উপজেলার ওয়াগ্গা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের ওয়াগ্গা তঞ্চঙ্গ্যা পাড়ায় 'ওয়াগ্গা কাপ্তাই ৪১ বিজিবি ব্যাটালিয়ন' এর অধীন কুকিমারা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার মো: মালেকের নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের অধিক বিজিবি সদস্য কর্তৃক স্থানীয় জুম্মদের ব্যক্তিগত মালিকাধীন কাঠ নিয়ে যাওয়ার সময় বাধা প্রদান করা হয় বলে জানা যায়।

ব্যক্তি মালিকানাধীন কাঠের মালিক চিরঞ্জীব তঞ্চঙ্গ্যা ওরফে তিশা বাপ। তিনি বর্তমানে কাপ্তাই ইউনিয়ন পরিষদের ৪নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য।

জানা যায়, গত ২৫ মার্চ, সন্ধ্যা নাগাদ চিরঞ্জীব তঞ্চঙ্গ্যা ওরফে তিশা বাপ তার নিজস্ব মালিকানাধীন কাঠ নিয়ে যাওয়ার সময় বিজিবি সদস্যরা জোর করে নানা হুমকি ও অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বাধা প্রদান করে। একপর্যায়ে এলাকার স্থানীয় আদিবাসী জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় এবং প্রতিবাদ করে। পরে বিজিবি সদস্যরা ব্যাপক জনরোষে পরে বাধ্য হয়ে কাঠ রেখে তাদের ক্যাম্পে চলে যেতে বাধ্য হয়। জানা গেছে, ওয়াগ্গা কাপ্তাই ৪১ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এর কমান্ডিং অফিসার লে: কর্নেল কাওসার মেহেদী।

রাঙ্গামাটির বালুখালি এলাকায় সেনা অভিযান

গত ২৭ মার্চ রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলাধীন বালুখালি ইউনিয়ন এলাকায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে জানা গেছে। সেনা অভিযান পরিচালনার লক্ষ্যে বালুখালি ইউনিয়নের কাইন্দ্যা এলাকায় বিভিন্ন সেনা ক্যাম্প থেকে তল্পিতল্পা নিয়ে একাধিক সেনাদল একত্রিত করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইতিপূর্বেই (২৫ মার্চ) পার্শ্ববর্তী বিলাইছড়ি উপজেলার ২নং কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের মেরাংছড়া সেনা ক্যাম্প হতে জনৈক হাবিলদার মেজরের নেতৃত্বে ২০ জনের একটি সেনাদল বালুখালি এলাকার কাইন্দ্যা জুনিয়র হাই স্কুলে এসে অবস্থান নেয়। এরপর বালুখালি ইউনিয়নের মরিচ্যাবিল সেনাক্যাম্প হতে জনৈক মেজরের নেতৃত্বে ২০/২২ জনের আরেকটি সেনাদল তল্পিতল্পা সহ কাইন্দ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে অবস্থান নেয়। এরপর উভয় দল আলাদাভাবে আশেপাশের গ্রামে টহল দেয় এবং স্থানীয় জনগণকে জিজ্ঞাসাবাদসহ নানাভাবে হয়রানি করে। এই অবস্থায় এলাকায় সাধারণ জুম্মদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি হয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটে বলে জানা যায়।

খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন কর্তৃক আলুটিলা পর্যটনের আশেপাশে জুম্মদের ১২টি দোকান বন্ধ করে দেয়ার অভিযোগ

খাগড়াছড়ির জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার অন্তর্গত আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্রের আশেপাশে থাকা জুম্মদের অন্তত ১২টি দোকান খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসন কর্তৃক বন্ধ করে দেয়ার অভিযোগ

পাওয়া যায়। গত ১ এপ্রিল ২০২৬ বিকাল আনুমানিক ৩:০০ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো: আনোয়ার সাদাতের নেতৃত্বে দোকানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১ এপ্রিল, বিকাল আনুমানিক ৩ ঘটিকায় খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক মো: আনোয়ার সাদাতের নেতৃত্বে একটি টীম আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্রে অবস্থান করেন। এর কিছুক্ষণ পরপরই পর্যটন কেন্দ্রের বাইরে আশেপাশে থাকা জুম্মদের দোকানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এ সময় স্থানীয় জুম্মরা জেলা প্রশাসকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আপনাদের দোকানগুলো সম্পূর্ণ অবৈধভাবে দেওয়া হয়েছে। দোকানের কাগজপত্র ঠিক নেই। আপনাদের কোনকিছুই ঠিক নেই। তাই আপনারা এখন থেকে আর দোকানগুলো খুলতে পারবেন না।' এই কথা বলে তিনি সেখান থেকে প্রস্থান করেন।

অন্যদিকে ভুক্তভোগী জুম্ম দোকানিরা জানিয়েছেন, আলুটিলা পর্যটন কেন্দ্রের আশেপাশে ১৫টির অধিক জুম্ম (ত্রিপুরা) পরিবার দীর্ঘদিন যাবত বসবাস করে আসছেন। তাদের সবারই অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পর্যটনের ভেতর দোকানের প্লট না পাওয়াতে পর্যটন সংলগ্ন আশেপাশের জায়গায় খুচরা দোকান দিয়ে তাদের অনেকে কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করে পরিবার ভরণপোষণ করে থাকেন। বলা যায় ঐ দোকানই তাদের শেষ অবলম্বন। খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসনের এই ধরনের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে ভুক্তভোগী জুম্মরা তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেন।

বান্দরবানে বন বিভাগের বিরুদ্ধে এক নিরীহ জুমচাষীর জুমে ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগ

গত ১১ এপ্রিল দুপুর আনুমানিক ১১:২০ ঘটিকায় বান্দরবান জেলাধীন আলীকদম উপজেলার ৪নং কুরুকপাতা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের ক্রিলাই পাড়া গ্রামের বাসিন্দা খিন ওয় ই ম্রো (৩১), পিতা- রেংচং ম্রো এর জুমে বন বিভাগ কর্তৃক লুটপাট ও ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগ পাওয়া যায়।

জানা যায়, খিন ওয় ই ম্রো চলতি বছরে নতুন জুমে প্রায় ১,০০০টি কলাগাছ রোপণ করেন। কিন্তু গতকাল বন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার কর্মচারী এবং তাদের সঙ্গে থাকা ভাড়াটে লোকজন জুমে প্রবেশ করে লুটপাট চালায় এবং কলাবাগানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। এই ঘটনায় আনুমানিক প্রায় ৫০,০০০ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যায়।

আরও জানা যায়, ভুক্তভোগী খিনওয়ই ম্রো একজন দরিদ্র জুমচাষী। এই জুমচাষই তার পরিবারের প্রধান জীবিকার উৎস। তাকে সারাবছর জীবিকার জন্য জুমের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। এই ক্ষতির ফলে পরিবারটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের জীবিকা সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়।

পানছড়িতে সেনা-বিজিবি অভিযান, বাড়িতে তল্লাশি, গ্রামবাসীকে মারধর

গত ৭ মে ২০২৬ খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নের জুম্ম অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে সেনাবাহিনী ও

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক সামরিক অভিযান চালানোর খবর পাওয়া যায়। এই সামরিক অভিযানে ২ জুম্ম গ্রামবাসীর বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি এবং এক গ্রামবাসীকে অমানবিকভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঐদিন সকাল ১০টার দিকে সেনাবাহিনীর পানছড়ি সাব জোনের কমান্ডার মেজর আয়ন ও ডুমবিল অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মাহফুজ এর নেতৃত্বে প্রায় ২০ জন সেনা সদস্য এবং ধুধুকছড়া বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার মোঃ ইব্রাহিম এর নেতৃত্বে ১০ জন বিজিবি সদস্য যৌথভাবে এই সামরিক অভিযান শুরু করে।

সামরিক অভিযান শুরুর পরপরই সেনা ও বিজিবি সদস্যরা রূপসেন পাড়া সীমান্ত সড়কে নাক্কো চাকমার মালিকানাধীন একটি দোকানে ও বাড়িতে ব্যাপক তল্লাশি চালিয়ে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় ও হয়রানি করে। অপরদিকে সেনা ও বিজিবি সদস্যরা সীমানাপাড়া গর্জনতলী গ্রামে রূপান্ত চাকমা নামে এক গ্রামবাসীর বাড়িতেও ব্যাপক তল্লাশি চালায় এবং রূপান্ত চাকমার হাত-পা বেঁধে 'জেএসএস কোথায় থাকে? হাতিয়ার কোথায় রেখে গেছে?' ইত্যাদি প্রশ্ন করে গালে থাপ্পড়-ঘুষি মেরে নির্যাতন করে। এভাবে ২/৩ ঘন্টা আটক ও নির্যাতন করে রূপান্ত চাকমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ক্যাপ্টেন মাহফুজ এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য বাবুড়োপাড়া সড়কে গাড়ি যাতায়াতের সময় গাড়ি ও যাত্রীদের তল্লাশি চালায় বলেও জানা যায়।

এরপরেও অভিযানকারী সেনা ও বিজিবি সদস্যরা রূপসেন পাড়া, ধুধুকছড়া, সীমানাপাড়া, জগপাড়া, ভারতবর্ষ পাড়া, মগপাড়া ইত্যাদি এলাকায় চলাচলকারী জনগণকে এবং এইসব এলাকায় যাতায়াতকারী গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি চালায় এবং পাশাপাশি ডুমবিল, সিনালা, কৃষ্ণমনি পাড়া, জগপাড়া ইত্যাদি এলাকায় তাবু টানিয়ে সেনা ও বিজিবি সদস্যরা সেখানে অবস্থান করে বলে জানা গেছে।

বরকলে বিজিবি কর্তৃক আদিবাসীদের জুম ভূমি বেদখলের চেষ্টা করার অভিযোগ

রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার বড় হরিণা ইউনিয়নে ১৬২নং চিবা বড় হরিণা মৌজায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কর্তৃক আদিবাসী জুম্মদের জুম ভূমি বেদখলের চেষ্টা এবং জুমচাষে বাধা প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৭ বিজিবি মারিশ্যা জোন ও ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোন কর্তৃক বরকলের ৫নং বড় হরিণা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে ৩ জুম্ম গ্রামবাসীর জুম ভূমি বেদখলের চেষ্টা এবং এমনকি তাদেরকে জুম চাষেও বাধা প্রদান করা হচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের নামে জোরপূর্বক এই ভূমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, ২৭ বিজিবি মারিশ্যা জোন এর বিজিবি সদস্যরা তাদের ক্যাম্প স্থাপন করার কথা বলে সম্প্রতি বড় হরিণার ১নং ওয়ার্ডের ঋষিপাড়া গ্রামে সুপেন চাকমা (৩৮), পিতা-শিবচরণ চাকমা ও অমর জিৎ চাকমা (৩২), পিতা- সুশীল কুমার চাকমাকে তাদের ভূমি বেদখল করার জন্য চাপ দিচ্ছে। অপরদিকে, ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোনের বিজিবি সদস্যরা বড় হরিণার ১নং ওয়ার্ডের মাঝিপাড়া গ্রামে শেফালী রঞ্জন চাকমা (৫৬), পিতা- শান্তি কুমার চাকমা'র ৫ একর পরিমাণ বেদখলের জন্য চাপ দিচ্ছে বলে জানা গেছে। এছাড়া, ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোনের বিজিবি সদস্যরা ক্যাম্প স্থাপনের নামে বড় হরিণার ২নং ওয়ার্ডের নও আদাম গ্রামবাসীর সামাজিক বন দখল করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে বলেও জানা গেছে।

হিউম্যান রাইটস কংগ্রেসের রিপোর্ট: বাংলাদেশে আদিবাসী সহ সংখ্যালঘুদের উপর অব্যাহত নিপীড়ন চলছে

হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনোরিটিস (HRCBM) বিগত জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২৬ মাসের একটি জাতীয় ডকুমেন্টেশন রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, যেখানে বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্ন হামলায় আদিবাসী সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অব্যাহতভাবে নিপীড়নের শিকার হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বাংলাদেশের ৬২টি জেলায় ও ৮টি বিভাগে সংঘটিত ৫০৫টি ঘটনার তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে হত্যা ও সন্দেহজনক মৃত্যু, শারীরিক আক্রমণ, অপহরণ, যৌন সহিংসতা, মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভূমি বেদখল, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ভীতি প্রদর্শন, ধর্মের প্রতি কটাক্ষ সংক্রান্ত নিপীড়ন ইত্যাদি।

এই চার মাসের ডকুমেন্টেশন রিপোর্টটি বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে প্রভাবিত করছে এমন অব্যাহত মানবাধিকার লংঘন সম্পর্কে হিউম্যান রাইটস কংগ্রেসের সমন্বিত সাম্প্রতিক সিভিল সোসাইটির মূল্যায়নের অন্যতম একটি উপস্থাপনা।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রাপ্ত তথ্যসমূহ দিকনির্দেশ করে যে, উপস্থাপিত ঘটনাবলী বিচ্ছিন্ন বা স্থানীয়করণকৃত কোনো ঘটনা নয়, বরং দেশব্যাপী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে প্রভাবিত করছে এমন সহিংসতা, ভীতিপ্রদর্শন, যৌন নিপীড়ন, ভূমি বেদখল, ধর্মীয় আক্রমণ, মব আগ্রাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষাদানে ব্যর্থতা'র পুনরাবৃত্ত উদাহরণের প্রতিফলন ঘটায়।

আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ঝুঁকির বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তালিকাটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে জাতিগত ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহকে প্রভাবিত করছে এমন ঘটনাবলী। এইসব ঘটনাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভূমি-সংশ্লিষ্ট হামলা, শারীরিক আক্রমণ, হুমকি, রাজনৈতিক ভীতিপ্রদর্শন এবং সম্প্রদায়ের নিরাপত্তাহীনতা।

এতে আরও বলা হয়েছে, এই উদাহরণ আলাদাভাবে বিবেচনা করা উচিত, কারণ আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহ প্রায়ই জাতিগত পরিচয়, ভূমি অধিকার, সামরিকায়ন, স্থানান্তরের চাপ এবং দুর্বল আইনগত সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন স্তরের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

রিপোর্টের শেষের দিকে বাংলাদেশ সরকার, পুলিশ ও প্রসিকিউশন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ (জাতিসংঘ, ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কমনওয়েল্থ ও কুটনৈতিক মিশনসমূহ) এবং গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্লাটফর্মসমূহ এর নিকট আলাদাভাবে বিভিন্ন সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের নিকট 'জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২৬ সময়ের মধ্যে ধর্মীয়, জাতিগত ও আদিবাসী সংখ্যালঘুদের প্রভাবিত করেছে এমন সহিংসতা ও নিপীড়নের বিষয়ে একটি স্বাধীন জাতীয় তদন্ত কমিটি প্রতিষ্ঠা করা', 'হত্যা, সন্দেহজনক মৃত্যু, যৌন সহিংসতা, অপহরণ, মন্দির আক্রমণ, ভূমি বেদখল, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, চাঁদাবাজি ও ভীতিপ্রদর্শন সম্পর্কিত একটি কেন্দ্রীভুত সংখ্যালঘু-অধিকার নিরীক্ষণ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা', 'সংখ্যালঘুদের ভূমি ও সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ এর জন্য বিশেষ প্রশাসনিক মনিটরিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, বিশেষত যেখানে জাল দলিল, ভীতিপ্রদর্শন, জোরপূর্বক দখল, অথবা আদালতের রায় লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে' সহ বিভিন্ন সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো ৩৪টি বিজিবি'র বিওপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য জেলায় বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর আরো ৩৪টি নতুন বিওপি (বর্ডার আউট পোস্ট) স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, তিন পার্বত্য জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা ও সীমান্ত সড়ককে কেন্দ্র করে উক্ত ৩৪টি ক্যাম্প স্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজিবি মহাপরিচালক এর উপস্থিতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক নিরাপত্তা, সীমান্ত সুরক্ষা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও জোরদার করার লক্ষ্যে ৩৪টি নতুন বিওপি স্থাপন করা হবে।

উক্ত পরিকল্পনা মোতাবেক রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন ২৭ বিজিবি মারিশ্যা জোনের আওতাধীন ঋষি পাড়া ক্যাম্প কর্তৃক একটি বিওপি এবং লংগদু উপজেলাধীন ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোনের আওতাধীন মাঝিপাড়া ক্যাম্প কর্তৃক একটি বিওপি ও থলছড়া ক্যাম্প কর্তৃক আরেকটি বিওপি স্থাপনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

উক্ত তিনটি বিওপি স্থাপনের জন্য রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলার বড় হরিণা ইউনিয়নে ১৬২নং চিবা বড় হরিণা মৌজায় বিজিবি কর্তৃক আদিবাসী জুম্মদের জুম ভূমি বেদখলের চেষ্টা এবং জুমচাষে বাধা প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৭ বিজিবি মারিশ্যা জোন ও ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোন কর্তৃক বরকলের ৫নং বড় হরিণা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে ৩ জুম্ম গ্রামবাসীর জুম ভূমি বেদখলের চেষ্টা এবং এমনকি তাদেরকে জুম চাষেও বাধা প্রদান করা হচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের নামে জোরপূর্বক এই ভূমি দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, ২৭ বিজিবি মারিশ্যা জোন এর বিজিবি সদস্যরা তাদের ক্যাম্প স্থাপন করার কথা বলে সম্প্রতি বড় হরিণার ১নং ওয়ার্ডের ঋষিপাড়া গ্রামে সুপেন চাকমা (৩৮), পিতা-শিবচরণ চাকমা ও অমর জিৎ চাকমা (৩২), পিতা-সুশীল কুমার চাকমাকে তাদের ভূমি বেদখল করার জন্য চাপ দিচ্ছে।

অপরদিকে, ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোনের বিজিবি সদস্যরা বড় হরিণার ১নং ওয়ার্ডের মাঝিপাড়া গ্রামে শেফালী রঞ্জন চাকমা (৫৬), পিতা-শান্তি কুমার চাকমা'র ৫ একর পরিমাণ বেদখলের জন্য চাপ দিচ্ছে বলে জানা গেছে।

এছাড়া, ৩৭ বিজিবি রাজনগর জোনের বিজিবি সদস্যরা ক্যাম্প স্থাপনের নামে বড় হরিণার ২নং ওয়ার্ডের নও আদাম গ্রামবাসীর সামাজিক বন দখল করার পাঁয়তারা চালাচ্ছে বলেও জানা গেছে।

উল্লেখ্য যে, পূর্বের বিএনপি সরকারের আমলে (২০০১-২০০৬) পার্বত্য চট্টগ্রামে ৫৪টি বিওপি স্থাপন করা হয়েছিল। এর পর আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে (২০০৯-২০২৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) প্রত্যাহার করে নেওয়া অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলোর স্থানে ধাপে ধাপে ২২৪টি এপিবিএন (আর্মস পুলিশ ব্যাটেলিয়ন) ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।

আরো উল্লেখ্য যে, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে চার শতাধিক

অস্থায়ী ক্যাম্প বলবৎ রয়েছে। এছাড়া ২০০১ সালে 'অপারেশন উত্তরণ' নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে একপ্রকার সেনাশাসন জারি করা হয়, যা এখনো বলবৎ রয়েছে।

পানছড়িতে জুম্মদের জায়গা দখল করে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের অভিযোগ: স্থানীয়দের ক্ষোভ

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার লোগাং ও চেঙ্গী ইউনিয়নে স্থানীয় জুম্মদের জায়গা দখল করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ৩টি নতুন ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। খাগড়াছড়ি ব্যাটালিয়ন (৩২ বিজিবি) ও পানছড়ি জোন (৩ বিজিবি) এর তত্ত্বাবধানে এই ক্যাম্পগুলো স্থাপনের কার্যক্রম চলছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

ভুক্তভোগীদের দাবি, ক্যাম্প স্থাপনের পূর্বে জায়গার প্রকৃত মালিকদের সাথে কোনো ধরনের আলোচনা বা আগাম নোটিশ দেওয়া হয়নি। উল্টো জোরপূর্বক বাগানের মূল্যবান ফলজ ও বনজ গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে এবং বুলডোজার দিয়ে পাহাড়ের মাটি সমান করার কাজ চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উক্ত এলাকার সাধারণ জুম্মদের মধ্যে চরম ক্ষোভ, অসন্তোষ ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, পানছড়ি উপজেলার লোগাং ইউনিয়নে খাগড়াছড়ি ব্যাটালিয়ন (৩২ বিজিবি) এর তত্ত্বাবধানে খেদারাছড়া ও ধুধুকছড়া, সীমানা আদাম এলাকায় এবং চেঙ্গী ইউনিয়নে পানছড়ি জোন (৩ বিজিবি) এর তত্ত্বাবধানে শিলছড়ি, কজইছড়ি এলাকায় মোট ৩টি ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে।

খেদারাছড়া ক্যাম্পের জায়গার মালিক ১নং লোগাং ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের মধুরাম পাড়া (খেদারাছড়া) গ্রামের বাসিন্দা জয়ন্ত মনি চাকমা (৩৫), পিতা: কাট্টল্যা চাকমা। ধুধুকছড়ার সীমানা আদাম আর ধুধুকছড়া নির্বাণপুর বন বিহারের মাঝখানের ক্যাম্পের জায়গার মালিক দেবরতন চাকমা (৩৫), পিতা: মৃত ধন্যমনি চাকমা। তিনি ১নং লোগাং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের উত্তর ধুধুকছড়া গ্রামের বাসিন্দা। এছাড়া শিলছড়ি, কজইছড়ি এলাকার ক্যাম্পের জায়গার মালিক ৩নং পানছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের শিলছড়ি গ্রামের বাসিন্দা বর্ণমনি ত্রিপুরা (২৫), পিতা: চান মোহন ত্রিপুরা।

জায়গার মালিকদের অভিযোগ, বিজিবি কর্তৃপক্ষ তাদের কোনো প্রকার পূর্ব সম্মতি বা আইনি নোটিশ ছাড়াই হঠাৎ এই ক্যাম্প স্থাপনের কাজ শুরু করে। ইতোমধ্যে ক্যাম্পের জন্য নির্ধারিত জায়গাগুলোতে থাকা তাদের কষ্টার্জিত ও সৃজিত বাগানের মূল্যবান সেগুন গাছসহ বিভিন্ন ফলদ ও বনজ গাছপালা কেটে সাবাড় করা হয়েছে। এরপর বুলডোজার দিয়ে মাটি সমান করে সেখানে ক্যাম্পের জন্য ঘর তৈরির কাজ ত্বরান্বিত করা হচ্ছে।

ভুক্তভোগী এক জমির মালিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের জীবিকা ও মাথা গোঁজার একমাত্র অবলম্বন এই জায়গা ও বাগানগুলো। কোনো আলোচনা না করে, কোনো ক্ষতিপূরণ না দিয়ে এভাবে জোর করে বাগান কেটে ফেলা এবং জমি দখল করা সম্পূর্ণ অন্যায়।'

বিনা নোটিশে এবং জোরপূর্বক জমি দখলের এই ঘটনায় উক্ত এলাকার সাধারণ জুম্মদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। নিজেদের বসতভিটা, বাগান ও ঐতিহ্যগতভাবে ভোগদখলীয় জায়গা হারানোর শঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের আশঙ্কা, এভাবে ক্যাম্প স্থাপন করে সাধারণ জুম্মদের উচ্ছেদ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে তারা উত্তরাধিকার বা পৈত্রিকসূত্রে কোনো ভূমির মালিকানা না পেয়ে ভূমিহীন হয়ে পড়বেন।

সেনা-মদদপুষ্ট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর তৎপরতা

দীঘিনালায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক সাধারণ গ্রামবাসীকে অপহরণ ও মারধরের অভিযোগ

খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক এক সাধারণ গ্রামবাসীকে অপহরণ ও মারধরের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত ১১ মার্চ ২০২৬, বুধবার সকালে বাবুছড়া নতুন বাজার এলাকা থেকে উক্ত ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুক্তভোগী ব্যক্তি পরবর্তীতে কৌশলে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন বলে জানা যায়।

ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম শান্তিপ্রিয় চাকমা (৪০), পিতা: জগবন্ধু চাকমা। তিনি দীঘিনালার ৫নং বাবুছড়া ইউনিয়নের আঝাছড়া গ্রামের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১০ মার্চ সকাল ১০টার দিকে শান্তিপ্রিয় চাকমা বাবুছড়া নতুন বাজারে ব্যক্তিগত কাজে যান। এসময় ইউপিডিএফের চীফ কালেক্টর নয়ন এবং প্রেমরঞ্জন চাকমা ওরফে কানা প্রেম এর নেতৃত্বে ৫-৬ জন সশস্ত্র কর্মী তাকে জোরপূর্বক বাজার থেকে তুলে নিয়ে যায়। অপহরণের পর তাকে মুড়োগোড়া নামক এলাকায় একটি সরকারি পরিত্যক্ত ভবনে আটকে রাখা হয়। সেখানে তাকে

জেএসএসের সহযোগী হিসেবে কাজ করার ভিত্তিহীন অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে তাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় এবং বেদম মারধর করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে যে পরিত্যক্ত ভবনে তাকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল সেখান থেকে দিবাগত রাতে শৌচাগারে যাওয়ার সুযোগে তিনি কোনোক্রমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

দীঘিনালার বাবুছড়ায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক জুম্ম নারীকে মারধর, হুমকি

খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক এক জুম্ম নারী মারধর ও হুমকির শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গত ১১ মার্চ রাত আনুমানিক ৭টার দিকে বাবুছড়া ইউনিয়নের ডিপি পাড়ায় এই ঘটনা ঘটেছে বলে এলাকাবাসীর সূত্রে খবর পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী নারীর নাম নবিনা চাকমা (২৫), পিতা-মৃত অরুণ কুমার চাকমা, গ্রাম-ডিপি পাড়া, বাবুছড়া।

জানা গেছে, ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী গ্রুপের পোস্ট পরিচালক অমর চাকমা, চীফ কালেক্টর রুবেল চাকমা ও নয়ন চাকমার নেতৃত্বে সশস্ত্র একটি দল ঐ সময় নবিনা চাকমার বাড়ি এসে থাপ্পর ও ঘুষি দিয়ে মারধর করে। এছাড়া সন্ত্রাসীরা নবিনা চাকমাকে তার ভাই টনক চাকমার সাথে যোগাযোগ রাখলে নবিনা চাকমা ও তার মা ইন্দ্রাদেবী চাকমাকে ঐ এলাকায় থাকতে দেবে না এবং তাদের যা ইচ্ছে তাই করবে বলেও হুমকি প্রদান করে। উল্লেখ্য, নবিনা চাকমার ভাই টনক চাকমা একজন পার্বত্য চুক্তির সমর্থক বলে জানা গেছে।

পানছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের হামলায় একজন নিহত

গত ২৭ মার্চ সকাল ৮:৩০ ঘটিকার সময় খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার সুতকর্মা পাড়ায় ইউপিডিএফ (প্রসিত) গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অতর্কিত ব্রাশফায়ারে একজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। নিহত ব্যক্তির নাম-নীতিদত্ত চাকমা (৪৮), পীং-বর্ণনাতীত চাকমা, গ্রাম-উত্তর শান্তিপুর, উল্টাছড়ি ইউনিয়ন, পানছড়ি। নীতিদত্ত চাকমা ইউপিডিএফ (গণতান্ত্রিক)-এর সদস্য বলে জানা গেছে।

জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তর সামাজিক উৎসব বিজু, সাংগ্রাই, বৈসু, চাংক্রান, বিহু উপলক্ষে সুতকর্মা পাড়া এলাকায় বিজু মেলার আয়োজন চলছিল। উক্ত মেলা আয়োজনের অংশ হিসেবে তিনি সকালের দিকে মেলার স্থানের দিকে যান এবং একটি দোকানে অবস্থান করেন। এই সময় শান্তিপুরের দিক হতে মোটরসাইকেল যোগে এসে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দোকানে অবস্থানরত নীতিদত্ত চাকমাকে গুলি করে পালিয়ে যায়। এরপর গুরুতর অবস্থায় খাগড়াছড়িতে পার্ক সাইড হাসপাতালে আনার কয়েক ঘন্টা পর সেখানেই নীতিদত্ত চাকমা মৃত্যুবরণ করেন।

চাঁদা কম দেওয়ায় ইউপিডিএফ (প্রসিত) কর্তৃক দুই ত্রিপুরা যুবক মারধরের শিকার

গত ১ এপ্রিল, সকাল আনুমানিক ১০ টার দিকে খাগড়াছড়ি জেলার গুইমারা উপজেলার দেওয়ান পাড়া এলাকায় গরু-ছাগল ব্যবসার বার্ষিক লাইসেন্স (পাস) বাবদ দাবিকৃত চাঁদার টাকা কম দেওয়ায় পার্বত্য চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সংগঠন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) প্রসীত পন্থীর কালেক্টর কর্তৃক দুই যুবককে বেধড়ক মারধর করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইউপিডিএফের কালেক্টর বিকাশ ত্রিপুরা দুই ব্যবসায়ী নয়ন ত্রিপুরা, পিতা-পতি কামিনী ত্রিপুরা, গ্রাম- তৈমাতাই, ৩নং রাবার বাগান এবং অন্তর ত্রিপুরা, পিতা-অজ্ঞাত, গ্রাম- খাগড়াপাড়া নামের দুই যুবককে বার্ষিক ৫,০০০ টাকার বিনিময়ে পাস কাটার জন্য ডেকে পাঠান। পারিবারিক কাজ থাকায় ভুক্তভোগী দুই যুবক যথাসময়ে যেতে পারেননি।

পরে ১ এপ্রিল সকাল ১০টার দিকে ওই দুই যুবক গুইমারার দেওয়ান পাড়া এলাকার কালেক্টর বিকাশ ত্রিপুরার সাথে দেখা করতে গেলে কালেক্টর বিকাশ ত্রিপুরা গরু-ছাগল ব্যবসার বার্ষিক লাইসেন্স টোকেনের জন্য ৫ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। টোকেন কাটার সময় কালেক্টরকে ৪ হাজার টাকা প্রদান করে, বাকি ১ হাজার টাকা তাৎক্ষণিক দিতে না পারায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওই কালেক্টর দুই যুবককে বেত্রাঘাত করে।

বাঘাইছড়ি-দীঘিনালা সড়ক এলাকা থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ৪ জুম্ম গ্রামবাসী অপহরণের শিকার

গত ১৯ এপ্রিল, সন্ধ্যা আনুমানিক ৬ ঘটিকার দিকে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি-দীঘিনালা সড়ক সংলগ্ন অজলচুগ আমতলা নামক এলাকা হতে ইউপিডিএফ (প্রসিত) সন্ত্রাসী কর্তৃক বাঘাইছড়ি এলাকার দু'জন মোটরসাইকেল চালকসহ মোট ৪ জন জুম্ম যুবক অপহরণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

অপহৃত যুবকরা হলেন– আশাপ্রিয় চাকমা (২৯), পিন্টু চাকমা (২৬), কালায়ে চাকমা (৩১) ও সুমন চাকমা (২৩)। তাদের বাড়ি ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের উগলছড়ি ও কোজোইছড়ি এলাকায় বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ এপ্রিল দুপুরে তারা ব্যক্তিগত কাজের জন্য বাঘাইহাট এলাকায় গিয়েছিলেন। যথারীতি কাজ শেষে যখন তারা বাড়ি ফিরছিলেন সেসময় দীঘিনালা-বাঘাইছড়ি সড়কের অজলচুগের আমতলা নামক এলাকায় পৌঁছলে দেখতে পান রাস্তাটি সেগুন গাছের কাঠ দিয়ে কে বা কারা অবরোধ করে দিয়েছে। তাই তারা রাস্তাটি পরিষ্কার করার জন্য গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য হন। এরপর যেই তারা কাঠগুলো অন্যত্র ছড়িয়ে ফেলার জন্য মোটরসাইকেল থেকে নেমে পড়েন, তৎক্ষণাৎ ইউপিডিএফের সশস্ত্র লোকজন আড়াল থেকে তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। পরে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা তাদেরকে (৪ যুবক) সেখান থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। উক্ত ৪ জনকে ইউপিডিএফের দলীয় আস্তানায় নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলে বিশ্বস্ত এক সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ'র সাবেক কর্মী বিকাশ চাকমা ও সশস্ত্র সদস্য অজল চাকমার নেতৃত্বে এ অপহরণের ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বলে জানা যায়।

অপহৃতদের মধ্যে পিন্টু চাকমা ও কালায়ে চাকমা পেশাদার মোটরসাইকেল চালক এবং বাকী দু'জনও কেউ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয় বলে জানা গেছে।

টেকনাফের পালংখালিতে কাঁকড়া খুঁজতে গিয়ে অপহরণের পর হত্যার শিকার এক আদিবাসী গ্রামবাসী

গত ২২ এপ্রিল, কক্সবাজার জেলাধীন টেকনাফ উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নে জীবিকার তাগিদে কাকড়া খুঁজতে গিয়ে রোহিঙ্গা সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক এক স্থানীয় আদিবাসী চাকমা যুবক

অপহৃত হওয়ার পর নির্মমভাবে হত্যার শিকার হয়েছেন বলে খবর পাওয়া যায়।

হত্যার শিকার ওই আদিবাসী গ্রামবাসীর নাম: সা মুং চিং চাকমা (৪৪), পিতা: উগবা, ঠিকানা: লাম্বাঘোনা, পালংখালী ইউনিয়ন, টেকনাফ। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সা মুং চিং চাকমা অতি সহজ-সরল একজন দিনমজুর। তার পরিবারে তিনি এবং তার স্ত্রী-সন্তানসহ মোট ৫ জন রয়েছে। অন্যের বাসায় দিনমজুরি করে চলে তার নিত্যদিনের সংসার। তবে মাঝেমধ্যে তার কপালে দিনমজুরের কাজ না জুটলে স্ত্রী সন্তানদের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেবার জন্য কাঁকড়া শিকার করতে যেতেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত ২১ এপ্রিল ২০২৬ নাফ নদীর পালংখালী এলাকায় তিনি রাতে কাঁকড়া শিকার করতে গিয়ে রোহিঙ্গা সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী (নবী হোসেন গ্রুপ) কর্তৃক অপহরণের শিকার হন। এরপর কয়েকদিন যাবত অনেক খোঁজাখুঁজি এবং স্থানীয় বিজিবি সহ পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েও তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। গত ২৩ এপ্রিল, অপহৃতের স্ত্রী ছাম্মিয়াউ তঞ্চঙ্গ্যা (৪৪) উখিয়া থানায় জিডি করলেও তাতেও কোনো কাজ হয়নি।

সর্বশেষ গত ২৭ এপ্রিল সকালে TTN exclusive নিউজে নবী হোসেন গ্রুপ কর্তৃক অপহরণের পর মুক্তিপণের বিনিময়ে বাড়ি ফেরা একজন স্থানীয় বাঙালি যুবকের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, অপহরণের পরপরই অর্থাৎ ২২ এপ্রিল ২০২৬

সকাল আনুমানিক ১০ ঘটিকায় সা মুং চিং চাকমাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। মুক্তিপণ দিয়ে ফিরে আসা ওই বাঙালি যুবক যিনি একইদিন সা মুং চিং চাকমার সাথে রোহিঙ্গা সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণের শিকার হয়েছিলেন, পরে ৪ লক্ষ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি পান। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সা মুং চিং চাকমার পরিবারে শোকের ছায়া নেমেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এ ঘটনায় স্থানীয়রা প্রশাসনের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছেন। অনেকেই অভিযোগ করে বলেছেন, রোহিঙ্গা সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এধরনের ঘটনা বারবার ঘটানোর পরেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে তেমন কোন জোরালো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। অপহরণ এবং অপহরণের পর মুক্তিপণ আদায় বাণিজ্যে স্থানীয় প্রশাসনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হাত রয়েছে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

নাইক্ষ্যংছড়িতে আরসা'র পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে ৩ জুম্ম নিহত

গত ২৪ মে, সকাল ১১ ঘটিকার দিকে বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের ভালুকিয়া পাড়ায় তুমব্রু ৪২ নম্বর পিলার সংলগ্ন এলাকায় রোহিঙ্গা সশস্ত্র সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি (আরসা) কর্তৃক পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে তিন জুম্ম গ্রামবাসী নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন— ১) চিংক্ষং চাকমা (৪৪), পিতা: ঐমং চাকমা, মাতা: রংমা বোং; ২) চোপোচিং চাকমা (৪৭), পিতা: শুনিঅং চাকমা, মাতা: পেলবি চাকমা; ৩) অংক্যমং তংচংগ্যা (৪৫), পিতা: মৃত নেমং তংচংগ্যা, মাতা: মৃত বাশাচিং তংচংগ্যা। তাদের সকলের বাড়ি বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ২৬৮ নং রেজু মৌজায় ভালুকিয়া পাড়া গ্রামে।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের জুমের কলাবাগানে দেখতে না যাওয়ায় ঐদিন তারা সকালে সেখানে কাজ করতে যান। এই সময় তারা কলাবাগানে পৌঁছলে অংক্যমং তনচংগ্যা প্রথমে মাইনের বিস্ফোরণের শিকার হন। পরবর্তীতে বাকি দুজন তাকে উদ্ধারের জন্য গেলে তারাও মাইনের বিস্ফোরণের শিকার হন এবং ঘটনাস্থলে তিনজনই নিহত হন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সীমান্তবর্তী ঐ অঞ্চলে রোহিঙ্গা জঙ্গী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী (আরসা) সদস্যরা নিয়মিত ভারি অস্ত্রসহ প্রশাসনের নাকের ডগায় চলাচল করে। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনো দৃশ্যমান কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

বান্দরবানে পরিত্যক্ত মর্টার শেল বিস্ফোরণে এক তঞ্চঙ্গ্যা কিশোর নিহত

গত ২ জুন, দুপুর ৩ ঘটিকার সময়ে বান্দরবান জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম সীমান্তে বাইশফাঁড়ী গ্রামের পরিত্যক্ত মর্টার শেল বিস্ফোরণে সতনাইং তঞ্চঙ্গ্যা (১২) নামে এক কিশোর নিহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়। নিহত সতনাইং তঞ্চঙ্গ্যা বাইশফাঁড়ী তঞ্চঙ্গ্যা গ্রামের কিংহ্লা তঞ্চঙ্গ্যার ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিহত সতনাইং তঞ্চঙ্গ্যাসহ তার পিতা ও মাতা উভয়েই সকালে জুমচাষের কাজে যান। এই সময় তুইঙ্গাঝিরি বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৩৯ থেকে প্রায় ৮০০ মিটার উত্তর-পূর্ব দিকে এবং শূন্যরেখা থেকে প্রায় ২০ গজ দূরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে একটি পরিত্যক্ত অবিস্ফোরিত মর্টার শেল পড়ে ছিল। পরে কিশোরটি কৌতূহলবশত সেটি কুড়িয়ে আনে এবং ঐ মর্টারশেল নিয়ে খেলা করার সময় এক পর্যায়ে পাথরের সঙ্গে আঘাত করলে হঠাৎ সেটির বিস্ফোরণ ঘটে এবং ঘটনাস্থালে তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে সেখানেই কিশোরটি নিহত হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় গ্রামের লোকজন লাশের বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করে বাইশফাঁড়ি পাড়া এলাকায় নিয়ে আসেন। পরে বাইশফাঁড়ি তদন্তকেন্দ্রে খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

সাজেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ত্রিপুরা ব্যবসায়ীদের ৮০০ মণ শুকনো হলুদ পুড়ে ছাই

গত ১০ জুন, ভোর আনুমানিক ৪ ঘটিকায় পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের কালু ছড়া (বোট ঘাট) নামক স্থানে পাঁচ ত্রিপুরা গ্রামবাসীর পরিশ্রমের ফসল প্রায় ৮০০ মণ শুকনো হলুদ আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। চাঁদার জন্য মোবাইলে কল দিয়ে না আসায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা গ্রামবাসীদের এই হলুদ পুড়িয়ে দেয় বলে গ্রামবাসীর সূত্রে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, গত ১০ জুন ভোর সকালে ইউপিডিএফের সহ-সভাপতি নতুন কুমার চাকমা ও কোম্পানি কমান্ডার রঞ্জন মনি চাকমা ওরফে আদের নেতৃত্বে একটি সশস্ত্র দল ত্রিপুরা গ্রামবাসীদের আরতে মজুদকৃত ৮০০ মণ শুকনো হলুদ পুড়িয়ে দেয়। ইতোপূর্বে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা চাঁদার জন্য গ্রামবাসীদের কল দিলে গ্রামবাসীরা সাড়া দিতে না পারলে গ্রামবাসীদের এই হলুদ পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

জানা গেছে, সেখানকার ত্রিপুরা ব্যবসায়ীরা প্রতিবছর শুকনা হলুদ কিনে কালু পাহাড়ের পাদদেশে কালু নদীর চরে ঘর বানিয়ে মজুদ রাখে। ঐ মজুদকৃত হলুদে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা।

ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে সাজেকের লংতিয়ান পাড়ার কার্বারি মিঠুন জয় ত্রিপুরার ৪০০ মণ, অরুণ পাড়া নিবাসী লবেন্দ্র ত্রিপুরা ৩০০ মণ, অরুণ পাড়ার কার্বারী পারসনা ত্রিপুরার আনুমানিক ২০-৩০ মণ, সিবাহন ত্রিপুরার ২০-৩০ মণ এবং কার্তিক কুমার ত্রিপুরার ২০-৩০ মণসহ মোট ৮০০ মণ শুকনো হলুদের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা আগুনে পুড়ে যায়।

ঘাগড়ায় সিএনজি চলাচলে শর্তারোপ করেছে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা

পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালি উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের অন্তত ৭টি গ্রামে সিএনজি চলাচলের উপর শর্তারোপ করেছে বলে সিএনজি মালিকদের জানিয়ে দেয়। সেসব শর্ত ভঙ্গ করলে অসুবিধা হবে বলেও হুমকি দেয় সন্ত্রাসীরা।

গত ৭ জুন ২০২৬ ইউপিডিএফের সশস্ত্র দলের কমান্ডার তারেঙ চাকমা ও তার সহকারী শান্তি চাকমা মোবাইলে ফোন করে ওই এলাকার সিএনজি মালিক সমিতির সভাপতি হিমাংশু চাকমা ও সম্পাদক পুর্ণ বিকাশ চাকমাকে উক্ত শর্তারোপের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়।

শর্তগুলি হল: ১) সাতটি গ্রামের সকল সিএনজি সকাল ৬ টা হতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে। ২) সন্ধ্যা ৬ টার পর হতে কোনো সিএনজি গ্রামের বাহিরে কিংবা গ্রামের মধ্যেও চলাচল করতে পারবে না। ৩) নোয়াদাম পাড়ার পার্শ্ববর্তী যা জঙ্গল রয়েছে একদিনের মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে।

যেসব গ্রামে সিএনজি চলাচলে এই শর্তাবলী আরোপ করা হয়, সেগুলি হল—ঘাগড়া ইউনিয়নের ৯ নং ওর্য়ডের লেবার পাড়া, বাদলছড়ি পাড়া, নোয়াদাম পাড়া, চেলছড়া পাড়া, আড়াঙি পাড়া, হজোইছড়ি পাড়া ও ঘিলাছড়ি পাড়া।

এদিকে সিএনজি মালিকরা ও গ্রামবাসীরা ইউপিডিএফের এই সিদ্ধান্তকে মানতে পারছেন না এবং বিপদজনক ও অবাস্তব মনে করছেন বলে জানা গেছে। তাদের যুক্তি হলো, বিপদে-আপদে, বিশেষ করে অসুখে-বিসুখে বা জরুরি কাজে ইউপিডিএফের এই শর্তাবলী চরম ভোগান্তির সৃষ্টি করবে। কিন্তু অস্ত্র ও হুমকির মুখে জনগণ কিছু বলতে পারছেন না বলেও জানা গেছে।

পানছড়িতে আবারও ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ

খাগড়াছড়ির পানছড়ি উপজেলার চেঙ্গী ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের জিতেন্দ্র পাড়া (তারাবন) এলাকার নিজ বাড়ি থেকে গতকাল রাত আনুমানিক ৯ টার দিকে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী বাহিনীর সুমেনের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ ও সাধারণ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

ভুক্তভোগীর পরিচয়: জীবন চাকমা ওরফে জুড়ানি বাপ (৩৪), পিতা: বিন্দু কুমার চাকমা। তিনি পেশায় একজন ক্ষুদ্র মৌসুমী ফল ব্যবসায়ী।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল ২৯ জুন রাত ৯ টার দিকে জিতেন্দ্র পাড়ার বাসিন্দা জীবন চাকমা ওরফে জুড়ানি বাপ নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। এ সময় সন্ত্রাসী সুমেনের নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী আকস্মিকভাবে তার বাড়িতে হানা দেয়। এরপর জীবন চাকমাকে নিজ ঘর থেকে ধরে নিয়ে যায়। উক্ত ঘটনায় অপহৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে বলেও জানা গেছে।

এলাকাবাসীরা জানান, জীবন চাকমা একজন নিরীহ ও সাধারণ গ্রামবাসী। কোনো রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সাথে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে একজন সাধারণ মানুষকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় পুরো তারাবন এলাকায় চরম ক্ষোভ ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। স্থানীয়রা অপহৃত জীবন চাকমাকে দ্রুত অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, অপহৃত জীবন চাকমার কোনো খোঁজ মেলেনি এবং অপহরণের সুনির্দিষ্ট কারণও এখনো জানা যায়নি।

ভূমি বেদখল ও উচ্ছেদ এবং সাম্প্রদায়িক হামলা

আলীকদমে ম্রো সম্প্রদায়ের বাড়িতে ডাকাতি, লুটপাট, এক জনকে অপহরণ, পরে মুক্তি

গত ২০ এপ্রিল, রাত ৯ ঘটিকায় বান্দরবান জেলাধীন আলীকদম উপজেলার ৩নং নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে ছাইয়া ম্রো কারবারি পাড়া গ্রামে দুই ম্রো গ্রামবাসীর বাড়িতে ১৭-১৮ জনের একটি ডাকাত দল কর্তৃক লুটপাট করা হয় বলে জানা যায়। ঘটনায় কাইখ্যং ম্রো নামে গ্রামের একজনকে অপহরণ করা হয় বলেও জানা যায়।

ডাকাতির শিকার বাড়ির মালিকরা হলেন—দেমুয়াই ম্রো কার্বারি (৪৫), পিতা: মৃত বংঙ্গু ম্রো, মাতা: তিনদং ম্রো (৬২) এবং দেমুয়াই ম্রো'র আপন ছোট ভাই রেনওয়াই ম্রো (৩৩)। রেনওয়াই ম্রো ৩নং নোয়াপাড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার বলে জানা গেছে। জানা যায়, দেমুয়াই ম্রো'র বাড়ির পাশে তার আপন ছোট ভাই রেনওয়াই ম্রো পাশাপাশি বসবাস করেন।

ডাকাতরা দেমুয়াই ম্রো কার্বারির বাড়ি থেকে রুপা ৫০০ পিস যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা এবং রেনওয়াই ম্রো থেকে তার বড় ভাই দেমুয়াই ম্রোর দেওয়া ৭০ হাজার টাকা নগদ লুট করে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে। ডাকাতরা যাওয়ার সময় দেমুয়াই ম্রো কার্বারির এক আত্মীয় কাইখ্যং ম্রো নামে একজনকে তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে আলীকদম ও

নাইক্ষ্যংছড়ি বর্ডার এলাকায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ডাকাতদের হাতে ভারী অস্ত্র ছিল বলেও জানা যায়।

লুটপাটের সময় দেমুয়াই ম্রো ও তার স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না। বাড়িতে ছিল শুধুমাত্র তাদের ছেলে-মেয়ে। যার কারণে ডাকাতরা তাদের ছেলে-মেয়েদের জিম্মি করে বাড়িতে লুটপাট চালায়।

ঘাগড়ায় বিজু উৎসবের সময় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর হামলা, আহত ২০

গত ১৩ এপ্রিল, রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া বাজার এলাকায় বিজু উৎসব পালনে যাওয়ার সময় বিকাল আনুমানিক ২ ঘটিকার সময়ে ঘাগড়া বাজার হতে চম্পাতলী যাওয়ার পথে সেখানে অবস্থানরত সেটেলার বাঙালি সিএনজি ড্রাইভার অতিরিক্ত ভাড়া চাওয়ায় জুম্ম যুবকরা প্রতিবাদ করার কারণে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক মারধরের শিকার হয় বলে জানা যায়। ঘটনায় অন্তত ২০ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ঐদিন ঘাগড়া থেকে চম্পাতলী যাওয়ার পথে অন্তত ১৫ জন জুম্ম যুবক এবং ঢাকা থেকে আগত কয়েকজন বাঙালি বন্ধু মিলে বিজু উৎসবে যাওয়ার সময় ঘাগড়া বাজারে অবস্থানরত সেটেলার বাঙালি সিএনজি ড্রাইভার ৫০ টাকার ভাড়া ২০০ টাকা দাবি করে। পরে জুম্ম যুবকরা এর প্রতিবাদ করলে এক পর্যায়ে সেটেলার বাঙালি ড্রাইভার এক জুম্ম যুবকের উপরে হাত তুলে। পরবর্তীতে জুম্ম যুবকরা এর তীব্র প্রতিবাদ করায় মুহূর্তের মধ্যে ঘাগড়া এলাকার অন্যান্য সেটেলার বাঙালি সিএনজি ড্রাইভাররা, দোকানদার একত্রিত হয়ে লাঠি-সোটা, ইট-পাটকেল দিয়ে জুম্ম যুবকদের উপর উপর্যুপরি হামলা চালায়। পরে সেটেলার বাঙালিরা সেখানে থাকা জুম্মদের উপরেও মারধর করে। এতে চম্পাতলী গ্রামের আশেপাশে জুম্ম গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে সেটেলার বাঙালিদের এই হামলার প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। যা এক পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক হামলায় রূপ নেয়।

আরো জানা যায়, ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনীর তিনটি টহলরত গাড়ি সেটেলারদের অনুরোধে থামে। পরে যেখানে সেনাবাহিনীর সদস্যরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার কথা, সেখানে উল্টো সেনাবাহিনীর উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের উপর চড়াও হয়। পরে জুম্মরা রক্তাক্ত অবস্থায় সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইতে গেলে, তাদের একজন সদস্য বলে— 'এটা আমাদের দায়িত্ব না।'

এই ঘটনায় সৈকত চাকমা, জয় চাকমা, সুজয় চাকমা, রিপেন চাকমা, এন্‌জেল চাকমা, অনিন্দ চাকমাসহ আরো অন্তত ২০

জন আহত হওয়ার খবর জানা গেছে। শ্যামল চাকমা, ভবেশ চাকমা, পূর্ণময় খীসা, শাহারিক ইস্তিক রাজ, আডনান সাকিব, জারিন তাসনিম সাইকা, ইবনা জিহাদ ফিহাম উক্ত ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয় জানা গেছে।

উল্লেখ্য, ইউল্যাবে (ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ) মিডিয়া এন্ড জার্নালিজম নিয়ে অধ্যয়নরত শাহারিক ইস্তিক রাজ, আডনান সাকিব, জারিন তাসনিম সাইকা, ইবনা জিহাদ ফিহাম মূলত জুম্মদের 'বিজু, সাংগ্রাই, বৈসু, বিষু, বিহু, চাংক্রান, সাংক্রাই, সাংগ্রাইং, সাংলান, পাতা উৎসবকে নিয়ে তারা তাদের রিসার্সের জন্য সেখানে গিয়েছিল।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালিদের কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের ষড়যন্ত্র

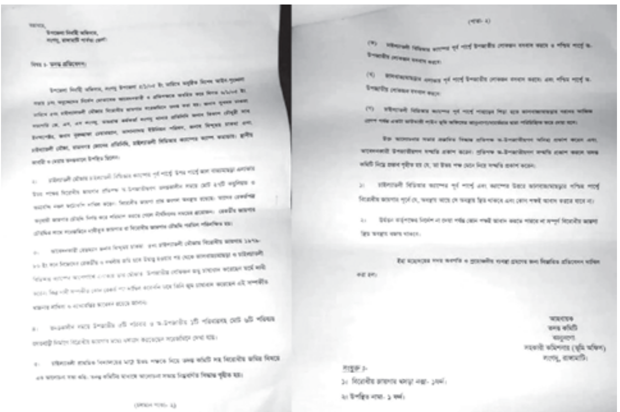

রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার চাইল্যাতলী মৌজার অন্তর্গত ৫নং চাইল্যাতলী ইউনিয়নে মৌজার হেডম্যানের জায়গায় সেটেলার বাঙালিদের ভূমি বেদখলের ফলে সৃষ্ট জটিলতায় প্রশাসন কর্তৃক উক্ত জায়গায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলেও সেটেলার বাঙালিরা আবার উক্ত জায়গা বেদখলের ষড়যন্ত্র শুরু করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

গত ৩১ মার্চ থেকে গত ২ এপ্রিল পর্যন্ত ঐ বিরোধপূর্ণ জায়গায় নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে সেটেলার বাঙালিরা দলেবলে এসে বেদখলের উদ্দেশ্যে জঙ্গল পরিষ্কার করেছে বলে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চাইল্যাতলী বিজিবি ক্যাম্পের পূর্ব পাশের জায়গা ও তৎসংলগ্ন জাল বাজ্যমাছড়া এলাকায় বর্তমানে বিরোধপূর্ণ উক্ত জায়গাটি একসময় জুম্মরা যুগ যুগ ধরে ভোগদখল করে আসছিল। পরে ১৯৭৯-৮০ সালের দিকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমতল জেলা থেকে লংগদুতেও বহিরাগত সেটেলার বাঙালি বসতিপ্রদান করা হলে ওই সেটেলাররা জুম্মদের ঐ ভূমি বেদখল করে এবং বেদখলের চেষ্টা চালায়। এ নিয়ে ২০০৫ সালের দিকে স্থানীয় জুম্ম ও সেটেলার বাঙালিদের মধ্যে বিরোধ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

এসময় সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বিন্দু ময় চাকমা উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করলে তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ বিষয়ে কানুনগো, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন এবং সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার আদেশ দেন।

এর প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটির সদস্যগণ সরেজমিন পরিদর্শন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, লংগদু-এর বরাবরে একটি তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান করেন। এই তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে উপজেলা প্রশাসন উক্ত বিরোধ সমাধানের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন এবং এই সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার যুক্তি দিয়ে উক্ত বিরোধপূর্ণ জায়গায় লাল পতাকা উড়িয়ে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সেখানে কোনো ধরনের কার্যক্রম না করার জন্য উভয়পক্ষকে নির্দেশ জারি করেন।

কিন্তু জুম্মরা উপজেলা প্রশাসনের এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চললেও, সেটেলার বাঙালিরা প্রায় সময়ই তা ভঙ্গ করে চলেছেন। প্রতি বছর কোনো না কোনোভাবেই উক্ত জায়গাটি জবর-দখল করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছেন। গত ৩১ মার্চ-২ এপ্রিল পর্যন্ত মো: মোস্তফা (৫৪), পিতা-মো: ছৈয়ত আহম্মদ ও মো: আব্দুল রহিম (৪২), পিতা-মো: জয়নাল আবেদীন, উভয়ের ঠিকানা-পূর্ব চাইল্যাতলী, ৮নং ওয়ার্ড, ৫নং ভাসান্যাদম ইউনিয়ন, লংগদু এর নের্তৃত্বে ১২/১৪ জনের সেটেলার বাঙালিদের একটি দল উক্ত জায়গায় একতরফাভাবে জঙ্গল কর্তন করে চলেছেন। যা জুম্ম গ্রামবাসীদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

জুম্ম এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বিষয়টি স্থানীয় মুরুব্বী এবং বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডারকে অবগত করা হয়। তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনো সমাধান পাওয়ার কথা জানা যায়নি।

রোয়াংছড়িতে সাবেক আওয়ালীগ নেতা কর্তৃক জায়গা বেদখলের অভিযোগ

বান্দরবান জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার ১নং রোয়াংছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে, ৩৩৮নং রোয়াংছড়ি মৌজার রোয়াংছড়ি পাড়ায় সাবেক আওয়ামীলীগ নেতা মংহাইনু মারমা কর্তৃক জোরপূর্বক একই গ্রামের এক ব্যক্তির জায়গা দখলের অভিযোগ পাওয়া যায়।

ভুক্তভোগী ব্যক্তি হলেন—চসিংপ্রু মার্মা (হেডম্যান), পিতা-মৃত মংহ্লাচিং মারমা; ঠিকানা: রোয়াংছড়ি পাড়া, ১নং ওয়ার্ড, রোয়াংছড়ি, বান্দরবান।

জানা যায়, ৩৩৮নং রোয়াংছড়ি মৌজার হেডম্যান চসিংপ্রু মার্মা বিগত ৫ অক্টোবর ১৯৮৪ জনকল্যাণমূলক কাজে ও জনস্বার্থে রোয়াংছড়ি সমাজ কল্যাণ সমিতিকে বিনা মূল্যে/ভাড়ায় শর্ত সাপেক্ষে ৬ শতক পরিমাণ জায়গা প্রদান করেন। শর্তে উল্লেখ করা হয়, যদি উক্ত সমিতির কোনো কার্যক্রম না থাকে, সমিতির স্থাপনা বিলীন হয়ে যায় অথবা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে যায় তাহলে উক্ত হোল্ডিং নং-২৪০ এর ০.০৬ (ছয় শতক) একর জায়গাটি পুনরায় জায়গার মূল মালিকের বলে গণ্য হবে।

আরো জানা যায়, চুক্তির পরবর্তী কয়েক বছর ধরে সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছিল। অতঃপর কয়েক বছর পরিচালনার পর সমিতির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি সমিতির কোনো কার্যক্রম না থাকায় সমিতির নির্মিত ক্লাবঘরটি জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে যায়। পরবর্তীতে ২০০০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত (২২বছর) উক্ত জায়গায় রোয়াংছড়ি সমাজ কল্যাণ সমিতির কোনো কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে উক্ত জায়গাটি রোয়াংছড়ি প্রেসক্লাবকে হেডম্যান চসিংপ্রু মার্মা প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত দানকৃত জায়গায় প্রেসক্লাব ভবন নির্মাণ করতে গেলে রোয়াংছড়ির ছাত্রসমাজ ও এলাকাবাসী সকলে মিলে হেডম্যানকে উক্ত জায়গাটি আবারো রোয়াংছড়ি সমাজ কল্যাণ সমিতির নামে দান করার জন্য অনুরোধ করেন। এতে এলাকাবাসী সকলে পুনরায় রোয়াংছড়ি সমাজ কল্যাণ সমিতি নতুন করে চালু করবে ও এলাকায় গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হবে বলে অবগত করেন। সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করে উক্ত জায়গাটি সমাজ কল্যাণ সমিতির কাছে হেডম্যান আবারও জায়গাটি দান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কিন্তু এই খবর পেয়ে রোয়াংছড়ি উপজেলার সাবেক আওয়ামীলীগের সভাপতি মংহাইনু মারমা উক্ত জায়গাটি জোরপূর্বক দখল করেন। এতে হেডম্যান চসিংপ্রু মারমা বাধা প্রদান করলে মংহাইনু মারমা হেডম্যানের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। পরে হেডম্যান চসিংপ্রু মারমাও পাল্টা মামলা করেন।

পরে আদালত উক্ত জায়গাটি মাপার জন্য উপজেলার নির্বাহী অফিসারকে আদেশ দেন। এই আদেশ পেয়ে গত ৯ এপ্রিল, উপজেলার নির্বাহী অফিসার সেখানে গেলে সাবেক আওয়ামীলীগের নেতা মংহাইনু মারমা ও আথুইমং মারমা বাধা প্রদান করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে জায়গার সঠিক পরিমাণ মাপা যায়নি বলে জানা যায়। অভিযোগ রয়েছে, আথুইমং মারমা ও মংহাইনু মারমা-এই দুই ব্যক্তি প্রশাসন ও আইনের তোয়াক্কা না করে উক্ত জমি বেদখল করেছেন। এতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে চরম হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

বান্দরবানে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ম্রোদের পৈতৃক ভূমি বেদখলের চেষ্টা

বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার ৫ নম্বর সরই ইউনিয়নের কেচু হেডম্যান মৌজায় ডুলুঝিড়ি এলাকায় গত ২৩ মে আদিবাসী ম্রো সম্প্রদায়ের ২ একর পৈত্রিক জমি সেটেলার বাঙালি সাম মিয়া কর্তৃক জবরদখল চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় ২০ থেকে ২৫ বছর আগে কেচু মৌজার তৎকালীন হেডম্যান (বর্তমান জোহান ত্রিপুরার বাবা) ঐ এলাকায় 'ফাক্টরি কোম্পানি' স্থাপনের জন্য প্রায় ১০০ একর জমি বিক্রি করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে কোম্পানির জন্য নির্ধারিত সেই জায়গার বাইরে ম্রোদের অবশিষ্ট ২ একর পৈত্রিক জমিটুকুও এখন জোরপূর্বক বেদখলের চেষ্টা করছে সাম মিয়া নামের এক সেটেলার বাঙালি।

ম্রো সম্প্রদায়ের অভিযোগ, গত শনিবার সেটেলার বাঙালি সাম মিয়া সেখানে নতুন করে রাবার বাগান করার উদ্দেশ্যে ম্রোদের নিজস্ব জমিতে অবৈধভাবে সীমানা পিলার স্থাপন করেন। একই সাথে বেশ কয়েকজন বহিরাগত শ্রমিক নিয়ে এসে জমির গাছপালা কাটা শুরু করেন। বিষয়টি জানাজানি হলে ম্রো সম্প্রদায়ের স্থানীয় এলাকাবাসী একতাবদ্ধ হয়ে উক্ত জবরদখলে তীব্র বাধা দেন এবং কাজ বন্ধ করে দেন।

পরবর্তীতে জমিতে গাছ কাটার খবর শুনে কেচু বাজার সংলগ্ন ত্রিপুরা পাড়ার এক মুরুব্বি তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে যান

এবং বিষয়টি সামাজিক বা ঐতিহ্যগত নিয়মে মীমাংসা করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভুক্তভোগী ম্রো প্রতিনিধিরা স্থায়ীভাবে এই ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কেচু মৌজার সাবেক হেডম্যান জোহান ত্রিপুরার দ্বারস্থ হন। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, সাবেক হেডম্যান জোহান ত্রিপুরা বিষয়টি সমাধান না করে উল্টো জবরদখলকারী সেটেলার বাঙালিদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন বলে স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ভুক্তভোগীদের ধারণা, জোহান ত্রিপুরা দখলদার চক্রের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে অন্যায়ভাবে এই অবৈধ কাজে নিরবে মদদ দিয়ে যাচ্ছেন।

আরো জানা যায়, জোহান ত্রিপুরা আগে উক্ত মৌজার হেডম্যান হিসেবে দায়িত্বে থাকলেও নানা অনিয়মের কারণে ইতিমধ্যে তার দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দায়িত্ব না থাকা সত্ত্বেও নিজের মৌজার আদিবাসীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি এমন বিতর্কিত ভূমিকা পালন করছেন। ফলে সেটেলার বাঙালিদের জবরদখলের চেষ্টায় স্থানীয় ম্রো সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।

বান্দরবানে অনুপ্রবেশকালে ২১ জন রোহিঙ্গা আটক

গত ৫ মে, বান্দরবান জেলা সদরে সেনাবাহিনীর একটি চেকপোস্টে তল্লাশি চালিয়ে ২১ জন রোহিঙ্গাকে আটকের খবর পাওয়া যায়। আটককৃত রোহিঙ্গারা কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প হতে বান্দরবানের দিকে আসছিল। গত ৫ মে বিকালের দিকে বান্দরবান সদরের রেইচা আর্মি ক্যাম্প চেকপোস্টে তাদের আটক করা হয়।

উল্লেখ্য, এই পর্যন্ত আলীকদম উপজেলা হতে ৭৮ জন, লামা হতে ৫১ জন, আলীকদম ও থানচি উপজেলায় ৪৫ জন, বান্দরবানে সদর উপজেলা হতে ৭৫ জনসহ সর্বমোট ২৪৯ জন রোহিঙ্গাকে আটক করা হয় বলে জানা যায়। তবে আরও বহু সংখ্যক রোহিঙ্গা অবৈধভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

একাধিক সূত্রে জানা যায়, কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে শত শত রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে বান্দরবানের লামা, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি সহ ৭টি উপজেলায় চুরি, ডাকাতি, খুন, জুম্ম নারীর উপর যৌন সহিংসতা, চাঁদাবাজির ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ছে, আবার অনেকে জেলার বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন বাগান ও নির্মাণ কাজে শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত রয়েছে। এযাবৎকালে বান্দরবানসহ তিন পার্বত্য জেলায় প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার)-এর অধিক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করেছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

লামায় ত্রিপুরা গ্রামবাসীর ওপর হামলা ও অগ্নিসংযোগের চেষ্টা, ১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

বান্দরবানের লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নে আদিবাসী ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের ভোগদখলীয় জমি জবরদখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে তাদের ওপর বাঙালি ভূমিদস্যুদের সশস্ত্র হামলা ও বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া যায়। গত ২১ জুন বিকেলে ও সন্ধ্যায় দুই দফায় উপজেলার ফাইতং ও গজালিয়া ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী এলাকায় উক্ত ঘটনা ঘটে।

হামলায় আহত ব্যক্তিরা হলেন: ১) শিমন ত্রিপুরা (৩৭), পিতা: মৃত সূর্য মনি ত্রিপুরা; ২) গাব্রিয়েল ত্রিপুরা (১৭), পিতা: মৃত বিসম্ব ত্রিপুরা; ৩) নিউটন ত্রিপুরা (৩৮), পিতা: মৃত তাওরুংহা ত্রিপুরা।

তাদের সকলের বাড়ি বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার ১নং গজালিয়া ইউনিয়ন, ৬নং ওয়ার্ডের নাজিরাম ত্রিপুরা পাড়ায় বলে জানা যায়। উক্ত আগতদের পাশাপাশি আরো বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে লামা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। আহতদের মধ্যে শিমন ত্রিপুরার অবস্থা গুরুতর হয় বলে জানা যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের নাজিরাম ত্রিপুরা পাড়ার বাসিন্দা মৃত সূর্য মনি ত্রিপুরার তিন

ছেলে শিমন ত্রিপুরা, সইততি ত্রিপুরা ও গুদাইচন্দ্র ত্রিপুরা দীর্ঘ ২০-২২ বছর ধরে নিজেদের বৈধ মালিকানাধীন জমিতে শান্তিপূর্ণভাবে চাষাবাদ ও বসবাস করে আসছেন। কিন্তু সম্প্রতি ফাইতং ইউনিয়নের চিয়ারতলী ঠানডাবিরি এলাকার বাসিন্দা মো: বজলুর রহমান (৮০), পিতা-মৃত মুজাফ্ফর হাওলাদার উক্ত জমির ওপর অবৈধ ও ভিত্তিহীন দাবি উত্থাপন করেন।

এই বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং দুই ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে একাধিকবার সালিশি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সালিশে বাদীপক্ষের (ত্রিপুরাদের) মালিকানা ও দখলের কাগজপত্র সঠিক পাওয়া গেলেও বিবাদী বজলুর রহমানের দাখিলকৃত কাগজপত্রে ব্যাপক অসঙ্গতি ও সীমানাগত অমিল ধরা পড়ে। অভিযোগ রয়েছে, বজলুর রহমান ১৯৮৩ সালের একটি বৈদ্যুতিক ক্যাবল চুরি মামলার ২৫ বছরের পলাতক আসামি।

কিন্তু সালিশি সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিবাদী বজলুর রহমান জোরপূর্বক ত্রিপুরাদের ভোগদখলীয় জমিতে অবৈধভাবে ঘর নির্মাণ শুরু করেন। ঐদিন বিকেল আনুমানিক ৩টার দিকে জমির মালিকরা এই অবৈধ নির্মাণকাজে বাধা দিলে বজলুর রহমান ও তার অজ্ঞাতনামা সহযোগীরা লাঠিসোটা, দা, ছুরি ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আদিবাসী ত্রিপুরাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। শুরুতে প্রথম দফায় হামলা চালায় বিকেল ৫:৩০ ঘটিকায় এবং দ্বিতীয় দফায় আবারো হামলা চালায় রাত ৭ ঘটিকার সময়ে। হামলায় শিমন ত্রিপুরাসহ তিন ভাইয়ের মাথা, কাঁধ, পিঠ, হাত ও পায়ে কুপিয়ে গুরুতর রক্তাক্ত করে জখম করা হয়।

এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই একই দিন সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টার দিকে বিবাদী বজলুর রহমান ৩০-৪০ জনের একটি সশস্ত্র দল নিয়ে পুনরায় নাজিরাম ত্রিপুরা পাড়ায় চড়াও হয়। তারা ত্রিপুরাদের বসতবাড়িতে হামলা চালায় এবং অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় গ্রামবাসী বাধা দিতে এলে তাদের ওপরও হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে আহত করা হয়। সশস্ত্র হামলাকারীরা ভুক্তভোগীদের ঘরবাড়ি ও আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে জোরপূর্বক তল্লাশি চালিয়ে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এলাকা ত্যাগ করার আগে তারা প্রকাশ্যে গ্রামবাসীর সামনে ভুক্তভোগী পরিবার ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে বলেও জানা গেছে। এই ঘটনার পর থেকে দুর্গম ওই পাহাড়ি বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে।

যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

পালংখালীতে অপহৃত চাকমা কিশোরী উদ্ধার, একজন আটক

আটক: আব্দুল্লাহ বাপ্পি

কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলাধীন ৬নং পালংখালী ইউনিয়নে গত ১৯ জানুয়ারি (শনিবার) রাত ৩:৩০ ঘটিকার সময়ে ৬-৭ জনের একটি দল কর্তৃক অপহৃত কিশোরী লক্ষীমায়া চাকমাকে (১৭) উখিয়া থানা পুলিশ উদ্ধার করেছে বলে জানা যায়।

জানা যায়, গত ১ মার্চ টেকনাফের হ্নীলা এলাকা থেকে উখিয়া থানা পুলিশ ও র‍্যাবের যৌথ অভিযানে অপহৃত কিশোরীকে উদ্ধার করা হয়। একই অভিযানে মামলার প্রধান আসামি আব্দুল্লাহ বাপ্পিকে আটক করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ১৯ জানুয়ারি (শনিবার) রাত ৩:৩০ ঘটিকার সময়ে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলাধীন ৬নং পালংখালী ইউনিয়নের তেলখোলা গ্রাম থেকে ৫/৬ জন যুবক লক্ষী মায়া চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তাকে না পেয়ে উখিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পরবর্তীতে এক মাস হয়ে গেলেও উক্ত কিশোরীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উল্টো ঘটনার বিচার চাইতে গেলে ভুক্তভোগী পরিবারকে মামলার আসামী ইউপি সদস্য কামাল উদ্দিন (৩৬) হাত-পা কেটে দেওয়ার হুমকি প্রদান করে।

এই সময় কিশোরী উদ্ধার না হওয়ায় ভুক্তভোগী পরিবার গণমাধ্যমের দ্বারস্থ হলে বিষয়টি ব্যাপক আলোচনায় আসে। এরপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী

সক্রিয় অভিযান পরিচালনা করে এবং রবিবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে কিশোরীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কিন্তু মূল আসামী আব্দুল্লাহ বাপ্পিকে আটক করা হলেও কামাল উদ্দিনসহ বাকি আসামীদের এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি।

মানিকছড়িতে এক মারমা গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা

খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার বড়বিল নামক এক গ্রামে রাগ্রা মারমা (৪১) নামে এক আদিবাসী গৃহবধূ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্তৃক কুপিয়ে হত্যার শিকার হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

এলাকাবাসীর ধারণা, গত ৯ মার্চ ২০২৬ মধ্যরাতে এই হত্যার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। ঘটনাটি ওই নারীর নিজ বাড়িতেই ঘটেছে এবং রাতে বাড়িতে শুধু রাগ্রা মারমা ও তার মেয়ে ছিলেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, পরদিন ১০ মার্চ সকালে ওই ভুক্তভোগী নারীর মেয়ে ঘুম থেকে ওঠার পর মাকে খুঁজতে রান্নাঘরে গিয়ে কম্বল মোড়ানো অবস্থায় মাকে দেখতে পায়। মেয়ে কম্বল সরাতে গিয়ে মাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। মায়ের মৃতদেহ দেখে মেয়ে আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে প্রতিবেশীদের খবর দেয়। এতে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এসময় মৃত রাগ্রা মারমার মাথা ও গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানোর আঘাত দেখতে পাওয়া যায়।

সকালে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে যায় বলে জানা যায়।

বান্দরবানে মেঘলা পর্যটন থেকে মারমা মা-মেয়ের মরদেহ উদ্ধার

গত ১৯ মার্চ, ১১:৩০ ঘটিকার সময়ে বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন পর্যটন মেঘলা এলাকা থেকে দেড়শত ফুট খাদে মেঘলা লালমোহন বাগান তঞ্চঙ্গ্যা পাড়ার গহীন এলাকা থেকে এক মারমা মা ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করা হয় বলে জানা যায়। নিহতরা হলেন—রমেসিং মার্মা (৩০) ও বৃষ্টি মার্মা (৪)। তাদের বাড়ি মেঘলার কানা পাড়া এলাকায়।

জানা যায়, গত ১৮ মার্চ রাত থেকে মা ও তার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অনেক খোঁজাখুজির পর গহীন এলাকার দেড়শত ফুট পাহাড়ের নিচে মা-মেয়েকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখতে পায় স্থানীয়রা। পরে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে মা ও মেয়ের মরদেহ উদ্ধার করে সদর হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি খুন এখনো স্পষ্ট জানা যায়নি।

মানিকছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা গৃহবধুকে ধর্ষণের চেষ্টা

খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার ১নং ইউনিয়নের ফকিরনালা নামক গ্রামে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক মারমা গৃহবধুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযুক্ত ধর্ষণচেষ্টাকারীর নাম: মো. মিজান (৩৪), পিতা: মো. আনোয়ার হোসেন। তার বাড়ি খাগড়াছড়ির গুইমারা উপজেলার ২নং হাফছড়ি ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের হাতিমুড়া এলাকার শিকদার টিলায় বলে জানা যায়।

জানা গেছে, গত ২৩ মার্চ দুপুর ১২ ঘটিকার সময়ে উক্ত ভুক্তভোগী গৃহবধু পানি আনতে গেলে মো. মিজান তাকে ঝাপটে ধরে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পরে ভুক্তভোগী ঘটনাস্থলে চিৎকার চেঁচামেচি করলে আশেপাশে থাকা গ্রামের লোকজন টের পেয়ে দ্রুত সেখানে এসে মিজানকে আটক করে। পরে

এলাকাবাসী ধর্ষণ চেষ্টাকারী মোঃ মিজানকে স্থানীয় বিএনপি নেতা হাফিজুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করে বলে জানা যায়।

পরবর্তীতে স্থানীয় মারমা ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে উক্ত ঘটনাটি অর্থের বিনিময়ে মীমাংসার চেষ্টা চালায় বলে জানা যায় এবং ভুক্তভোগী পরিবারকে থানায় মামলা না করার নির্দেশ দেয় বলেও জানা যায়।

লামায় এক শিক্ষক কর্তৃক ৬ বছরের শিশু শিক্ষার্থীকে নির্যাতনের অভিযোগ

গত ১ এপ্রিল বিকাল ১:৩০ ঘটিকায় বান্দরবান জেলাধীন লামা উপজেলার গজালিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে বোচাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোঃ ফরিদুল আলম কর্তৃক ১ম শ্রেণির শিশু শিক্ষার্থী রেশমি ত্রিপুরাকে (৬) ক্লাস রুমে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে জানা যায়। শিশুটি নিমন্দ্র মেম্বার পাড়ার নিবাসী রজনী ত্রিপুরার মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ক্লাস চলাকালীন সময়ে শিশু শিক্ষার্থী রেশমি ত্রিপুরাকে অভিযুক্ত ফরিদুল আলম ব্ল্যাকবোর্ডে বর্ণমালা লিখতে বলেন। কিন্তু সে লিখতে না পারায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে জোরে চড়-থাপ্পড় মারেন ফরিদুল। শিক্ষার্থী শিশুটির কান্নার শব্দ যাহাতে বের হতে না পারে তার জন্য হাত মুখ চেপে ধরেন এবং প্রমাণ মুছে দিতে সিসিটিভি ক্যামেরা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করে দেন। এতে শিশুটি সেখানে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

এক পর্যায়ে অজ্ঞান অবস্থায় সহপাঠীরা তাকে বাসায় নিয়ে গিয়ে বিষয়টি শিশুটির মাকে জানায় এবং এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী পরিবার দুপুর ১:৩০ ঘটিকার সময়ে অভিযুক্ত শিক্ষককে অফিসের ভিতর অবরুদ্ধ করে রাখেন।

ভুক্তভোগী পরিবারের সূত্রে জানা যায়, শিশুটির পরিবারের মা ও বাবা দুজনই জুমে কাজে গিয়েছিলেন। মেয়ের অজ্ঞান হওয়ার খবর পাওয়ায় ছুটে আসেন বাড়িতে তারা।

রামুতে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে এক আদিবাসী তরুণীকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ

কক্সবাজারের রামুতে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে ১৬ বছরের এক চাকমা সম্প্রদায়ের আদিবাসী তরুণীকে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটে গত ১১-১২ এপ্রিল ২০২৬ মধ্যেরাতে।

ভুক্তভোগী তরুণীর নাম মায়া চাকমা (১৬), পিতা: ক্যউছিং চাকমা, মাতা: রাছিংমা চাকমা, ঠিকানা: তেলখোলা গ্রাম, ৬নং ওয়ার্ড, ৫নং পালংখালী ইউনিয়ন, উখিয়া থানা, কক্সবাজার জেলা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মায়া চাকমা আনুমানিক বছরখানেক ধরে কক্সবাজার জেলার রামুর পশ্চিম পাড়া মেরোরুওয়া গ্রামে সাধন বড়ুয়া নামে এক বাসায় কাজের বুয়া হিসেবে কাজ করে আসছিল। ঘটনার মাস খানেক আগে মায়ার সাথে তার বাবার ফোনে যোগাযোগ হয়, মায়া বেশ হাসি খুশিতেই ছিল, সবকিছু ঠিকঠাক ছিলো। একসময় তার বাবা ক্যউছিং চাকমা তার মেয়েকে বাড়িতে যাওয়ার কথা বললে মায়া বলেন, 'তার বাড়ির মালিক অথাৎ সাধন বড়ুয়া পহেলা বৈশাখের আগে নিজে তাকে বাড়িতে দিয়ে আসবে।' এই বলে আরও কয়েকদিন থাকতে বাবাকে অনুরোধ করলে তিনি থাকতে দিতে রাজি হন।

কিন্তু রোজকার দিনের মতো গত ১২ এপ্রিল, সকালে মায়ার বাবা তার মেয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ফোন দিলে সেখান থেকে কেউ সারা দেননি অথাৎ সাধন বড়ুয়ার বাড়িতে কেউ ফোন রিসিভ করেননি। মায়ার বাবা মনে করতে থাকেন, তারা হয়তো কাজে ব্যস্ত, তাই তিনি আর বারবার কাউকে ফোন করেননি এবং পরে তার মোবাইলে পর্যাপ্ত পরিমাণে চার্জ না থাকায় ফোনটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর একই দিন (১২ এপ্রিল) বিকাল অনুমানিক ৪/৫ ঘটিকায় মায়ার খালার ফোনে সাধন বড়ুয়ার বাড়ি থেকে ফোন করে বলা হয়, 'তোমরা তাড়াতাড়ি এখানে এসো।' এই বলে কল কেটে দেয়া হয়।

তারপর মায়ার পরিবারের লোকজন ফোন পাওয়ার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক রামুর উদ্দেশে রওনা দিয়ে রাত ৮ ঘটিকার দিকে তারা রামুর সাধন বড়ুয়ার বাড়িতে পৌঁছালে দেখতে পান তাদের মেয়ের মৃতদেহ সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। সাধন

বড়ুয়াদের থেকে এ ঘটনার কারণ জানতে চাইলে তাদেরকে বলা হয়, মায়া গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজে নিজেই আত্মহনন করেছে।

তবে মায়ার মা-বাবা এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত কেউই এই ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে মেনে নিতে পারেননি এবং মায়ার আত্মহননের পথ বেছে নেওয়ার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণও তারা খুঁজে পাননি। তাদের সকলের ধারণা, মায়া আত্মহত্যা করেনি, বরঞ্চ তাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। এছাড়া মায়ার গলায় ফাঁসের কোনো আলামত তারা পাইনি বলে জানান।

জানা গেছে, সাধন বড়ুয়ার দুই ছেলে প্রবাসে থাকে। গত কয়েকদিন আগে তার এক ছেলে ফ্রান্স থেকে বাড়িতে আসে। সেই ছেলেই মায়াকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করেছে বলে অনেকেই মনে করেন।

অন্যদিকে সাধন বড়ুয়া ক্যউছিং চাকমাকে তার অর্থনৈতিক দৈন্যদশা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমার মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তোমরা গরীব মানুষ, মামলা করলে টাকা ছাড়া পুলিশ তোমাদের মামলা গ্রহণ করবে না। তুমি মেয়ের ঘটনা নিয়ে মামলা করো না। তার চেয়ে তোমার মেয়ের সাপ্তাহিক ক্রিয়ার সমস্ত খরচ আমি বহন করব। মামলা করার চিন্তা বাদ দাও।'

সাধন বড়ুয়ার মুখ থেকে এমন কথা শোনার পর ক্যউছিং চাকমা একপ্রকার নিশ্চিত হয়েছেন যে তার মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।

বান্দরবানে বহিরাগত শ্রমিক কর্তৃক এক জুম্ম কিশোরী উত্ত্যক্তকরণের শিকার

গত ২০ এপ্রিল, দুপুর ১২:৩০ ঘটিকায় বান্দরবান সদর উপজেলাধীন বাকীছড়ামুখ তুংখ্যং পাড়া যাওয়ার পথে এক বহিরাগত বাঙালি রাবার বাগানের শ্রমিক কর্তৃক এক জুম্ম কিশোরী (১৭) উত্ত্যক্তকরণের শিকার হয় বলে জানা যায়।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম: মো. আল আমিন (২৪), বাড়ি ভোলা জেলায়। সে জসীম মিয়া নামে এক ব্যক্তির রাবার বাগানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিল বলে জানা গেছে।

জানা যায়, বান্দরবান বাজার সংলগ্ন এলাকায় ভুক্তভোগী কিশোরী বাড়ি ফেরার পথে আল আমিন তার প্রতি অশালীন মন্তব্য ও কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত করে বারবার উত্ত্যক্ত করতে থাকে। পরে ভুক্তভোগী নারী তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিবাদ জানালে ঘটনাস্থলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে এই ঘটনায় স্থানীয় কয়েকজন ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযুক্তকে আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শুরুতে অভিযুক্ত অভিযোগ অস্বীকার করলেও পরে তার বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে এবং একপর্যায়ে সে নিজের আচরণের দায় স্বীকার করে বলে জানা গেছে।

থানচিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ম্রো শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২৩ এপ্রিল সকালে বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার ৩নং থানচি সদর ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের দনরই পাড়া গ্রামে এক সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক ম্রো শিশু (১২) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয় বলে জানা যায়। পরে ডিজিএফআই রাজদুল ও এনএসআই মন্নান নামে দুই রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর কর্মকর্তার হস্তক্ষেপে মাত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা দিয়ে ঘটনাটি মীমাংসা করা হয় বলে জানা গেছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম: মো: রাসেল (৩২)। সে দেশের সমতল অঞ্চল হতে এসে বান্দরবান সদরে আর্মি পাড়া নামক এলাকায় বসতিস্থাপনকারী একজন সেটেলার বাঙালি। তার আসল বাড়ি যশোর জেলায় বলে জানা যায়। সে পেশায় ভাঙারি বিক্রেতা বলে জানা গেছে।

সূত্র মোতাবেক, গত ২৩ এপ্রিল সকালে মো: রাসেল দনরই পাড়ায় প্রবেশ করে এবং পুরনো ভাঙা জিনিসপত্র কেনার জন্য

এলাকাবাসীদের উদ্দেশ্য করে হাঁকডাক দিতে থাকে। পরে গ্রামের লোকজন জানায় যে, এখানে কোনো ভাঙা জিনিস পাওয়া যাবে না এবং তাকে পাশের 'খুমী পাড়ায়' যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে রাস্তা বলে দেয়। ঐ পথে দুটি রাস্তা ছিল, যার একটি খুমী পাড়ায় যাওয়ার রাস্তা এবং অপরটি গ্রামের পানি আনার আসা-যাওয়া রাস্তা।

পরবর্তীতে অভিযুক্ত মো: রাসেল খুমী পাড়ার রাস্তার দিকে না গিয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পানি তোলার নির্জন স্থানে চলে যায়। সেখানে পাড়ার ভুক্তভোগী ম্রো শিশুটি একা পানি তুলছিল। পরে সেটেলার বাঙালিটি তার কাছে গিয়ে পিপাসা লেগেছে বলে পানি খুঁজতে থাকে। শিশুটি সহজ সরল মনে পানি এগিয়ে দিলে মো: রাসেল পানিতে ময়লা আছে অজুহাত দেখিয়ে নতুন করে পানি তুলে দিতে বলে। ভুক্তভোগী শিশুটি পুনরায় পানি তোলার জন্য সামনের দিকে নত হলে রাসেল অতর্কিতভাবে শিশুটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে জোরপূর্বক শিশুটির সংবেদনশীল ও গোপন অঙ্গে হাত দেয় এবং ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। পরে শিশুটি ভয়ে ও আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার, কান্নাকাটি করতে করতে কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে দৌঁড়ে গ্রামে পালিয়ে আসে এবং পাড়াবাসীদের কাছে ঘটনার বিবরণ দেয় বলে জানা যায়।

স্থানীয়রা জানান, এই খবর শোনার পর গ্রামের এক যুবক তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গিয়ে ধর্ষণচেষ্টাকারী মো: রাসেলকে ধরে আটক করে রাখে। পরে বিকালের দিকে গ্রামের মানুষ জুমের কাজ থেকে ফিরলে সঠিক ও আইনি বিচারের আশায় সেখানকার স্থানীয় ৩৬২নং মৌজার হেডম্যান রেংচিন ম্রোকে জানানো হয়। তিনি উক্ত ধর্ষণকারীকে তার কাছে নিয়ে যেতে বলেন এবং অভিযুক্তকে নেওয়া হলে, একা তার পক্ষে এই বিচার করা সম্ভব নয় বলে তিনি জানান।

পরে তিনি থানচি বাজারের জসিম নামের এক বাঙালি সওদাগরকে ডাকেন। এরপর ঐ বাঙালি সওদাগর থানায় ফোন দেওয়ার নামে ডিজেএফআই ও এনএসআই দুইজন কর্মকর্তাকে কল দিয়ে ডেকে আনেন। পরবর্তীতে উক্ত দুই গোয়েন্ডা কর্মকর্তা মাত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা জরিমানা দিয়ে ঘটনাটি আপসে সমাধান করার নির্দেশ দেন এবং তাদের নির্দেশনা অনুসারে ধর্ষণচেষ্টাকারী মো: রাসেলকে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে সসম্মানে মুক্ত করে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় গ্রামের স্থানীয়দের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

রাঙ্গামাটির বন্দুকভাঙায় বাঙালি মৎস্য ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতিবন্ধী জুম্ম কিশোরী ধর্ষিত

গত ১৪ মে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ৫নং বন্দুকভাঙা ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী এক চাকমা কিশোরী (১৬) মো: সাইফুল নামে এক বাঙালি মৎস্য ব্যবসায়ী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযুক্ত ধর্ষক মো: সাইফুল (১৯) এর পিতার নাম মো: সেলিম, মাতা-বিবি বেগম এবং বাড়ি রাঙ্গামাটি পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের পুরানবস্তী এলাকায় বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, গত ১৪ মে সকাল ১০টার দিকে মৎস্য ব্যবসায়ী মো: সাইফুল অন্যান্য দিনের মত বন্দুকভাঙা ইউনিয়ন এলাকায় মাছ কিনতে যায়। কিন্তু মো: সাইফুল তখন স্থানীয় জেলেদের কাছ থেকে মাছ ক্রয় না করে একই ইউনিয়নের চংড়াছড়ি গ্রামে দীপায়ন চাকমার বাড়িতে যায়। ঐ সময় দীপায়ন চাকমার বাড়িতে তার প্রতিবন্ধী কিশোরী মেয়ে ছাড়া আরও কেউ ছিল না।

তখন মো: সাইফুল দীপায়ন চাকমার কিশোরী মেয়েকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে। এই সময় ভুক্তভোগী মেয়েটি চিৎকার করলে প্রতিবেশী গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং পালানোর চেষ্টাকালে ধর্ষণকারী মো: সাইফুলকে ধরে ফেলে। এরপর ১৫ মে দুপুরের দিকে ভুক্তভোগী মেয়ের পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা মো: সাইফুলকে রাঙ্গামাটি কোতোয়ালী থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশের নিকট সোপর্দ করেন বলে জানা গেছে।

বিলাইছড়িতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক জুম্ম শিক্ষার্থী ধর্ষণ চেষ্টার শিকার

গত ২৩ মে বিকাল ৪ ঘটিকার সময়ে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বিলাইছড়ি সদর উপজেলায় হাসপাতাল ঘাট এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ৯ম শ্রেণিতে পড়ুয়া (১৫) এক জুম্ম শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ চেষ্টার খবর জানা যায়।

ধর্ষণচেষ্টাকারীর নাম আব্দুল গফুর শেখ (৬২)। সে দেশের সমতল অঞ্চল হতে এসে বর্তমানে বিলাইছড়ি উপজেলার গাছ

কাটা ছড়া নামক এলাকায় বসতিস্থাপনকারী একজন সেটেলার বাঙালি বলে জানা যায়।

সূত্র মোতাবেক, গত ২৩ মে বিকালে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী প্রাইভেট পড়া শেষে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল। পথিমধ্যে রাস্তায় তাকে একা পেয়ে শুরুতে ধর্ষণচেষ্টাকারী আব্দুল গফুর শেখ বিভিন্ন কুৎসিত ও আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি করে ডাকতে থাকে। পরে লম্পট গফুরের উদ্দেশ্য ও বিপদ টের পেয়ে স্কুলছাত্রীটি ভয়ে দ্রুত উক্ত স্থান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই সময় অভিযুক্ত আব্দুল গফুর শেখও তাকে পিছন থেকে ধাওয়া করে। পরে ভুক্তভোগী ছাত্রীটি মানিক নামে এক দোকানে অবস্থানরত স্থানীয় লোকদের ঘটনার বিষয়ে অবগত করলে অভিযুক্ত সেটেলার আব্দুল গফুর শেখকে দোকানে অবস্থানরত লোকজন তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা যায়, লোকজন যখন উক্ত অভিযুক্ত সেটেলারকে বিলাইছড়ি থানায় নিয়ে যাচ্ছে তখন গাছকাটা ছড়া সেনা ক্যাম্পের একদল সেনাবাহিনী তাদের সেখানে আটকিয়ে থানায় না নেওয়ার নির্দেশ দেয় এবং কেংড়াছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রামাচরণ মারমা'র (রাসেল) কাছে নিতে বলে এবং বিচার প্রক্রিয়া সেখানকার বিলাইছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পুরাতন ভবনে সেনাবাহিনীর একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে করার নির্দেশ প্রদান করে।

পরে কেংড়াছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রামাচরণ মারমা'র (রাসেল) নেতৃত্বে কেংড়াছড়ি ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড মেম্বার মোহাম্মদ রবিউল, কেংড়াছড়ি ইউনিয়ন ৭ নং ওয়ার্ড মেম্বার দয়ারঞ্জন চাকমা, ডিজিএফআই, থানার ডিএসবি এবং সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্য উপস্থিতিতে এই বিচার প্রক্রিয়া করা হয়। সেখানে অভিযুক্ত সেটেলার আব্দুল গফুর শেখের কাছ থেকে একটি মুচলেকা নেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ করবেন না সেই সাথে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করতে পারবেন না বলে সিদ্ধান্ত জানিয়ে তাকে বিনা বিচারে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান এবং সেনাবাহিনীর ভূমিকা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

থানচিতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক এক আদিবাসী শিশু ধর্ষণের শিকার

বান্দরবান জেলাধীন থানচি উপজেলার থানচি সদর ইউনিয়নে সেটেলার বাঙালি তরুণ কর্তৃক ৫ বছর বয়সী এক আদিবাসী ত্রিপুরা নারী শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ঘটনাটি গত ২৩ মে দুপুর আনুমানিক ১২টার দিকে থানচি বাজার এলাকায় মল্লিকা বড়ুয়ার বাড়িতে ঘটেছে বলে জানা গেছে।

ধর্ষকের নাম বিজয় বড়ুয়া (১৬), পিতা-মৃত মফি বড়ুয়া, মাতা-রেখা বড়ুয়া, স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-ক্যামেলিয়া পাড়া, আদুনগর, আমিরাবাদ ইউনিয়ন, থানা- লোহাগাড়া, জেলা- চট্টগ্রাম, বর্তমান ঠিকনা: নতুন পাড়া (মল্লিকা বড়ুয়ার বাড়ি), থানচি বাজার এলাকা।

ভুক্তভোগী শিশুটি থানচি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণির ছাত্রী বলে জানা যায়। পরদিন ২৪ মে ভুক্তভোগীর পিতা এন্দ্রোজয় ত্রিপুরা একা থানচি থানায় গিয়ে অভিযুক্ত ধর্ষক বিজয় বড়ুয়াকে বিবাদী করে মামলা দায়ের করলে পুলিশ এক পর্যায়ে বিজয় বড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

গুইমারায় এক মারমা নারীকে গণধর্ষণ, অভিযুক্ত ১ জন আটক

খাগড়াছড়ি জেলাধীন গুইমারা উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের পশ্চিম কুকিছড়া গ্রামে ৪ জন মারমা যুবক কর্তৃক এক মারমা বিধবা নারী (২৭) গণধর্ষণের শিকার হয় বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় ম্রাসা মারমা (৩৫) নামে একজনকে ধরে এলাকাবাসী পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। অভিযুক্ত ম্রাসা মারমার বাড়ি গুইমারা উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের

বড়ইতলী গ্রামে। তার পিতার নাম মৃত আরে মারমা বলে জানা যায়।

সূত্র মোতাবেক, গত ১৩ জুন ২০২৬ অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ওই ভুক্তভোগী নারীকে আকিজ গ্রুপে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে চট্টগ্রামে নিয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে কোনো চাকরি ব্যবস্থা করে না দিয়ে চট্টগ্রামের হাটহাজারী এলাকার একটি বাসায় নিয়ে যায়। সেখানে অভিযুক্ত ম্রাসা মারমসহ আরো ৩ জন বন্ধু ছিলো বলে জানা যায়। পরে তাদের পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক প্রথমে ভুক্তভোগী নারীকে ঘুমের ঔষধ খাওয়ানো হয় এবং পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয়।

আরো জানা যায়, উক্ত ঘটনার পরদিনই ভুক্তভোগী মাটিরাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নেন। পরে সেখান থেকে পরিবারের সদস্যরা তাকে বাড়িতে নিয়ে যায়। কিন্তু তখনো বিষয়টি গোপন রাখা হয়। পরবর্তীতে ভুক্তভোগীর শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতি হলে গতকাল বুধবার (১৭ জুন) সন্ধ্যায় তাকে খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ভুক্তভোগীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাদের পাশের এলাকার বাসিন্দা। সে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার নাম করে ভুক্তভোগীকে চট্টগ্রামে নিয়ে যান। কিন্তু চাকরির কোনো ব্যবস্থা করে না দিয়ে হাটহাজারীতে একটি বাসায় নিয়ে কয়েকজন মিলে ধর্ষণ করে।

এই দিকে উক্ত ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ও ভুক্তভোগী দুই গ্রামের বাসিন্দা হওয়ায় কুকিছড়া ও বড়ইতলীর কার্বারি ও মুরুব্বিরা মিলে আলোচনা সাপেক্ষে অভিযুক্ত ম্রাসা মারমাকে আটক করে গত ১৮ জুন দুপুরের দিকে গুইমারা থানা পুলিশের নিকট সোপর্দ করেছে বলে সর্বশেষ জানা যায়।

সংগঠন সংবাদ

পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের ২০তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্পন্ন

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ চট্টগ্রামের রেশমি কমিউনিটি সেন্টারে 'শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন'-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের ২২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ২০তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন হয়।

সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে ২১ সদস্য বিশিষ্ট সাবজেক্ট কমিটির মাধ্যমে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে জগৎ জ্যোতি চাকমাকে সভাপতি, সন্তোষ কুমার চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং প্রসেনজিৎ চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। নবগঠিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক শরৎজ্যোতি চাকমা।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক ছাত্রনেতা জুয়েল চাকমা বলেন, পার্বত্য চুক্তির দুই যুগের অধিক সময় পার হলেও মৌলিক ধারাগুলো এখনো অবাস্তবায়িত। জুম্ম জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নেই। জেলা পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ ও ভূমি কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্থবির

হয়ে আছে। এই কঠিন বাস্তবতায় অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে ছাত্র ও যুব সমাজকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে হবে এবং আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শরৎজ্যোতি চাকমা বলেন, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম হাঁটি হাঁটি পা পা করে ২২ বছর পূর্ণ করল। জুম্ম জনগণ তাদের নিরাপত্তা ও অধিকারের প্রশ্নে এই সংগঠনের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমাদের শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে হবে এবং তরুণ প্রজন্মকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিদায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক সভাপতি ডিসান তঞ্চঙ্গ্যা তাঁর দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, আমি বিদায় নিচ্ছি, এই বিদায় ক্ষণিকের বিদায়, এই বিদায় আরও অভিজ্ঞতা অর্জনের বিদায়। এই পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের সাথে আমার দীর্ঘ ১৬ বছরের পথ চলা। আমি যেখানেই থাকি সবসময় পার্টির সাথে থাকবো এবং জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ে সব সময় সক্রিয় থাকব।

এতে আরও বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সভাপতি সুকর্না চাকমা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা।

অনুষ্ঠানটি তিনটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন প্রসেনজিৎ চাকমা, রাসেল চাকমা, সোনাবি চাকমা ও জ্যোতিময় তঞ্চঙ্গ্যা। এতে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বিভিন্ন থানা ও ইউনিট কমিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে নবনির্বাচিত সভাপতি জগৎ জ্যোতি চাকমা তাঁর সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ২৭তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ৫ মার্চ ২০২৬ 'জুম্ম স্বার্থপরিপন্থী ও চুক্তিবিরোধী সকল প্রকার ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করুন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হোন'—এই আহ্বানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ২৭তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০২৬ রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন ও কাউন্সিলে দুই শতাধিক প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সম্মেলন ও কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য গুনেন্দু বিকাশ চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জিকো চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কবিতা চাকমা।

পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক ম্যাগলিন চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার বিদায়ী কমিটির সভাপতি সুমন চাকমা। সম্মেলনের শুরুতে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে শহীদ এবং আহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করার মধ্যে দিয়ে প্রথম অধিবেশনের আলোচনা সভা শুরু হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গুনেন্দু বিকাশ চাকমা বলেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের জন্ম কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং ঐতিহাসিক প্রয়োজন থেকেই এর আত্মপ্রকাশ। লংগদু গণহত্যার প্রতিবাদে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ হলেও তার পেছনে ছিল পাহাড়ের ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার দীর্ঘদিনের প্রয়োজনীয়তা। তিনি বলেন, জাতীয় মুক্তির

আন্দোলনে ছাত্রসমাজ সবসময় গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে। তাই নতুন প্রজন্মকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হবে এবং সেই ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় তরুণ প্রজন্মকে লড়াই সংগ্রামের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সময়ের অনেক ছাত্র-যুবকের জন্ম পার্বত্য চুক্তির পরে। ফলে চুক্তির আগের সশস্ত্র সংগ্রামের বাস্তবতা তাদের কাছে অজানা। জেএসএস কেন জন্ম নিয়েছিল, কেন সশস্ত্র সংগ্রাম হয়েছিল এবং কীভাবে চুক্তিতে উপনীত হওয়া গিয়েছিল, এসব ইতিহাস জানা ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। আন্দোলনের ইতিহাস জানলেই ছাত্রসমাজ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং লড়াই সংগ্রামে অবদান রাখতে হবে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধি সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মালবিকা দেওয়ান এবং পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা। এ অধিবেশনের শুরুতে পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার এক বছরের সাংগঠনিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিদায়ী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুনীতি বিকাশ চাকমা। পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার আওতাধীন বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থাপিত সাংগঠনিক প্রতিবেদনের উপর প্রস্তাবনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

সম্মেলন ও কাউন্সিলের শেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় সুমন চাকমাকে সভাপতি, ম্যাগলিন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং সজল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নব নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা। পরিশেষে বিদায়ী সভাপতি সুমন চাকমার সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ২৭তম বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

জুম্ম সমাজে নারীদের অধিকার, ন্যায়বিচার ও কর্ম সুনিশ্চিত চেয়ে বান্দরবানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'জুম্ম সমাজব্যবস্থায় নারী ও মেয়েদের অধিকার, ন্যায়বিচার ও কর্ম সুনিশ্চিত করো' স্লোগানকে সামনে রেখে বান্দরবানেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে। সকাল ১০টায় বান্দরবান জেলা সদরের মধ্যম পাড়ায় মাস্টার গেস্ট হাউজে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বান্দরবান জেলা কমিটির উদ্যোগে এই উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বান্দরবান জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক মেসাইনু (এনু) মারমার সঞ্চালনায় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি মেঞোচিং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সিংমেউ মারমা।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সাধুরাম ত্রিপুরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক জিরকুং সাহু, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি সুমন মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমা,পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উশৈহ্লা মারমা।

সাধুরাম ত্রিপুরা বলেন, অধিকার সচেতনতায় নারীরা এখনো পিছিয়ে থাকায় আজকের আলোচনাসভায় নারীদের সংখ্যা কম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু ১৭৮৯ সালে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবে ও বিপ্লবকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের বড় অবদান লক্ষ্য করা গেছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও নারীরা আত্মত্যাগ করে দেশের জন্য রাষ্ট্রের জন্য ভূমিকা রেখেছেন। অধিকার ঘরে বসে পাওয়া যায় না, নারীদের জাগরণ করে লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। অধিকারের ধ্বনি যেখানে জাগরিত হবে সেখানেই নারীদের একত্রিত হতে হবে।

তিনি বলেন, পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির জন্মই হয়েছে নারীদের থেকে। নারীদের মধ্যে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। নাহলে নারীরা সবসময় পিছিয়ে থাকবে। লড়াই সংগ্রাম ব্যতীত অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। ভারতবর্ষের স্বর্ণলতা দেবীদের মতো নারী নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে। যাতে নারীরা পুরুষদেরও নেতৃত্ব দিতে পারে। নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে লড়াই সংগ্রামে সফল হওয়া সম্ভব হবে না।

তিনি আরও বলেন, সারাবিশ্ব যখন বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করছে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষেরা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও

বৈষম্যের শিকার হয়ে আছে। এখনো পাহাড়ের মানুষের অধিকার নিশ্চিত হয়নি, জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লড়াই সংগ্রামে সামিল হতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই নারী-পুরুষ, পাহাড়ি-বাঙালি সকলের অধিকার নিশ্চিত হবে।

জিরকুং সাহু বলেন, শুধুমাত্র বাংলাদেশেই নারী সুরক্ষা আইন থাকা সত্ত্বেও নারীর প্রতি সহিংসতা হচ্ছে। কিন্তু বিশ্বের অনেক দেশে নারীরা পার্লামেন্ট, রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠী দ্বারা আদিবাসী নারীরা যৌন নির্যাতন, সহিংসতার শিকার হচ্ছে। নারীদের সামনে আগানোর জন্য, অধিকার ও অস্তিত্বকে ধরে রাখার জন্য সাহস নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।

সুমন মারমা বলেন, রাষ্ট্র জুম্মদের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে। সেজন্য তারা সর্বক্ষেত্রে নজরদারি এবং চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করছে। সকল সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা। কিন্তু চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে শুধুমাত্র ২৫টি ধারা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী এবং তাদের সন্তানদের হিল উইমেন্স ফেডারেশন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতিতে যুক্ত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনে সামিল হতে হবে। নারীরা নিজেদের দুর্বল ভেবে গুটিয়ে না রেখে সাহস নিয়ে সংগ্রামে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আশিকা চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে যুগ যুগ ধরে বিজাতীয় শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে। বিজাতীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারীদের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু যেভাবে ভূমিকা রাখার কথা সেভাবে ভূমিকা রাখতে পারছে না। নারীরা লড়াই সংগ্রাম করতে না পারলে সবসময় শোষিত-নিপীড়িত থেকে যাবে। নারী সুরক্ষা আইন থাকলেও রাষ্ট্রব্যবস্থার দূর্বলতার কারণে নারীরা প্রতিনিয়ত যৌন সহিংসতা, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে।

নারীর অগ্রযাত্রায় পুরুষ নয়, পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারাই প্রধান অন্তরায়: রাঙ্গামাটিতে ঊষাতন তালুকদার

রাঙ্গামাটিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৩৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার বলেছেন, নারীর অগ্রযাত্রার পথে পুরুষ কখনোই প্রধান অন্তরায় নয়; প্রকৃত অন্তরায় হলো সমাজে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারা, যা নারীর সম্ভাবনাকে দীর্ঘদিন ধরে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে।

গত ৮ মার্চ ২০২৬ সকাল ১০টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে রাঙ্গামাটির জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভার আগে শিল্পকলা একাডেমি থেকে র‍্যালি শুরু হয়। র‍্যালিটি জেলাপ্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে আবার জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এসে শেষ হয়। বেলুন উড়িয়ে র‍্যালি উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ঊষাতন তালুকদার।

আলোচনা সভায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য

কবিতা চাকমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সুবিনা চাকমা যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি মনি চাকমা সভাপতিত্ব করেন।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহসভাপতি ঊষাতন তালুকদার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিশির চাকমা, বিশিষ্ট আইনজীবী জুয়েল দেওয়ান, সমাজকর্মী কক্সি তালুকদার, পিসিপির কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি জগদীশ চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ম্রানুচিং মারমা। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য এলি চাকমা এবং বিবৃতি পাঠ করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক জ্যোতি পাংখোয়া।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, আমাদের সমাজে নারীরা নানাভাবে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে নারীর অগ্রযাত্রা বহু ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের মাধ্যমে তাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। তবুও নানা প্রতিকূলতা এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মধ্যেও জুম্ম নারীরা এগিয়ে চলেছে দৃঢ় প্রত্যয়ে।

তিনি বলেন, পরিবার ও সমাজের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে অতিক্রম করে একজন জুম্ম নারীকে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যুক্ত হতে হয়। এই পথচলা কখনোই সহজ বা মসৃণ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীদের একদিকে সমাজব্যবস্থার বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় ও জাতিগত নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়। তবুও আজ জুম্ম নারীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা দেশ ও জাতির পরিচয় বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরছে।

তিনি আরও বলেন, নারী সমাজকে নারীমুক্তির আদর্শে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হতে হবে। নারীর অগ্রযাত্রার পথে পুরুষ কখনোই প্রধান অন্তরায় নয়; প্রকৃত অন্তরায় হলো সমাজে প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাধারা, যা নারীর সম্ভাবনাকে দীর্ঘদিন ধরে বাধাগ্রস্ত করে রেখেছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিশির চাকমা বলেন, পাহাড়ে নারীরা বিশেষ কিছু গোষ্ঠীর দ্বারা যুগের পর যুগ ধর্ষণ ও নানা ধরনের যৌন সহিংসতার শিকার হয়ে আসছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব ঘটনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো সুষ্ঠু বিচার হয়নি, এমনকি অনেক ঘটনার যথাযথ তদন্তও হয়নি। রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবেই জুম্ম নারীদের প্রায়শই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, গুম, যৌন নিপীড়ন ও শ্লীলতাহানির ঘটনা এখানে বারবার ঘটতে দেখা যায়। নারীর উপর সহিংসতার শিকার হয়েছে হিল উইমেন্স ফেডারেশনও। ১৯৯৬ সালে সংগঠনটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও নারীনেত্রী কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করা হয়, যার আজও কোনো সন্ধান মেলেনি। দীর্ঘ ৩৮ বছরের পথচলায় হিল উইমেন্স ফেডারেশন বহু ত্যাগ ও সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে আছে।

বিশিষ্ট আইনজীবী জুয়েল দেওয়ান বলেন, ইতিহাসে দেখা যায়, যে কোনো গণআন্দোলন বা রাজনৈতিক সংগ্রামে শাসকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হন নারীরাই। এ ক্ষেত্রে তারা নানাভাবে সহিংসতার শিকার হন-যেমন ধর্ষণ, হত্যা, গুম, এমনকি জোরপূর্বক ধর্মান্তরের মতো ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়।

আইনজীবী ও সমাজকর্মী কক্সি তালুকদার বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্যেই আপামর জনগণের ন্যায্য অধিকার নিহিত রয়েছে। তাই এই চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে জুম্ম নারীদের আরও জোরালো ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষার কথা বলা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীদের বাস্তব অবস্থা এখনও অত্যন্ত শোচনীয়। সামগ্রিকভাবে জাতিগত ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত নারীর নিরাপত্তা, মর্যাদা ও প্রকৃত মুক্তি নিশ্চিত করা কঠিন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক ম্রানুসিং মারমা বলেন, পার্বত্য অঞ্চলের ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে আমাদের গৌরবময় সংগ্রামের উজ্জ্বল অধ্যায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। শাসকগোষ্ঠীর গণহত্যা, ধর্ষণ, উচ্ছেদ, ভূমি বেদখল এবং সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে আমরা বরাবরই দৃঢ় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছি। জেএসএসের নেতৃত্বে যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছিল, সেই উত্তাল সময়ে জুম্ম নারীদের জাগ্রত করা এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নারী সমাজকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত এই লড়াকু সংগঠন কখনোই তার অবস্থান থেকে পিছিয়ে যায়নি। যখনই জুম্ম নারীদের উপর সেনা-সেটেলার যোগসাজশে যৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে, তখনই হিল উইমেন্স ফেডারেশন প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। জুম্ম নারী মুক্তি আন্দোলন এবং জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

আদিবাসী নারীদের টিকে থাকার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে: ঢাকায় আলোচনা সভায় বক্তারা

বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে ৯ মার্চ ২০২৬ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে স্বোপার্জিত স্বাধীনতা চত্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য লুনা নূর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. রাশেদা রওনক খান, পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের অর্থ সম্পাদক মেইনথিন প্রমীলা এবং বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক ফাল্গুনী ত্রিপুরা সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য কুর্নিকোভা চাকমার সঞ্চালনায়, হিল ইউমেন্স ফেডারেশন, ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি চন্দ্রিকা চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মনিরা ত্রিপুরা।

এই সময় দীপায়ন খীসা বলেন, পৃথিবীতে নারী আন্দোলনের মূল শক্তি প্রগতিশীল চিন্তা যারা করে তাদের হাত ধরে এগিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। অন্যদিকে সংসদের প্রধান বিরোধী দলে কোনো নারী প্রতিনিধি নেই। আদিবাসী সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যায়। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এম এন লারমার নেতৃত্বে তৎকালীন শান্তিবাহিনীতে নারী সদস্যরা বীরত্বের সাথে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আদিবাসী নারীরা এখনও নিরাপত্তারহীনতার মধ্য থাকে, এই রাষ্ট্র আজও আদিবাসী নারীদের জন্য নিরাপদ হতে পারেনি।

মুক্তা বাড়ৈ বলেন, নারীদের অবদান সমাজে উল্লেখযোগ্য থাকলেও আজও আমরা স্বীকৃতি পাই না। বিশ্বের ইতিহাসে যত আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ রয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানেও নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। তারা শহীদও হয়েছিল। অথচ সেই নারীদের এই রাষ্ট্রব্যবস্থা এখনও সুরক্ষা, নিরাপত্তা দিতে পারেনি। অন্যদিকে বম জনগোষ্ঠীর উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন নির্যাতন এখনও চলমান রয়েছে। সেখানে বম নারীও রয়েছে। তারা আজও জেলে দিনাতিপাত করছে।

মেইনথিন প্রমীলা বলেন, আদিবাসী নারীরা কাঠামোগতভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে বারবার। দেশে সাম্যের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা দেখা যায় না। পাহাড়ে আপোষহীন নেত্রী কল্পনা চাকমার হদিস আজও মেলেনি। অন্যদিকে আদিবাসী নারীরা সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার থেকে শুরু করে নানা সহিংসতার শিকার হচ্ছেন।

লুনা নূর বলেন, আদিবাসী নারীরা আজও প্রান্তিকতা থেকেও প্রান্তিকতার মধ্যে রয়েছে। রাষ্ট্র বারবার কথায় কথায় বলে যে বৈষম্য বিলোপ, অসাম্প্রদায়িক ও বহুত্ববাদের বাংলাদেশ। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি কেবল মুখের মধ্যে রয়ে গেছে। নারীদের অবদান বরাবরের মত অস্বীকার করা হয়, অন্যদিকে আদিবাসী নারীদের অবস্থা আরও নাজুক। তারা নানাভাবে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হচ্ছে।

ফাল্গুনী ত্রিপুরা বলেন, পুরো বিশ্বে আদিবাসী নারীরা ভূমি কেন্দ্রিক নানাভাবে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও আদিবাসী নারীরা সহিংসতার শিকার হওয়ার মূল কারণ হলো ভূমি কেন্দ্রিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সমতল অঞ্চল, সবখানে আদিবাসী নারীদের টার্গেট করা হয়। বিশেষ করে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, শ্লীলতাহানি সহ নানাভাবে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্র আজও এর একটির বিচার করতে পারেনি।

ড. রাশেদা রওনক খান তার আলোচনায় বলেন, আমরা এখনও এমন রাষ্ট্রে বসবাস করছি—যেখানে এখনও নারী অধিকার, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করতে হয়। কেবল নারী নয়, রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকরাও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। একজন নারীকে ধর্ষণের পর তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হত্যা করে টুকরো টুকরোও করে রাখা হয়। যেখানে মূলধারার নারীরা নিরাপদ নয় সেখানে প্রান্তিক নারী, আদিবাসী নারী আরো বেশী অনিরাপদ। আদিবাসী নারীদের প্রেক্ষাপট আরও বেশি শোচনীয়। আমরা মনেকরি, একটি সাম্য সুন্দর দেশ প্রতিষ্ঠা করতে হলে নিপীড়নের, নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থভাবে কথা বলতে হবে।

সংহতি বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি কনেজ চাকমা বলেন, গোটা বিশ্ব এক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমরাও এক কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে সময় পার করছি। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে বৈষম্যমুক্ত সমাজব্যবস্থার কথা বলা হলেও কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পাইনি। তিনি আরও বলেন, ২০০১ সাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন উত্তরণ নামে সেখানে সেনাশাসন জারি রাখা হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারী এবং শিশুরা নানাভাবে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এছাড়াও সমতলে আদিবাসী নারীদেরকেও টার্গেট করে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।

পিসিপি জুরাছড়ি থানা শাখার ২২তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

গত ৩ এপ্রিল 'জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ও চুক্তি বিরোধী সকল ষড়যন্ত্র ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করুন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হোন' এই

স্লোগানকে উপজীব্য করে রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), জুরাছড়ি থানা শাখার ২২তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সহ-সম্পাদক জুয়েল চাকমা। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জিকো চাকমা, পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুমন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক সূচনা চাকমা।

পিসিপির জুরাছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি স্বরেশ চাকমার সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক কিশোর চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন থানা শাখার সদস্য নিউটন চাকমা। কাউন্সিল অধিবেশনের শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে আত্মবলিদানকারী শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জুয়েল চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি জুম্ম ছাত্র সমাজকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। এখানে জাতিগত নিপীড়ন চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর জুম্মদের সংবিধানে ঠাঁই হয়নি। উপরন্তু, শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত নির্মূলীকরণ নীতির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের আত্মপরিচয় হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে। জুম্মদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে লক্ষ লক্ষ সেটেলার বাঙালি নিয়ে এসে জুম্মদের জায়গা-জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সেনা-সেটেলারদের যোগসাজশে গণহত্যা চালানো হয়েছে। মোদ্দাকথা, আজ অব্দি জুম্মদের নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর নীতির পরিবর্তন ঘটেনি। চুক্তির পর একই নীতি পার্বত্য অঞ্চলে প্রয়োগ করছে। চুক্তি বাস্তবায়ন না করে চুক্তিকে বানচাল করতে হাজার রকমের ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিয়েছে তারা। জুম্মদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বিভাজন করতে নানা ধরনের তাঁবেদার গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়েছে। যাদের একমাত্র কাজ চুক্তিকে নস্যাৎ করা। তিনি আরো বলেন, চুক্তি রাষ্ট্রের সাথে হওয়ায় যে কোনো সরকারের দায়িত্ব এটি যথাযথ বাস্তবায়ন করা। আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষায় আবারও জুম্ম ছাত্র সমাজকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

জিকো চাকমা বলেন, জুম্ম ছাত্র সমাজের উপর নির্ভর করছে জুম্ম জাতির ভবিষ্যৎ। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে প্রথমেই নিজেদের সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। তাই তিনি জুম্ম ছাত্রসমাজকে আত্মপরিচয়ে সচেতন, সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, আপামর জুম্ম ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং এতে পিসিপিকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সুমন চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মৌলিক ধারাগুলো আজও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এ অঞ্চলে এখনো স্থায়ী শান্তি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অপারেশন উত্তোরণের মতো পরিস্থিতি পাহাড়ে সামরিক প্রভাবকে জারি রেখেছে, যা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। একটি নিরাপদ ও গণতান্ত্রিক পার্বত্য চট্টগ্রাম গড়ে তুলতে হলে চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণ বাস্তবায়ন অনিবার্য। এ লক্ষ্য অর্জনে জুম্ম ছাত্রসমাজকে আরও সক্রিয়, সংগঠিত এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃহত্তর আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে।

সূচনা চাকমা বলেন, আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত হতে চলেছে। আমরা শাসকগোষ্ঠীর যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে হারিয়ে যাচ্ছি। জুম্ম ছাত্র সমাজকে এটা গভীরভাবে ভাবতে হবে। পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে সংগ্রাম করেই টিকে থাকতে হয়। কাজেই, আমাদেরও টিকে থাকার জন্য রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে হবে।

অধিবেশন শেষে স্বরেশ চাকমাকে সভাপতি, কিশোর চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নিউটন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপির জুরাছড়ি থানা শাখার ২৩তম কমিটি গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির স্কুল ও পাঠাগার সম্পাদক মামুনি চাকমা।

পিসিপি'র কাপ্তাই থানা শাখা ও কর্ণফুলী সরকারি কলেজ শাখার সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ৩ এপ্রিল 'সকল প্রকার বিভেদ ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী ষড়যন্ত্র প্রতিহত করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন' এই

প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই উপজেলার ৫নং ওয়াগ্গা ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), কাপ্তাই থানা শাখার ১৭তম ও কর্ণফুলী সরকারি কলেজ শাখার ১৯তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অরুণ বিকাশ ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি সহ-সভাপতি সেবিকা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সজল চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে এযাবৎকালে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পিসিপি'র কাপ্তাই থানা শাখার বিদায়ী কমিটির অর্থ সম্পাদক অনন্ত জীবন তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি কাপ্তাই থানা শাখার সভাপতি কেতন তঞ্চঙ্গ্যা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি, কাপ্তাই থানা শাখার সদস্য জিসান মার্মা।

বক্তারা বলেন, জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ছাত্র সমাজকে গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। ছাত্র সমাজই পারবে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বেগবান করতে। পার্বত্য চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রমকে প্রতিহত করতে জুম্ম তরুণ ছাত্র সমাজকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি জুম্মদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার দলিল। সরকার বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে জুম্মদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিতে চায়। জুম্ম ছাত্র সমাজকে সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদার করতে হবে।

সম্মেলনে কেতন তঞ্চঙ্গ্যাকে সভাপতি, অনন্ত জীবন তঞ্চঙ্গ্যাকে সাধারণ সম্পাদক এবং জিসান মার্মাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপির কাপ্তাই থানা শাখা কমিটি গঠন করা হয়। একই সাথে ২১ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপির কর্ণফুলী সরকারি কলেজ শাখা গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটিদ্বয়কে শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জামাধন তঞ্চঙ্গ্যা।

রাঙ্গামাটিতে লোগাং গণহত্যার ৩৪তম বার্ষিকীতে এইচডব্লিউএফ'র স্মরণসভা ও প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠিত

গত ১০ এপ্রিল হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে ১৯৯২ সালের ১০ এপ্রিল নিরাপত্তা বাহিনী ও সেটেলার বাঙালি কর্তৃক সংঘটিত লোগাং গণহত্যার ৩৪তম বার্ষিকীতে স্মরণসভা ও প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি কবিতা চাকমার সভাপতিত্বে উক্ত স্মরণ সভায় সঞ্চালনা করেন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য সুষ্টি চাকমা। স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রিয়া চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সজল চাকমা প্রমুখ।

স্মরণসভার শুরুতে লোগাং গণহত্যায় নিহত ও এযাবৎকালে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, লোগাং গণহত্যা আমরা নিজের চোখে না দেখলেও, ইতিহাসের দিকে তাকালে ৩৪ বছর আগে প্রশাসন-সেটেলারের যোগসাজশে সংঘটিত এই হত্যাযজ্ঞের বিভৎসতা ও নৃশংসতা গভীরভাবে অনুভব করতে পারি। সেই ভয়াবহ দিনের স্মৃতি আমাদের বারবার শোকাহত করে তোলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে সংঘটিত সকল গণহত্যা, সাম্প্রদায়িক হামলা, জুম্ম নারীদের ধর্ষণ ও হত্যা, ভূমি বেদখল এবং উচ্ছেদের মতো মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের কোনো ক্ষেত্রেই সুষ্ঠু তদন্ত হয়নি। ফলে জুম্ম জনগণের ন্যায়বিচার পাওয়া যেন কল্পনাতীত। তাই আমাদের অতীত ইতিহাসকে গভীরভাবে অনুধাবন করা জরুরি।

বক্তারা আরও বলেন, সকল প্রকার নিপীড়ন-নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের আন্দোলন এগিয়ে নেওয়া ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প পথ নেই।

জুম্ম জনগণের প্রধান সামাজিক উৎসব ২০২৬ উপলক্ষে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফের শুভেচ্ছা বার্তা

জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও অপ-সংস্কৃতি প্রতিরোধে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের প্রধান সামাজিক ও জাতীয় উৎসব 'বিজু, সাংগ্রাই, বৈসু, বিষু, বিহু, চাংক্রান, সাংক্রাই, সাংগ্রাইং, সাংলান, পাতা ২০২৬' উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ) এক যৌথ বার্তায় শুভেচ্ছা জানিয়েছে।

উক্ত বার্তায় বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী ১৪টি জুম্ম জাতিসমূহের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রাণপ্রবাহের আগমনী বার্তা নিয়ে বছর পেরিয়ে আবারও হাজির হতে চলেছে প্রাণের এই উৎসব। সর্ববৃহৎ এই উৎসবটিকে ম্রো'রা চাংক্রান, চাক'রা সাংগ্রাইং, মারমা'রা সাংগ্রাই, ত্রিপুরা'রা বৈসু/বৈসুক, তঞ্চঙ্গ্যা'রা বিষু, অহমিয়া'রা বিহু, খুমি'রা সাংক্রাই, খেয়াং'রা সাংলান, সাঁওতাল'রা পাতা ও চাকমা'রা বিজু নামে স্বকীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে সমুন্নত রেখে ঐতিহ্যবাহী নানা আয়োজনে আনন্দমুখর ও ধর্মীয় আবহে উদযাপন করে থাকেন।

ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য এবং তারিখজনিত পার্থক্য থাকলেও এই উৎসবের মূল তাৎপর্য, আবেদন ও চেতনা এক ও অভিন্ন এবং বস্তুত এটি একটি সর্বজনীন উৎসব। এই উৎসবটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের যাপিত জীবনের বৈচিত্র্যময়, ঐহিত্যবাহী ও অনন্য সংস্কৃতির অন্যতম মূল উপাদান। বস্তুতপক্ষে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে জুম্ম জনগণের মাঝে এ উৎসবের ঐতিহ্যগত ও আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। স্মরণাতীত কাল থেকে উদযাপিত হয়ে আসা এই উৎসবটি জুম্ম জনগণের জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক সুষ্ঠু বিকাশ ও সামাজিক ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফের বার্তায় বলা হয়, বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হলেও পরবর্তী সময়ে জাতীয় জীবনে সেটির প্রতিফলন যথাযথভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। জুম্ম জনগণসহ আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের আত্মপরিচয়ের অধিকার আজও চরমভাবে উপেক্ষিত। যথাযথ শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকা জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ স্বনির্ভর হয়ে উঠতে না পারার দরুন সুষ্ঠু সংস্কৃতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে জুম্ম সংস্কৃতিতে নানা ধরনের অপ-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটছে। এমতাবস্থায় অপ-সংস্কৃতি প্রতিরোধ, ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা, সংস্কৃতি ও রীতি-নীতিসমূহ চর্চা ও বিকাশ সাধনে সকলের সচেষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়।

বার্তায় বলা হয়, জুম্ম জনগণের প্রধান উৎসব উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি ছুটি না থাকায় শিক্ষার্থীরা পরিবারসহ উৎসব উদযাপন করতে পারে না। এ কারণে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ ৫ দিনের ছুটির দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের জুম্ম শিক্ষার্থীরাও একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ছুটি অন্তর্ভুক্তির দাবি জানিয়েছে। তবে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

ফলে অনেক শিক্ষার্থী নিজ বাড়িতে গিয়ে উৎসব পালন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবুও তারা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের বিভিন্ন স্থানে নিজ উদ্যোগে ও নতুন উদ্দীপনায় উৎসব উদযাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উৎসবমুখর দিনে সরকারের নিকট নিম্নোক্ত দাবিসমূহ করা হয়:

১. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ৫ (পাঁচ) দিন সরকারি ছুটি প্রদান করা;
২. পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ভাষা, সাহিত্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি সংরক্ষণ, প্রতিপালন ও গবেষণার জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা;
৩. সময়সূচি ঘোষণাপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

এছাড়াও উৎসবমুখর দিনে জুম্ম জনগণের প্রতি নিম্নোক্ত আহ্বান জানানো হয়:

১. সকল ক্ষেত্রে স্ব স্ব আত্ম-পরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমুন্নত রাখা;
২. জুয়া খেলাসহ সকল ধরনের অপ-সংস্কৃতি বর্জন ও প্রতিরোধ করা;
৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে অধিকতর সামিল হওয়া।

বাঘাইছড়িতে মহিলা সমিতির ৬ষ্ঠ সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ৪ মে ২০২৬ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় 'সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে ইস্পাতদৃঢ় জুম্ম জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলি, জুম্ম জাতির অধিকারের সনদ পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলন জোরদার করুন' শ্লোগানে ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত উগলছড়ি মুখ (বটতলা) কমিউনিটি সেন্টারে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ৬ষ্ঠ সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি লক্ষ্মীমালা চাকমার সভাপতিত্বে এবং মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক শান্তনা তালুকদারের সঞ্চালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি পুলকজ্যোতি চাকমা।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমা, জ্যোতিষ্মান চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির রাঙামাটি জেলা কমিটির প্রতিনিধি সন্ধ্যা চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, বাঘাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি চিবরন চাকমা এবং যুব সমিতির সুমেধ চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলকজ্যোতি চাকমা বলেন, পৃথিবীতে যেকোনো বড় মহৎ কর্ম সম্পাদন করতে হলে শুধুমাত্র পুরুষদের দ্বারা সম্ভব নয়, সেটা এম এন লারমা সেই সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠার পরপরই জুম্ম জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে জুম্ম নারী সমাজকে সামিল করার উদ্যোগ হাতে নেন। আজকে তারই ফসল হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি।

তিনি বলেন, নতুন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর আজ তিন মাসের অধিক অতিক্রান্ত হলেও আজকে জুম্ম জনগণ সামগ্রিক পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। পার্বত্য চুক্তি নিয়ে এখনো আশাব্যঞ্জক হওয়ার মত খবর পার্বত্যবাসী পাচ্ছে না।

বিশেষ অতিথি আশিকা চাকমা বলেন, জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত এম এন লারমাদের নিজের হাতে গড়া সংগঠন এই মহিলা সমিতি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সামন্তীয় সমাজব্যবস্থা, পুরুষের আধিপত্য ও পারিবারিক দাসত্ব থেকে জুম্ম নারী সমাজের মুক্তির অভিপ্রায়ে তিনি ১৯৭৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি নাম দিয়ে জুম্ম নারীদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি বলেন, আমাদের সমাজের অর্ধেক শক্তি হচ্ছে জুম্ম নারীরা। কাজেই এই শক্তি যদি সংগ্রামী না হয়, সমাজের যেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়, অধিকার সচেতন না হয়, তাহলে জুম্ম সমাজের জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতে পারবে না।

পিসিপির প্রতিনিধি চিবরন চাকমা বলেন, জুম্ম তরুণ সমাজের একটি অংশ আজ মাদকাসক্তি, অনলাইন জুয়া ও বিভিন্ন খারাপ কাজে নিজেদের মূল্যবান তারুণ্যের অপচয় করে যাচ্ছে। অন্য আরেকটি অংশ সমাজ ও জাতির প্রতি সম্পূর্ণ দায়সারা ভাব নিয়ে নিজেদের সম্ভাবনাময় সময়কে অপচয় করে যাচ্ছে। এই চিত্রটা আমাদের জন্য মোটেও শুভকর নয়। জুম্ম জাতীয় জীবনের জন্য এটি একটি ঘোর অশনিসংকেত।

অধিবেশন শেষে পুনরায় লক্ষ্মীমালা চাকমাকে সভাপতি, শান্তনা তালুকদারকে সাধারণ সম্পাদক ও মুক্তিসোনা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে শপথ বাক্য পাঠ করান মহিলা সমিতির রাঙামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মানবিকা দেওয়ান। সবশেষে সম্মেলন ও কাউন্সিলের সভাপতি বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

চট্টগ্রামে পলিটেকনিক আদিবাসী শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও বার্ষিক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত

গত ৮ মে মহামায়া লেক, মিরসরাই, চট্টগ্রামস্থ পলিটেকনিক আদিবাসী শিক্ষার্থীদের 'এসো হে নবীন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে, গাই জয়োগান উচ্ছাসে মিলায় মোরা প্রাণে প্রাণ' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে নবীন বরণ ও বার্ষিক মিলনমেলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত মিলনমেলা ও আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-র চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি আদর্শ চাকমা, পিসিপির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সহ-সভাপতি সৌরভ চাকমা, পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রিয় জ্যোতি চাকমা (রিবেক), পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী জুডিশিয়াল ত্রিপুরা প্রমুখ।

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর শিক্ষার্থী সোহেল খেয়াংয়ের সঞ্চালনা এবং পূর্ণ জ্যোতি চাকমার সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইচুক ত্রিপুরা।

সভায় বক্তারা বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও চট্টগ্রামে পড়ালেখা করতে আসা পাহাড়ের শিক্ষার্থীরা মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছি। এতে করে আমাদের মধ্যে এক মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়। পলিটেকনিক থেকে পড়ালেখা শেষ হওয়ার পরে অনেকেই বিভিন্ন জব সেক্টরে চাকরি করবেন। তবে মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র চাকরি পাওয়ার জন্য পড়ালেখা করলে হবে না। আমাদের যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে সেগুলোকেও ধারণা রাখতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে আজকে আমাদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। আজকে চীনের মত প্রভাবশালী দেশ তাদের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে রেখেছে তাদের কারিগরি দক্ষতায়। তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটে জুম্ম অর্থনীতিকে বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে আমাদের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে।

সকালের পর্বে খেলাধুলা আয়োজনের পরে আলোচনা সভা শুরু হয় এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান শেষে সভাপতির বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা সমাপ্ত করা হয়।

সারাদেশে হামে শিশু মৃত্যুর বিচারের দাবিতে চবিতে পিসিপি ও ছাত্র ইউনিয়নের বিক্ষোভ সমাবেশ

গত ১৫ মে, সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সারাদেশে হামে শিশু মৃত্যুর বিচারের দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠিত সমাবেশে পিসিপি, চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রিবেক চাকমার সঞ্চালনায় এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চবি সংসদের সাধারণ সম্পাদক শেখ জুনায়েদ কবির শায়রের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চবি সংসদের সহ সভাপতি মো: সোহেল রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক জেস চাকমা ও পিসিপি, চবি শাখার তথ্য প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক রিশন চাকমা প্রমুখ। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অর্ক বড়ুয়া।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সারা বাংলাদেশে সুষ্ঠু চিকিৎসা ও হাম রোগের টিকার সংকটের কারণে প্রায় চারশতের অধিক শিশুর প্রাণহানি হয়েছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান

জেলাধীন আলীকদম উপজেলায় হাম রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭ জন শিশু মৃত্যুবরণ করেছে। এই পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে এবং আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অবহেলা ও স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতিই সারাদেশে এই শিশু মৃত্যুর কারণ।

বক্তারা আরও বলেন, হাম রোগের বিষয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থা সতর্ক করার পরও এই সরকার বিষয়টাকে অবহেলা করে এড়িয়ে চলেছিলো। তাই দেশে শিশুদের এমন মৃত্যু দেখতে হয়েছে।

বান্দরবানে পিসিপি'র বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত: জেলা ও কলেজ শাখার নতুন কমিটি গঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী ও জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে চুক্তি বাস্তবায়নের বৃহত্তর আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে অধিকতর শামিল হওয়ার আহ্বানের মধ্য দিয়ে বান্দরবানে অনুষ্ঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), বান্দরবান জেলা শাখার ২২তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল-২০২৬।

গত ১৫ মে ২০২৬, শুক্রবার বান্দরবান সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অডিটোরিয়ামে পিসিপির বান্দরবান জেলা শাখার উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনের শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে আত্মোৎসর্গকারী শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উশৈহ্লা মারমার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জামাধন তনচংগ্যার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রংথইন ম্রো।

উক্ত বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক উ উইন মং জলি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উলিসিং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সহ-সভাপতি রেং এম ময় বম, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জগদীশ চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি উ উইন মং জলি বলেন, বিগত ১৫ বছর বান্দরবানে জুম্মদের অধিকার আদায়ের রাজনীতি করার মতো গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল না। ফ্যাসিস্ট সরকার মামলা-হামলার মাধ্যমে পিসিপি ও জনসংহতি সমিতির নেতাকর্মীদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। তবে সমস্ত নিপীড়ন উপেক্ষা করে প্রগতিশীল ছাত্র ও তরুণ সমাজ আবারো অধিকার আদায়ের আন্দোলনে সোচ্চার হচ্ছে। তিনি জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষায় ছাত্র সমাজকে গুরুদায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জগদীশ চাকমা বলেন, বান্দরবানের কুরুক পাতার ম্রোদের বাস্তব পরিস্থিতি দেখলেই বোঝা যায় যে, পাহাড় থেকে জুম্মদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার চক্রান্ত চলছে। এছাড়া কেএনএফ সন্ত্রাসী দমনের নামে নিরীহ বম জনগোষ্ঠীর

মানুষকে হত্যা ও বিনাবিচারে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সহ-সভাপতি রেং এম ময় বম এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের জেলা সভাপতি উলিসিং মারমা তাঁদের বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর দীর্ঘ সময় পার হলেও কোনো সরকারই এর মৌলিক ধারাগুলো বাস্তবায়ন করেনি। জুম্ম জনগোষ্ঠীকে অঘোষিত কারাগার থেকে মুক্ত করতে এবং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।

সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বে কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে আগামী কার্যবছরের জন্য দুটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়। বান্দরবান জেলা শাখা: উশৈহ্লা মারমাকে সভাপতি, এডিশন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং রংথইন ম্রো-কে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি গঠন করা হয়। বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখা: রনি ত্রিপুরাকে সভাপতি, মংক্যওয়াং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং জেকিপ্রু মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট কলেজ কমিটি গঠন করা হয়।

নবনির্বাচিত এই দুই কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি জগদীশ চাকমা।

প্রবল উদ্বেগের বিষয় হলো পাহাড়ে এখনও জুম্ম নারী তার নিজের বাড়িতে নিরাপদ নয়-ঢাকায় সমাবেশে দীপায়ন খীসা

গত ১৬ মে, বিকাল ৩ ঘটিকার সময়ে ঢাকার শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে 'রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার ৫নং বন্দুকভাঙা ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী এক চাকমা কিশোরীকে মো: সাইফুল নামের এক মৎস্য ব্যবসায়ী কর্তৃক ধর্ষণের ঘটনায় ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে' পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যাগে এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য দীপায়ন খীসা, বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, বম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি লালরিথাং বম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঢাকা মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক রিয়া চাকমা, পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার সহ সভাপতি অভি চাকমা, পিসিপির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক পাতলাই ম্রো প্রমুখ। পিসিপি, ঢাকা মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক পায়া ম্রো'র সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি কনেজ চাকমা।

এই সময় দীপায়ন খীসা বলেন, পাহাড়ে ধর্ষণের পর ধর্ষককে গ্রেফতার করা হলেও ধর্ষকরা কয়েক দিন কারাগার থেকে বের হয়ে মুক্তভাবে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। প্রবল উদ্বেগের বিষয় হলো পাহাড়ে এখনও জুম্ম নারী তার নিজের বাড়িতে নিরাপদ নয়।

তিনি আরো বলেন, বিএনপির সরকার ক্ষমতায় ৩ মাস পার করলেও এখনও পর্যন্ত তাদের পূর্ব ঘোষিত আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশনের ধারণাটি দিতে পারেননি। সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে বসে আলোচনা করে পাহাড়ের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ কমিটি পুণর্গঠন করে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

অনন্ত তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, দেশে নতুন সরকার আসলেও দেশের সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আগের মতোই রয়েছে। সেই পুরাতন বিচারহীনতার অপসংস্কৃতি। আমরা এমন এক অদ্ভুত দেশে বসবাস করছি, যেখানে একজন সন্তানহারা বাবা ছেলের মৃত্যুর জন্য বিচার চাইতে গেলে তাকে সুষ্ঠু বিচারের বদলে উল্টো কুকি-চীন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আখ্যা দেওয়া হয়। এই দেশে অনিক চাকমাকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়, বিনা বিচারে ৭৬৮ দিন পার হয়ে গেলেও ৮জন নারী সহ মোট ৫৭জন বম নাগরিক রাষ্ট্রীয় কারাগারে বন্দি হয়ে মৃত্যুর দিন গুণছে। দেশের একপ্রান্তে নিপীড়নের ব্যবস্থা জারি রেখে অন্যপ্রান্তে গণতান্ত্রিক রুপান্তরের আলাপ দেওয়া অর্থহীন।

রিয়া চাকমা বলেন, বাংলাদেশে সরকার আসে সরকার যায় কিন্তু আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কেউ কখনো ভূমিকা রাখেনা। পাহাড় সমতলে আদিবাসীদের উপরে চলমান সকল নিপীড়নমূলক ঘটনাগুলোকে সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

লালরিথাং বম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারীরা সেটেলার বাঙালিদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়। কিন্তু সেখানে প্রশাসন সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করতে পারে না। সন্ত্রাসী টকমা দিয়ে বান্দরবানের নিরীহ বমদেরকে রাষ্ট্রীয় কারাগারে রাখা হয়েছে। তারা রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অন্ধকারে বসে মৃত্যুর দিন গুণছে।

কনেজ চাকমা বলেন, জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। যদি আমরা সুষ্ঠু বিচার না পাই, তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম তরুণ সমাজকে আশির দশকের বাস্তবতায় ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

চবিতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের পরিচিতিমূলক গেট টুগেদার অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া নবীন আদিবাসী শিক্ষার্থীদের পরিচিতিমূলক গেট টুগেদার চবি ক্যাম্পাসের জারুলতলায় গত ১৮ মে দুপুর ৩ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. কাঞ্চন চাকমা, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক রিবেক চাকমা, রঁদেভূ শিল্পীগোষ্ঠী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি জাল্লাং এনরিকো কুবি, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্ট ওয়েল ফেয়ার ফোরাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নয়ন তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

এই সময় ড. কাঞ্চন চাকমা বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত নানা জাতিগোষ্ঠীর আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জোরালো করতে হবে। দেশ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধাগুলো কাজে লাগিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করার দিকে মনোযোগী হতে হবে। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষতিকর দিকগুলো পরিহার করে সেটাকে নিজেদের ইতিবাচক কাজে ব্যবহার করতে পারাটা সকলের জন্য কল্যাণকর। সবশেষে তিনি আদিবাসী শিক্ষার্থীদের গবেষণায় অত্যধিক মনযোগী হওয়ার আহ্বান জানান।

ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা প্রত্যেক আদিবাসী শিক্ষার্থীকে নিজেকে গড়ার জন্য সর্বোচ্চটুকু দিয়ে লড়াই করে যেতে হবে। তাছাড়া আদিবাসী শিক্ষার্থীরা যেন যেকোন ধরনের নেশাদ্রব্য গ্রহণসহ নেতিবাচক কাজগুলো থেকে বিরত থাকেন। পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক।

রিবেক চাকমা বলেন, আমাদের শিক্ষার্থীরা বহু প্রতিবন্ধকতার গন্ডি পেড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় পা রাখে। আমাদের উঠে আসা প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষদের জন্য ভাবার ও কাজ করা প্রয়োজন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা বহু জাতিগোষ্ঠী, বহু ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ একে অপরের সাথে পরিচয় হওয়ার

সুযোগ পাচ্ছি। যার জন্য আমরা সকল জাতিগোষ্ঠীর মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকি।

জাল্লাং এনরিকো কুবি বলেন, নবাগত শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে নিজের দক্ষতার আত্মোন্নয়ন করতে পারে। পাশাপাশি নিজেদের স্ব স্ব সমাজ, সংস্কৃতি ও অস্তিত্ব নিয়ে সকলকে সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

নাট্যকলা বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী সুপন তঞ্চঙ্গ্যা ও আইন বিভাগের শিক্ষার্থী দেবশ্রী হাজং এর সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গেট-টুগেদার আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক ও পালি বিভাগের নবীন শিক্ষার্থী রত্নজয় তঞ্চঙ্গ্যা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন রুপল প্রিয় চাকমা এবং অনুভূতি প্রকাশ করেন রহিম চাকমা ও জয় বাবু ত্রিপুরা। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিবছর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া নবীন আদিবাসী শিক্ষার্থীদের পরিচিতিমূলক গেট টুগেদার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়ে থাকে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না- রাঙ্গামাটিতে ঊষাতন তালুকদার

গত ২০ মে সকাল ১০ ঘটিকায় রাঙ্গামাটি সদররে কুমার সুমিত রায় জিমনেশিয়াম প্রাঙ্গনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক বিশাল ছাত্র ও জন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র ও জন সমাবেশে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির সহ সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিশির কান্তি চাকমা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি মাহির শাহরিয়া রেজা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক উলি সিং মারমা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রুমেন চাকমা। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি জিকো চাকমা এবং গণসংগীত পরিবেশনা করেন গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠী।

এই সময় ঊষাতন তালুকদার বলেন, ১৯৪৭ সালে রেডক্লিফ মিশন অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করে ঐতিহাসিক ভুল করে। এই ভুলের মাশুল পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণকে এখনও দিতে হচ্ছে। ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাদেরকে বাঙালি হতে বলেছেন। তারপর আশির দশকে জিয়াউর রহমান পার্বত্য অঞ্চলে সেটেলার বাঙালি পুনর্বাসন করে এ অঞ্চলের জনমিতি পরিবর্তন ও জুম্মদের সংখ্যালঘুকরণ নীতি শুরু করে। সকল শাসকের নীতি

জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস ও নির্মূলের জন্য গৃহীত হয় কিন্তু অধিকার সচেতন জুম্ম জনগণ বরাবরই শাসকগোষ্ঠীর এসব নীতির বিরোধিতা করে এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামে কৃষক-শ্রমিক থেকে শুরু করে সাধারণ জুম্মরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। জনসংহতি সমিতিকে জনগণ আপন করে নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রামে সহযোগিতা দিয়ে পাশে থেকেছেন এবং এখনও নানাভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে জুম্ম জনগণের এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিই আমাদের বর্তমান সময়েও অন্যতম দাবিদার।

তিনি আরও বলেন, পাহাড়ের মানুষ এখনও সরকারের প্রতি বিশ্বাস রেখে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রত্যাশা করে যাচ্ছে। সময় অনেক গড়িয়ে গেছে, আমরা আর অযথা সময় ব্যয় করতে পারি না। পাহাড়ের মানুষ সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু শক্তিতে তাদেরকে কম ভাবা ভুল হবে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে কোন ছাড় দেওয়া হবেনা। আমাদের এখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা বসে তথা শাসকগোষ্ঠী সুনির্দিষ্ট একটি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে চলে। তারা আপনার-আমার, কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের কথা ভাবে না। বাংলাদেশের আপামর জনমানুষের এখন এজন্যই এতো দুর্দশা।

নাজমুল হক প্রধান বলেন, একসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল শান্তিপূর্ণ জনপদ। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশেষ করে সেখানে সেটেলার বাঙালিদের পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে পাহাড়ে অশান্তির সূচনা হয়। বর্তমানে সেই সেটেলার গোষ্ঠীর একটি অংশ পাহাড়কে অস্থিতিশীল রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বর্তমান প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা হলো ১৯৯৭ সালের ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন। তাই পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারকে দ্রুত চুক্তির সকল ধারা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

শিশির চাকমা বলেন, পিসিপি দীর্ঘ ৩৭ বছরের সংগ্রামে পাহাড়ি জুম্ম সমাজের মধ্যে আস্থার সঞ্চার করেছে। পিসিপি ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে দীর্ঘ সংগ্রামে ত্যাগ-তিতিক্ষার অঙ্গীকার রয়েছে। আগামী দিনেও পিসিপিকেই জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। উন্নয়নের ফুলঝুড়ি আমাদের শান্তির জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাগুলো একটি মহল ইচ্ছাকৃতভাবে জিইয়ে রেখেছে। আমরা বারুদের উপর বসে আসি। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সংগ্রাম ব্যতীত আমাদের বিকল্প কোনো পথ নেই। ঐক্যবদ্ধ থেকে পিসিপিকে কাজ করে যেতে হবে।

মুক্তা বাড়ৈ বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানে কখনো তাদের 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী', আবার কখনো 'উপজাতি' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আদিবাসীদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পেছনে একটি উগ্র-গোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে তিন পার্বত্য জেলায় আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ থাকলেও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার অভাবে তা আজও পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। বরং বিভিন্ন নীতির কারণে তিন পার্বত্য জেলায় আদিবাসীরা নিজেদের ভূমিতেই ক্রমশ সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে।

মাহির শাহরিয়ার রেজা বলেন, বিভিন্ন সরকার পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংকটে ঠেলে দিয়েছে। স্বৈরাচারী পতিত সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করলেও তাদের বিন্দুমাত্র প্রতিশ্রুতির সততা রক্ষা করেনি। বরং পাহাড়ি মানুষের আত্মপরিচয় মুছে দিয়ে উপজাতি বানানোর পাঁয়তারা চালিয়েছে। সংবিধানে সকল জাতির আত্মপরিচয়ের স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে। নির্বাচন পরবর্তী নির্বাচিত সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে একজন বাঙালি প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে চুক্তির লঙ্ঘন করেছে। নির্বাচিত সরকার ও চুক্তি বাস্তবায়ন করবেন কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

উলিসিং মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রাষ্ট্রীয় নীতি ও ব্যবস্থার কারণে আজ হুমকির মুখে রয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সরকার পরিবর্তন হলেও ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বরং উন্নয়নের নামে পার্বত্য অঞ্চলে আদিবাসীদের ভূমি বেদখল করে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে, কিন্তু জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকার, নিরাপত্তা ও ভূমির প্রশ্নে দৃশ্যমান কোনো ইতিবাচক ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নারীদের আরও গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে নারীদের অংশগ্রহণ জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে আরও শক্তিশালী করবে।

এই সময় উক্ত ছাত্র ও জন সমাবেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে একটি প্রচারপত্র প্রচারণা করা হয়।

উক্ত প্রচারপত্রে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ সরকারের কাছে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ তুলে ধরে—

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সময়সূচিভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ঘোষণা কর।
২. জুম্ম নারীর ওপর সহিংসতার বিচার দ্রুত নিশ্চিতকরণে 'বিশেষ ট্রাইব্যুনাল' গঠন কর।

৩. জুম্ম অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পর্যাপ্ত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণসহ শিক্ষক সংকট নিরসন কর।

৪. দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জুম্ম জনগণের প্রধান ও বৃহত্তম সামাজিক উপলক্ষে উৎসব পাঁচ দিনের ছুটি চালু কর।

৫. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকুরিতে আদিবাসীদের জন্য ৫% কোটা চালু কর।

পিসিপি'র ৩০তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত: চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনকে বেগবান করার দৃঢ় অঙ্গীকার

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হউন'—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ২১ মে ২০২৬ (বৃহস্পতিবার) রাঙ্গামাটি জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) প্রতিনিধি সম্মেলন ও ৩০তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে তিন পার্বত্য জেলা, মহানগর, বিশ্ববিদ্যালয়, থানা, কলেজ, শহর, ইউনিয়ন কমিটি থেকে প্রায় তিন শতাধিক প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিনিধি সম্মেলন ও ৩০তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমার সঞ্চালনায় এবং কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জগদীশ চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্র চাকমা প্রমুখ। প্রথম অধিবেশনের শুরুতে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামে আত্মত্যাগী বীর শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রথমে অধিবেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য উনাইশৈ মারমা এবং আন্তর্জাতিক, জাতীয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সাংগঠনিক অবস্থা ও আর্থিক প্রতিবেদন সম্বলিত সামগ্রিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা।

ঊষাতন তালুকদার বলেন, পিসিপি জুম্ম ছাত্রদের একটি প্রগতিশীল ও অগ্রগামী সংগঠন। ছাত্রদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করে পিসিপিকে মজবুত হতে হবে, আগামী দিনের লড়াইয়ে নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে অগ্রগামী ছাত্র সমাজকে সুবিধাবাদী চিন্তাভাবনা, পেটিবুর্জোয়া মানসিকতা পরিহার করে জুম্ম জনগণের জন্য ত্যাগী ও সংগ্রামী মানসিকতাকে বলীয়ান করতে হবে। পুঁথিগত বিদ্যায় নয় কর্ম ও আদর্শের সম্মিলনের মাধ্যমে ছাত্র সমাজকে গড়ে উঠতে হবে। ছাত্র ও যুব সমাজ যুগে যুগে সমাজ-জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছে পথ দেখিয়েছে। শিক্ষার লক্ষ্যই হলো সমাজের অভ্যন্তরে জমে থাকা সমস্যা ও অসংগতিকে সমাধান করে মানবিক মানুষের সমাজ গঠন করা। সমাজের প্রতি উদাসীন থেকে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। সামাজিক দায়বদ্ধতাই মানুষকে পরিপূর্ণ করে। এই সামাজিক দায়বদ্ধতার সঠিকভাবে পরিপূরণ সমাজকে ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

তিনি আরও বলেন, আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাস্তবতায় ছাত্র সমাজের সামাজিক দায়বদ্ধতা হলো জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে শাণিত করা তথা সমাজ পরিবর্তনের দায় দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া। অস্তিত্ব সংকটের এই কঠিন বাস্তবতা জুম্ম জনগণকে পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখবে নাকি মুছে দেবে তা নির্ভর করছে তরুণ প্রজন্মের উপর। তরুণদের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। জুম্ম জনগণের সামগ্রিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা

অর্জনই তরুণদের এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আদর্শিক ঐক্য নিয়ে পিসিপিকে তার সেই দায়িত্ব পালন করে আগামী দিনের সংগ্রামে অবিচল থেকে জুম্ম জনগণকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

সুমিত্র চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা ও উন্নয়নের নামে প্রতিনিয়ত জাতিগত দমন-পীড়ন চলছে। শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে মুছে দিতে চায়। আমাদের ছাত্র যুবাদের তাই প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ জুম্ম ছাত্র তরুণদের কান্ডারি সংগঠন হিসেবে এই সংগঠনকে তার সুশৃঙ্খল কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জুম্ম ছাত্র সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার মাধ্যমে পাহাড়ে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চালনায় এবং কেন্দ্রীয় সভাপতি রুমেন চাকমার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক জুয়েল চাকমা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশিকা চাকমা প্রমুখ। অধিবেশনে বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি জগদীশ চাকমা।

দ্বিতীয় অধিবেশনের শুরুতে বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে ১৩ দফা প্রস্তাবনা পেশ করেন বিদায়ী কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা এবং সেই প্রস্তাবনা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

জুয়েল চাকমা বলেন, ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখি ছাত্র সমাজ সর্বদা অন্যায়, অবিচার, শোষণ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের চরম মুহূর্তে ১৯৮৯ সালের পিসিপির জন্ম জুম্ম জনগণের আন্দোলনে এক মাইলফলক। যার মধ্য দিয়ে জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতরভাবে সংগঠিত হয়েছে, সংগ্রামী হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে মুছে দিতে বাঙালিকরণের প্রচেষ্টা করেছে, তারাই ধারাবাহিকতায় আশির দশকে সেটেলার পূনর্বাসন ও বর্তমান সময়ের ইসলামীকরণের নগ্ন রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তরুণ প্রজন্মকে তাই আজকে অস্তিত্বের প্রশ্নকে মীমাংসায় এগিয়ে আসতে হবে।

নারীনেত্রী আশিকা চাকমা বলেন, পাহাড়ের বাস্তবতায় বর্তমান সময়ে জুম্ম নারীরা অনেক বেশি নিরাপত্তাহীনতা তথা সহিংসতার শিকার হচ্ছে। তরুণ প্রজন্মকেই আগামী প্রজন্মের সুন্দর ও নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে। সমাজের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা তথা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সমাজের সকল স্তরের মানুষের পাশাপাশি নারী সমাজকে এগিয়ে নিতে কাজ করে যেতে হবে।

কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ৩০তম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে জিকো চাকমা, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে অন্তর চাকমা এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে সৈসানু মারমাকে নির্বাচিত করে গঠিত ৩৩ সদস্য বিশিষ্ট নব নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান বিদায়ী কমিটির সহ-সভাপতি জগদীশ চাকমা।

মংচসিং মারমা'র ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকীতে রাঙ্গামাটিতে পিসিপি'র স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

গত ২২ মে রাঙ্গামাটিতে শহীদ ছাত্রনেতা মংসচিং মারমার ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'মংচসিং মারমার রক্ত বৃথা যেতে দিবো না।'—স্লোগানে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) উদ্যোগে এক স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অন্তর চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য কবিতা চাকমা প্রমুখ। পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক অন্বেষ চাকমার সঞ্চালনায় স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যা।

শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, জুম্ম জনগণের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন-সংগ্রামকে নস্যাৎ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী তার নীলনকশা ও ষড়যন্ত্র প্রতিনিয়ত চলমান রেখেছে। তার অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন

আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত ও দুর্বল করতে ইউপিডিএফের মতো সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্মলাভ। জন্মলগ্ন থেকে তারা চুক্তির পক্ষের অধিকারকর্মীদের অপহরণ, গুম ও হত্যার মধ্যে তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বজায় রেখেছে। তাদের হাতে মংসচিং মারমার মতো বহু ছাত্রনেতাকে বলি হতে হয়েছে।

বক্তারা আরও বলেন, জুলাই ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পরেও তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। মংসচিং মারমার শাহাদাৎ বরণের শোককে শক্তিতে পরিণত করে জুম্ম ছাত্র সমাজকে একতাবদ্ধ করে আন্দোলন চালিয়ে নিতে হবে।

স্মরণসভার সভাপতি সুপ্রিয় তঞ্চঙ্গ্যার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আয়োজিত স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ২নং গেইট শাখার উদ্যোগে শহীদ ছাত্রনেতা মংচসিং মারমার ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন আয়োজন করা হয়।

পাহাড় ও সমতলে অব্যাহত ধর্ষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে রাঙ্গামাটিতে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ-এর বিক্ষোভ সমাবেশ

সারাদেশে অব্যাহত ধর্ষণ ও নারী-শিশু নির্যাতনের দ্রুত ও যথাযথ বিচারের দাবিতে পার্বত্য রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ মে ২০২৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ)-এর রাঙ্গামাটি জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে জুম্ম ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, থানচিতে ৫ বছরের জুম্ম শিশুকে ধর্ষণ এবং রাজধানীতে শিশু রামিসাকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে ও ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এই বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়।

রাঙ্গামাটির কুমার সমিত রায় জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বনরূপা পেট্রোল পাম্প প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক প্রতিবাদী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সুমন চাকমার সভাপতিত্বে এবং এইচডাব্লিউএফ-এর জেলা সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমার সঞ্চালনায় সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক সজল চাকমা। এছাড়া সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ের বিভিন্ন যুব ও ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

সমাবেশে বক্তারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, রাষ্ট্র আজ ধর্ষকদের আশ্রয় দিচ্ছে। বান্দরবানের থানচিতে ৫ বছরের শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদে যখন সাধারণ জনগণ রাস্তায় নামে, তখন বিজিবি জনগণের দিকে বন্দুক তাক করে। বিজিবির কাজ সীমান্ত রক্ষা করা, ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মিছিলে বাধা দেওয়া নয়। বক্তারা আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারী ও শিশু ধর্ষণ যেন একটি রুটিনমাফিক কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে, যার মূল কারণ বিচারহীনতার সংস্কৃতি।

সমাবেশ থেকে বক্তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমি কমিশন কার্যকর করে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি এবং বিশেষ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানান। সরকার যদি চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করে, তবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা ও অধিকার আদায়ের স্বার্থে জুম্ম জনগণ সমতলের মানুষকে সাথে নিয়ে আরও দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

পাহাড়ে অব্যাহত ধর্ষণ ও নারী-শিশু নিপীড়নের প্রতিবাদে বান্দরবানে পিসিপি ও এইচডাব্লিউএফ'র বিক্ষোভ সমাবেশ

সারাদেশে অব্যাহত ধর্ষণ ও নারী-শিশু নির্যাতনের দ্রুত ও যথাযথ বিচারের দাবিতে বান্দরবানে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ মে ২০২৬ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ)-এর বান্দরবান জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে জুম্ম ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা, থানচিতে ৫ বছরের জুম্ম শিশুকে ধর্ষণ এবং রাজধানীতে শিশু রামিসাকে ধর্ষণের পর হত্যার প্রতিবাদে ও ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির

দাবিতে এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়।

সমাবেশে পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক ফিলিপ খিয়াং এর সঞ্চালনায় পিসিপি, বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উশৈহ্লা মারমা সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উছোমং মারমা, আদিবাসী অধিকার কর্মী জন ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, বান্দরবান জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সিংমেউ মারমা, অধিকার কর্মী কৃপা ত্রিপুরা, সাবেক ছাত্রনেতা থোয়াইক্যজাই চাক, হিল উইমেন্স ফেডারেশন বান্দরবান জেলা কমিটির সদস্য এঞোসিং মারমা, বাংলাদেশ তঞ্চঙ্গ্যা স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফোরাম, বান্দরবান অঞ্চল কমিটির সভাপতি শিমুল তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ। সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি বান্দরবান জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক উবাথোয়াই মারমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পাহাড়ে ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বারবার ঘটছে। দেশের শিক্ষিত সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী মহল এবং সচেতন ছাত্র-যুব সমাজকে এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আজো আমরা দেখি সমাজের একটি অংশ নীরব রয়েছে। এই নীরবতাই অনেক সময় অপরাধীদের সাহস বাড়িয়ে দেয়। আমাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে প্রশাসনকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, বারবার ধর্ষণের মতো ভয়াবহ অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে, কিন্তু বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা, অবহেলা ও দৃশ্যমান ব্যর্থতা সাধারণ মানুষের আস্থাকে ভেঙে দিচ্ছে। যখন অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয় না, তখন মানুষের মনে ক্ষোভ, হতাশা ও নিরাপত্তাহীনতা জন্ম নেওয়াটা স্বাভাবিক। আজ পাহাড়ের মানুষ শুধুমাত্র একটি ঘটনার বিচার চাইছে না, তারা দীর্ঘদিনের নিপীড়ন, নিরাপত্তাহীনতা, অধিকারহীনতা ও বৈষম্যের অবসান চাইছে।

ভূষণছড়া গণহত্যা দিবসে রাঙ্গামাটিতে পিসিপি'র স্মরণসভা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত

গত ৩১ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) রাঙ্গামাটি শহর শাখার উদ্যোগে ১৯৮৪ সালের ৩১ মে সংঘটিত ভূষণছড়া গণহত্যার স্মরণে স্মরণ সভা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্মরণসভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি রেং ইয়ং ম্রো, বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির

সহ-সাধারণ সম্পাদক সুরেশ চাকমা, পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক দিগন্ত তঞ্চঙ্গ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সদস্য লক্ষীদেবী চাকমা প্রমুখ।

স্মরণ সভার শুরুতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে এযাবৎ যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পিসিপির রাঙ্গামাটি শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক ইমন চাকমার সঞ্চালনায় স্মরণ সভা ও প্রদীপ প্রজ্জ্বালন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপি রাঙ্গামাটি শহর শাখার সভাপতি অনন্ত চাকমা। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাঙ্গামাটি শহর শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিলন চাকমা।

স্মরণসভায় বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে ডজনেরও বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে আজ থেকে ৪২ বছর আগে ১৯৮৪ সালের ৩১ মে, সেনা-সেটেলারদের দ্বারা সংঘটিত ভূষণছড়া গণহত্যা ছিল অন্যতম বর্বরোচিত ও লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞ।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসীরা যেন রাষ্ট্রের চোখে অপরাধী। ন্যায়বিচারের দাবিতে এগিয়ে এলে তাদের প্রায়ই দমন-পীড়নের শিকার হতে হয়। সম্প্রতি বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলায় এক ৫ বছর বয়সী ত্রিপুরা শিশু একজন সেটেলার বাঙালির দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়। এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় জনগণ প্রতিবাদ জানাতে গেলে তারা সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর বাঁধার মুখে পড়েন।

বক্তারা আরও বলেন, জুম্ম জনগণকে তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা এবং জুম্ম জাতিসত্তার অস্তিত্বকে বিপন্ন করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে এ ধরনের হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এসব ঘটনার বিচারের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপ, নিরপেক্ষ তদন্ত কিংবা বিচার নিশ্চিত করার উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা, হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ এবং ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত বিভিন্ন হত্যাযজ্ঞ ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সম্পৃক্ততার অভিযোগ বারবার উঠে এসেছে। এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত না হওয়ায় জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যার ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকীতে বিভিন্ন জায়গায় স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

গত ৩ জুন ২০২৬, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, রোয়াংছড়ি থানা শাখার সাবেক সদস্য শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যার ১৬তম মৃত্যুবার্ষিকীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রোয়াংছড়ি, বরকল, লংগদু, কাউখালি, বিলাইছড়ি ও কাপ্তাইয়ে স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ১৬ বছর আগে ২০১০ সালের এইদিনে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী উপজেলার সদরে বাজার এলাকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এলোপাতারি গুলিবর্ষণ করলে ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা নিহত হন। শহীদ ছাত্রনেতা আনন্দ তঞ্চঙ্গ্যা পিসিপি রোয়াংছড়ি থানা শাখার সদস্য ছিলেন।

উক্ত ঘটনার আগের দিন ২ জুন ২০১০ রাত আনুমানিক ৮/৯ ঘটিকার সময় সেনাবাহিনীর সদস্য ও পুলিশ সদস্যরা রাজস্থলীতে সাংগঠনিক কাজে সফররত জেএসএস ও পিসিপির নেতাকর্মীদের বাড়ি ও অফিসে গিয়ে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। জেএসএস ও পিসিপি সদস্যদের কাছ থেকে আপত্তিকর কোনো কিছু না পাওয়ায় তারা চলে যায়। তখন রাতে সেনা ও পুলিশের তল্লাশি ও পরদিন ভোর হওয়ার পরপরই জেএসএস ও পিসিপির নিরস্ত্র সদস্যদের উপর ইউপিডিএফ (প্রসিত গ্রুপ) এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের প্রকাশ্য দিবালোকে গুলিবর্ষণ-এই দুই ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। এই হামলাস্থলের অত্যন্ত নিকটে রাজস্থলী থানা পুলিশের অবস্থান এবং মাত্র কয়েকগজ দূরত্বে রয়েছে সেনাক্যাম্প। অথচ সেনাবাহিনী বা পুলিশ কোনো সন্ত্রাসীকে গ্রেফতারও করেনি।

জানা যায়, সেই সময় ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী হামলায় নেতৃত্ব দেয় কালাইয়া চাকমা চন্দন ওরফে ডায়মন্ড সাং-বন্দুকভাঙা ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, জীবন তঞ্চঙ্গ্যা, সাং- বালাঘাটা, বান্দরবান সদর উপজেলা, সুনীল তঞ্চঙ্গ্যা সাং- খাগড়াছড়ি পাড়া, রাজস্থলী, রতন তঞ্চঙ্গ্যা, সাং- ম্যাগাইন পাড়া, রাজস্থলী, চিনু মারমা, সাং- কাউখালী, ধর্মজয় তঞ্চঙ্গ্যা, সাং- ম্যাগাইন পাড়া, রাজস্থলী এবং রূপময় তঞ্চঙ্গ্যা, রাজস্থলী প্রমুখ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পদত্যাগে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন এর উদ্বেগ প্রকাশ

সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পদত্যাগের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলন।

গত ৬ জুন ২০২৬, শনিবার, গণমাধ্যমে পাঠানো এক যুক্ত বিবৃতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের দুই যুগ্ম-সমন্বয়ক মানবাধিকারকর্মী জাকির হোসেন ও অধ্যাপক ড. খায়রুল ইসলাম চৌধুরী এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

যুগ্ম-সমন্বয়কদ্বয় বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে নানা আলোচনা, মতামত ও নানান জল্পনা-কল্পনা চলছে। এই পদত্যাগের ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে ঘিরে বিদ্যমান অনিশ্চয়তাকে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে।

তারা বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের একশত দিন অতিক্রম করলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ বা দৃশ্যমান অগ্রগতি জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারেনি। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে দেশবাসীকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখা হয়েছে।

যুগ্ম-সমন্বয়কদ্বয় আরও বলেন, মন্ত্রীর পদত্যাগ বিষয়ক ঘটনাবলী চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে নিয়ে দেশবাসীর মনে সন্দেহ ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। বিবৃতিতে দুই যুগ্ম সমন্বয়কারী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য

প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার সরকার এড়িয়ে যেতে পারে না। সেই লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কমিটি পুনর্গঠন করা খুবই জরুরি এবং একই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনকে সক্রিয়করণ করাটাও অত্যাবশ্যক।

বিবৃতিতে তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে অ-সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতিমন্ত্রীকে প্রত্যাহারের দাবি আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি।

যুগ্ম-সমন্বয়কদ্বয় বলেন, সরকারকে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমাবদ্ধ একটি রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। একই সঙ্গে চুক্তির অন্যতম পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে অর্থবহ সংলাপ শুরু করতে হবে।

বিবৃতিতে তারা আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্ন কেবল একটি আঞ্চলিক বা প্রশাসনিক বিষয় নয়; এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্র, বহুজাতিক বাস্তবতা তথা বিএনপি ঘোষিত রেইনবো নেশন বিনির্মাণের একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় রাজনৈতিক প্রশ্ন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সর্বদলীয় জাতীয় সংলাপ আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যুগ্ম-সমন্বয়কদ্বয় আশা প্রকাশ করেন যে, বর্তমান সরকার তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞার মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অতি দ্রুত দৃশ্যমান অগ্রগতি প্রদর্শন করবে।

কল্পনা অপহরণ নিয়ে পাঁচ সংগঠনের যৌথ বিবৃতি: স্বাধীন তদন্ত ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের তদন্ত প্রক্রিয়া সংস্কারের আহ্বান

গত ১২ জুন পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারী নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণ ও গুমের ৩০তম বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পাঁচটি সংগঠন ঘটনার তিন দশকের দায়মুক্তির অবসান এবং স্বাধীন তদন্ত ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের তদন্ত প্রক্রিয়া সংস্কারের আহ্বান জানিয়ে একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন।

যৌথ বিবৃতি প্রদানকারী পাঁচ সংগঠনসমূহ হল- এশিয়া ইন্ডিজেনাস পিপলস প্যাক্ট (এআইপিপি), ল্যান্ড ইজ লাইফ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডাব্লিউএফ), নেটওয়ার্ক অব ইন্ডিজেনাস উইমেন এশিয়া (এনআইডাব্লিউএ) ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ক গ্রুপ ফর ইন্ডিজেনাস অ্যাফেয়ার্স (ইবগিয়া)।

বিবৃতিতে বলা হয়, 'আদিবাসী নারী নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণের ত্রিশ বছর পরও বিচার অধরাই রয়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নারী নেত্রী কল্পনা চাকমাকে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা অপহরণ করে বলে অভিযোগ রয়েছে। তিন দশক পরও তাঁর ভাগ্য ও অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি; ফলে এই অপরাধ আজও চলমান রয়েছে।

কল্পনা চাকমার ঘটনা বাংলাদেশের, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামে, প্রাতিষ্ঠানিক দায়মুক্তির সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীকী উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত। নিখোঁজ হওয়ার সময় কল্পনা চাকমার বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর এবং তিনি হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। একজন আদিবাসী মানবাধিকার কর্মী হিসেবে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কারণেই তাঁকে নিজ বাড়ি থেকে জোরপূর্বক তুলে নেওয়া হয়। অপহরণের সময় তাঁর দুই ভাইকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; তবে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং পরবর্তীতে অন্তত তিনজন অভিযুক্তকে শনাক্ত করেন। কিন্তু প্রায় তিন দশক পেরিয়ে গেলেও কাউকে জবাবদিহির আওতায় আনা হয়নি।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'অভিযোগ গঠন ছাড়াই তদন্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়, প্রধান সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি বলে জানা যায়, এবং অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত লেফটেন্যান্ট ফেরদৌসকে বিচারের আওতায় আনার পরিবর্তে পদোন্নতি দিয়ে মেজর করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত করা হয়, যা কার্যত তাঁকে জবাবদিহি থেকে রক্ষা করেছে। বিচার চাওয়ার কারণে কল্পনা চাকমার পরিবারকে হয়রানি ও হুমকির মুখোমুখিও হতে হয়েছে।

এই মামলা আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে এবং এটি দায়মুক্তির ধারাবাহিকতা ও অভিযুক্তদের—বিশেষত সামরিক বাহিনীর সদস্যদের প্রাাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা প্রদানের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের দ্রুত, স্বাধীন ও কার্যকর তদন্ত পরিচালনা করে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনার আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। একই সঙ্গে কল্পনা চাকমার পরিবার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগণের প্রতি সত্য উদ্ঘাটন, বিচার নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিকার প্রদানের নৈতিক দায়িত্বও এ রাষ্ট্রের রয়েছে।'

বিবৃতিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়—'এই ঘটনার একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর তদন্ত পরিচালনা করে দায়ীদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

একই সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী নারী ও কন্যাশিশুদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

অপরদিকে, জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়— 'যাতে শান্তিরক্ষী সদস্যদের মানবাধিকার যাচাই ও বাছাই (Human Rights Screening and Vetting) প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করা হয় এবং গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়।'

কল্পনা চাকমা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী একটি কণ্ঠস্বর, একটি চেতনা— মানববন্ধনে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শিশির চাকমা

গত ১২ জুন ২০২৬, সকাল ১০ ঘটিকায় 'জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা বন্ধ কর- কল্পনা চাকমা অপহরণের বিচার নিশ্চিত কর, অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ কর' এই দাবিতে রাষ্ট্রীয় মদদে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনার ৩০ বছর উপলক্ষে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির উদ্যোগে রাঙ্গামাটির ডিসি অফিসের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি কবিতা চাকমার সভাপতিত্বে ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমার সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শিশির কান্তি চাকমা, বিশিষ্ট আইনজীবী অ্যাডভোকেট দীপন চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক সাগর ত্রিপুরা নান্টু, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ম্রানুচিং মারমা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সুরেশ চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কাঞ্চনমালা চাকমা।

শিশির কান্তি চাকমা বলেন, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে সবার জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। দেশের সর্বত্র একই আইন এবং একই বিচারব্যবস্থার প্রতিফলন থাকা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না। কল্পনা চাকমা অপহরণের সময় তার বড় দুই ভাই স্বচক্ষে দেখেছে এবং অপরাধীদের শনাক্ত করেছে। অথচ তা সত্ত্বেও অপরাধীদের শনাক্ত করা যায়নি—এই মর্মে এই মামলাটি খারিজ করা হয়। আর অপরাধীরা দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাষ্ট্রের এই ধরনের বিচারহীনতার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে। কল্পনা চাকমা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী একটি কণ্ঠস্বর, একটি চেতনা। শাসকগোষ্ঠী এই কণ্ঠস্বরকে ভয় পেয়েছিল। তাই তারা এই কণ্ঠস্বরকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করে তার কণ্ঠস্বরকে থামিয়ে দিলেও তার চেতনাকে থামাতে পারবে না। কারণ চেতনার কোনো মৃত্যু নেই। এই চেতনা যুগ যুগ ধরে জুম্মদের হৃদয়ে থাকবে। আর সেই চেতনা থেকে গড়ে উঠবে হাজার হাজার কল্পনা।

সাগর ত্রিপুরা নান্টু বলেন, যুগে যুগে পার্বত্য অঞ্চলের জুম্ম জনগণ বিজাতীয় শাসন-শোষণের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ অঞ্চলের জনগণের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত ধর্ষণ, খুন, হত্যা, অপহরণের মতো ঘটনার সঠিক বিচার হয়নি। কল্পনা চাকমা

অপহরণের ঘটনাও তার ব্যতিক্রম নয়। দীর্ঘ ৩০ বছর পরও কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে অপরাধীদের শনাক্ত করে বিচারের আওতায় আনা হয়নি।

দীপন চাকমা বলেন, নারী নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণের ৩০ বছর পেরিয়ে গেলেও সঠিক তদন্তের মাধ্যমে অপহরণকারীদের শনাক্ত করতে পারেনি। অপহরণের সময় সেই দিন রাতে কল্পনা চাকমার বড় ভাই অপহরণকারীদের স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন। সেই ঘটনায় উপস্থিত থাকায় তিনি ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক অপরাধীদের শনাক্ত করা যায়নি—এই মর্মে মামলাটি খারিজ করে। মূলত রাষ্ট্রের দ্বিচারিতা মনোভাবের কারণে এ মামলাটি খারিজ করা হয়। তিনি রাষ্ট্রের এই দ্বিচারিতা মনোভাবের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলার সঠিক তদন্তের মাধ্যমে বিচারের দাবি জানান।

ম্রানুচিং মারমা বলেন, শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে বিলুপ্ত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের ষড়যন্ত্র, মিথ্যা মামলা, অপপ্রচার ও অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ে প্রতিনিয়ত জুম্ম নারীদের শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য ও সহিংসতা এবং ধর্ষণের শিকার হতে হচ্ছে। আজকে শিশু থেকে শুরু করে নারীদের ধর্ষণের সঠিক বিচার এই রাষ্ট্র যথাযথভাবে করতে পারেনি। নারী নেত্রী কল্পনা চাকমার বেলায়ও এমনটি ঘটেছে। দীর্ঘ ৩০ বছর পার হয়ে গেলেও রাষ্ট্র এখনো তার হদিস দিতে পারেনি।

সুরেশ চাকমা বলেন, পুরুষশাসিত সমাজের বাধা অতিক্রম করে কল্পনা হয়ে উঠেছিলেন এক প্রতিবাদী কণ্ঠ। রাষ্ট্র এই কণ্ঠকে ভয় পায়। কল্পনা চাকমার এ অপহরণের ঘটনা শুধু বাংলাদেশে নয়, পুরো বিশ্ব জানে। তারপরও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার করা যায়নি। এ দেশে আইনের শাসন নেই।

সমতলে রাষ্ট্র চাইলে বিচার হয় কিন্তু পাহাড়ে কল্পনা চাকমার বেলায় ৩ দশকেও নয়- বাঘাইছড়িতে কল্পনার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা

গত ১২ জুন, সকাল ১০ ঘটিকার সময়ে রাঙ্গামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের নিউ লাল্যাঘোনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বাঘাইছড়ি থানা কমিটি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন বাঘাইছড়ি থানা শাখার যৌথ উদ্যোগে কল্পনা চাকমা অপহরণের ৩০ বছর উপলক্ষে 'জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা বন্ধ কর-কল্পনা চাকমা অপহরণের বিচার নিশ্চিত কর, অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ কর' শ্লোগানে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বাঘাইছড়ি থানার নেতা পুলকজ্যোতি চাকমা। কাচালং সরকারি কলেজের সাবেক প্রভাষক মিসেস গৌরিকা চাকমা, কল্পনা চাকমার বড় ভাই কালিন্দী কুমার চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক মিসেস সমাপ্তি দেওয়ান, পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য চিবরন চাকমা প্রমূখ।

এই সময় পুলকজ্যোতি চাকমা বলেন, কল্পনা চাকমা অপহরণের দীর্ঘ তিন দশক পেড়িয়ে গেলেও অপরাধীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের কোন দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে না পারা সত্যিই দুঃখজনক ব্যাপার। এতে করে রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা ও আইনের প্রতি আমাদের আস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় পাহাড়ের মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিতেও দু'বার ভাববে না।

পুলকজ্যোতি আরও বলেন, জুম্ম জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অধিকার ও টিকে থাকার অন্যতম প্রধান ভিত্তি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে রাষ্ট্র প্রায় নীরব অবস্থান গ্রহণ করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য, কার্যকর উদ্যোগ কিংবা দৃশ্যমান অগ্রগতি জনগণের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে না। এই নীরবতা মোটেও শুভ লক্ষণ নয়; বরং এটি পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা আরও বাড়িয়ে তুলছে।

সমাপ্তি দেওয়ান বলেন, কল্পনা চাকমার ঘটনা থেকে শুরু করে এযাবৎকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীদের ওপর সংঘটিত বহু সহিংসতার ঘটনার সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য বিচার রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পারেনি। কোনো রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো তার নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অপরাধ সংঘটিত হলে নিরপেক্ষ ও কার্যকর বিচার প্রতিষ্ঠা করা।

গৌরিকা চাকমা বলেন, বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী হয়তো ভেবেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগ্রামমুখী, আন্দোলনমুখী ও চেতনাসম্পন্ন মানুষদের হত্যা, গুম, অপহরণ কিংবা দমন-পীড়নের মাধ্যমে হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে দুর্বল করে দেওয়া যাবে; সংগ্রামের বীজকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করা যাবে।

কিন্তু তারা ভাবতে পারেনি, আদর্শ ও চেতনাকে কখনো বলপ্রয়োগে ধ্বংস করা যায় না। এশিয়া মহাদেশের সরোজিনী নাইডু, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার থেকে শুরু করে অসংখ্য সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের কথা আমরা জানি, যাঁরা অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁদেরকে থামিয়ে দেওয়ার, তাঁদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়ার বহু চেষ্টা হয়েছে। অনেকের জীবন শেষ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাঁদের আদর্শ, চেতনা ও সংগ্রামের উত্তরাধিকারকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। বরং তাঁদের চিন্তা ও সাহস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সমাজকে অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ঠিক তেমনি, আজ কল্পনা চাকমা আমাদের মাঝে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর সংগ্রামী চেতনা, সাহস ও প্রতিবাদের শিক্ষা জুম্ম সমাজের প্রতিটি ঘরে ঘরে বেঁচে আছে।

কালিন্দী কুমার চাকমা আক্ষেপ করে বলেন, একদিন, দুইদিন, তিনদিন করে আজ আমার বোন অপহরণের দীর্ঘ ৩ দশক অতিবাহিত হতে চলেছে। সেসময়ে যিনি শিশু ছিলেন বা যাদের জন্মও হয়নি, আজ তারা অনেকেই পরিপূর্ণ যুবক। কিন্তু তারপরও আজ বোনের অপহরণের ঘটনায় ইতিবাচক কোন অগ্রগতি চোখে পড়লো না।

তিনি বলেন, সমতলে রাষ্ট্র চাইলে বিচার হয় কিন্তু পাহাড়ে কল্পনা চাকমার বেলায় ৩ দশকেও নয়। যেমন সম্প্রতি ঢাকার পল্লবীর ৮ বছরের শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনা দ্রুত সময়ের মধ্যে আসামীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষণা করা হয়েছে। কয়েকদিন পর হয়তো সেটাও কার্যকর করা হবে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ তিন দশক পেরিয়ে গেলেও আমার বোন কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের রাষ্ট্র আইনের আওতায় আনতে পারেনি। সেই লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বরং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে করা মামলাগুলো একের পর এক আদালত থেকে খারিজ করে দেয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক ভূমিকা চাকমার সঞ্চালনায় এবং মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি মিসেস লক্ষীমালা চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন বাঘাইছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি সুমনা চাকমা এবং প্রতিবাদ সভার শুরুতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিবৃতি পাঠ করেন, বাঘাইছড়ি হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক জ্যোসি চাকমা।

বান্দরবানে কল্পনা চাকমা অপহরণের ৩০ বছর উপলক্ষে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

কল্পনা চাকমা অপহরণের ৩০ বছর উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি, বান্দরবান জেলা কমিটি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বান্দরবান জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে গত ১২ জুন ২০২৬ সকাল ১০ ঘটিকার সময়ে বান্দরবান প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে 'জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা বন্ধ করাসহ কল্পনা চাকমা অপহরণের বিচার সুনিশ্চিত করা এবং অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করার দাবিতে' এক মানববন্ধন আয়োজন করা হয়।

এই সময় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি জেলা কমিটির সহ ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক থোয়াইক্যজাই চাক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের বান্দরবান পার্বত্য জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ক্যসাংমং মারমা, মানবাধিকার কর্মী জন ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বান্দরবান জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সিংমেউ মারমা, পিসিপির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উশৈহ্লা মারমা প্রমুখ।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বান্দরবান জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদিকা এনু মারমার সঞ্চালনায় উক্ত মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন বান্দরবান, জেলা কমিটির সভাপতি উলিসিং মারমা এবং স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন একই সংগঠনের সদস্য মেসাই মারমা।

মানববন্ধনে থোয়াইক্যজাই চাক বলেন, কল্পনা চাকমা অপহরণের ৩০ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজও এ ঘটনার বিচার সম্পন্ন হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বারবার বৈষম্য ও অবহেলার শিকার হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় মানুষের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এছাড়াও ধর্ষণ, অপহরণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বিভিন্ন ঘটনারও সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা যায়নি।

জন ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তা প্রদানের পরিবর্তে বিভিন্ন সময়ে অন্যায়, অবিচার, অপহরণ ও নির্যাতনের অভিযোগ উঠে এসেছে।

তিনি আরো বলেন, কল্পনা চাকমাকে অপহরণের ৩০ বছর পরও আজ আমরা ন্যায়বিচারের দাবিতে একত্রিত হয়েছি। এটাই প্রমাণ করে যে কল্পনা চাকমার আদর্শ এবং আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে দমন করা সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন ও সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। আমরা অপহরণের ভয় পাই না, মৃত্যুর ভয়ও পাই না; কারণ

আমরা ন্যায়বিচার ও মর্যাদার জন্য লড়াই করছি।

সিংমেউ মারমা বলেন, কল্পনা চাকমা শুধু একজন ব্যক্তি নন, তিনি ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতীক। তাঁকে অপহরণের মাধ্যমে একটি কণ্ঠকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর আদর্শ ও চেতনা আজ হাজারো মানুষের মধ্যে বেঁচে আছে।

উশৈহ্লা মারমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় প্রতীক কল্পনা চাকমা। যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা অথচ রাষ্ট্র আজও সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

উলিসিং মারমা বলেন, কল্পনা চাকমার অপহরণের ৩০ বছর পার হলেও আমরা এখনও ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে গুম, অপহরণ, হত্যা এবং নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা এখনও ঘটছে। যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের অধিকার, ন্যায়বিচার ও মর্যাদার পক্ষে কথা বলেন, এমনকি বাংলাদেশের সর্বত্র অন্যায়-শোষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন, তাদের অনেক সময় বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান দমন-পীড়নের মাধ্যমে নয়; বরং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার, ন্যায়বিচার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই সম্ভব।

কল্পনা চাকমার অপহরণের ঘটনা বিচারহীনতার সংস্কৃতির এক নির্মম প্রতীক: ঢাকায় আলোচনায় বক্তারা

পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামী নারী নেত্রী কল্পনা চাকমাকে লে. ফেরদৌস গং কর্তৃক অপহরণের ৩০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডির ডব্লিউভিএ অডিটোরিয়ামে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার বিচারহীনতার সংস্কৃতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঢাকা মহানগরের সদস্য কলি চাকমার সঞ্চালনায় এবং কেন্দ্রীয় সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য মনিরা ত্রিপুরা, বাংলাদেশ আদিবাসী নারী নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক ফাল্গুনী ত্রিপুরা, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফারহা তানজিম তিতিল, জনা গোস্বামী, পরিচালক, অ্যাডভোকেসি এন্ড নেটওয়ার্কিং, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় সদস্য লুনা নূর, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের পরিচালক শাহানাজ সুমি, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সহ সাধারণ সম্পাদক ডা. গজেন্দ্র নাথ মাহাতো, এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক চন্দ্রিকা চাকমা এবং সংহতি বক্তব্য রাখেন হ্লামংচিং মারমা, সাধারণ সম্পাদক, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, ঢাকা মহানগর।

স্বাগত বক্তব্যে চন্দ্রিকা চাকমা বলেন, কল্পনা চাকমা ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর এক সাহসী কণ্ঠস্বর। তিনি কেবল পাহাড়ি নারীদের নেত্রী ছিলেন না, বরং ন্যায়বিচার, মানবাধিকার ও আত্মমর্যাদার পক্ষে সোচ্চার একজন সংগ্রামী সংগঠক ছিলেন। নিপীড়িত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে কথা বলতে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা অপহরণের শিকার হন। আরও দুঃখজনক হলো, ঘটনার সঙ্গে জড়িত চিহ্নিত অপহরণকারী লে. ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের আজও বিচারের মুখোমুখি করা হয়নি, যা বিচারহীনতার সংস্কৃতির একটি নির্মম উদাহরণ।

হ্লামংচিং মারমা বলেন, আজ থেকে ৩০ বছর আগে নারী নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণের শিকার হয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন ও ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে নিজের নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মানবাধিকার, ন্যায়বিচার এবং পাহাড়ের মানুষের স্বার্থ রক্ষায় তার সাহসী অবস্থান তাকে একটি অনন্য প্রতীকে পরিণত করেছে। ঘটনার তিন দশক পেরিয়ে গেলেও রাষ্ট্র এখনও তার সন্ধান, সুষ্ঠু বিচার এবং দায়ীদের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে পারেনি। বরং কল্পনা চাকমা অপহরণ মামলার শুনানি বারবার খারিজ হওয়ার ঘটনাকে তিনি বিচারহীনতার সংস্কৃতিরই বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করেন।

মনিরা ত্রিপুরা বলেন, কল্পনা চাকমা কোথায়? এই প্রশ্ন আজ তিন দশকের পুরনো। সেই ১৯৯৬ সালের ১২ জুন পাহাড়ের সাহসী কন্যা, বিপ্লবী কণ্ঠস্বর, আদিবাসী নারী অধিকারকর্মী এবং রাজনৈতিক সংগঠক, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমাকে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করা হয়। অভিযোগের তীর যাদের দিকে নির্দেশিত হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে আজও কার্যকর বিচার সম্পন্ন হয়নি। ফলে কল্পনা চাকমার পরিবার যেমন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের মানবাধিকার, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতিও বারবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

তিনি আরও বলেন, কল্পনা চাকমার এই ঘটনা কিন্তু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটি বিচারহীনতার সংস্কৃতির এক নির্মম প্রতীক। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যখন একজন নাগরিক নিখোঁজ হন, যখন একজন নারী অপহরণের শিকার হন, অথচ অভিযোগের সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচার হয় না, তখন সেই ব্যর্থতা শুধু একজন মানুষের নয় সেটি পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যর্থতা। বিচারহীনতা অপরাধকে উৎসাহিত করে, আইনের প্রতি মানুষের আস্থা দুর্বল করে এবং গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই আজ এই আলোচনা সভা থেকে আমি দৃঢ়ভাবে দাবি জানাই কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার সত্য উদঘাটনে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনের ভিত্তিতে বিচার সম্পন্ন করতে হবে।

ফাল্গুনী ত্রিপুরা বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকের রক্ষা করা, অপহরণ করা নয়। আজকে পাহাড় থেকে সমতলে আদিবাসী নারীদের কোনো নিরপাত্তা নেই। ধর্ষণের পর হত্যা, শ্লীলতাহানি ইত্যাদি ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে আদিবাসী নারীরা। অন্যদিকে আদিবাসী নারী হওয়ার কারনে ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হলেও কোনো ঘটনার শাস্তি নিশ্চিত করতে পারেনি সরকার। বারবার এসব ঘটনার পার পাওয়ার ফলে অপরাধীরা পুনরায় এসব ঘটনা ঘটানোর সাহস পাচ্ছে। রাষ্ট্র আজ নির্বিকার, এই রাষ্ট্র এখনো জনবান্ধব হয়ে উঠতে পারেনি।

ফারহা তানজিম তিতিল বলেন, দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আজ গভীর ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। নব্বইয়ের দশকে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল সংঘাত ও অস্থিরতায় উত্তাল, তখন কল্পনা চাকমার মতো সাহসী নারীরা নিপীড়ন, বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। কল্পনা চাকমাকে অপহরণের মাধ্যমে তার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এটি দেশের বিচারহীনতার সংস্কৃতির একটি স্পষ্ট উদাহরণ। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ধারাবাহিক ব্যর্থতা জনগণের আস্থা সংকটকে আরও গভীর করেছে এবং বিচারহীনতার চর্চাকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে।

ডা. অজয় প্রকাশ চাকমা বলেন, কল্পনা চাকমার কি অপরাধ ছিল? তার অপরাধ ছিল তিনি একজন অধিকার কর্মী, নিপীড়িত জুম্ম জনগণের কাণ্ডারি ছিলেন, তিনি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ছিলেন, এই জন্য তিনি অপরাধী। সেই সময়ের কজইছড়ি ক্যাম্প কমান্ডার লে. ফেরদৌস এবং তার সহযোগীদের নিয়ে কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করে। এটি চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধও। জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে থমকে দিতে রাষ্ট্র কল্পনা চাকমার মত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে থমকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু জুম্ম জনগণ প্রতিবাদ করতে শিখেছে যখন সেই কণ্ঠ কোনদিন থামেনি এবং থামবে না। গত ৩০ টি বছরে পাহাড়ে হাজারও কল্পনা জন্ম হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

শামসুল হুদা বলেন, এক কল্পনা চাকমার কণ্ঠ থামিয়ে দিতে পারলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ হাজার হাজার কল্পনা চাকমা জন্ম হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে পাহাড়ের মানুষ আজও নিপীড়িত। আমরা তাদের উপর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। অন্যায়, অবিচার বন্ধ তো হয়নি বরং আরও বেড়েছে। ২৪ শের গনভ্যুত্থানে আমরা ভেবেছিলাম এইবার হয়তো সকল বৈষম্য দুর হবে। পাহাড়, সমতলের

আদিবাসী সহ সকল জাতির উপর থেকে নিপীড়ন মুছে যাবে। কিন্তু ইন্টেরিম সরকারের আমলেও আদিবাসীদের উপর নিপীড়ন অব্যাহত ছিল। কল্পনা চাকমার মত অপহরণের ঘটনার কোনো তদন্ত করতে পারেনি। অন্যদিকে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে বর্তমান সরকারের ইতিবাচক হতে হবে। চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যে পাহাড়ের স্থায়ী সমাধান সম্ভব এবং বিএনপি সরকারের যে রেইনবো নেশন প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতি সেটাই চূড়ান্ত ফল পাবে।

রাজেক্কুজামান রতন বলেন, চিহ্নিত অপরাধী লে. ফেরদৌস ও তার সহযোগীদের বিচারের আওতায় আনতে রাষ্ট্র ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বিচারহীনতার সংস্কৃতি এ ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে উৎসাহিত করছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। কল্পনা চাকমার পরিবারের সদস্য ও পাহাড়ের জনগণ এখনও ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি অবিলম্বে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ীদের বিচারের দাবি জানান।

ডা. গজেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে আজ এক করুণ বাস্তবতা বিরাজ করছে। কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র তার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার ফলে পাহাড়ে আজ নারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে। তিনি দ্রুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি জানান।

এছাড়াও আলোচনায় জনা গোস্বামী, লুনা নূর, জানকি চিচিম, শাহনাজ সুমিসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার সুবিচার নিশ্চিত করা জরুরি। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীর সমমর্যাদা ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সরকারের প্রতি দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান এবং এই দাবিগুলো উত্থাপন করেন—

১. অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনার উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত করা এবং যথাযথ বিচার নিশ্চিত করা।

২. অভিযুক্ত কল্পনা চাকমা অপহরণকারীদের এবং রুপন, মনতোষ ও সমর বিজয় চাকমার হত্যাকারীদের অভিলম্বে গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনার ব্যাবস্থা গ্রহণ।

৩. আদিবাসী নারী সমাজের নিরাপত্তা ও মানিবাধিকার নিশ্চিতকল্পে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবিলম্বে সময়সীমা ভিত্তিক রোডম্যাপ ঘোষণাপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

কল্পনা চাকমা অপহরণের ৩ দশক- চট্টগ্রামে দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ১২ জুন, বিকাল ৩ ঘটিকায় চট্টগ্রামের প্রেসক্লাবে কল্পনা চাকমা অপহরণের ৩ দশকে অপহরণ ঘটনায় অভিযুক্ত লে: ফেরদৌস, মো: সালেহ আহম্মেদ, মো: নুরুল হক এর দৃষ্টামূলক শাস্তির দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখা, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম ও আদিবাসী মহিলা ফোরাম কর্তৃক এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অন্বেষ চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা সংসদের স্কুল ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মোস্তফা হাসান, পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অনিল চাকমা, আদিবাসী মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় নারী বিষয়ক সম্পাদক সোনাবি চাকমা প্রমুখ।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক আশুতোষ তনচংগ্যার সঞ্চালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি জগৎ জ্যোতি চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপি, খুলশী থানা শাখার সহ-সভাপতি সুজয় তনচংগ্যা।

এই সময় সোনাবি চাকমা বলেন, নারীর অধিকারের প্রশ্নে এক জলন্ত প্রদীপ কল্পনা চাকমা। সেই জলন্ত প্রদীপকে আজকের এই দিনে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর লে: ফেরদৌস গংদের কর্তৃক অপহরণ করে তার চেতনাকে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

মো: মোস্তফা হাসান বলেন, কল্পনা চাকমার অপহরণের ৩ দশক পেরিয়ে গেলেও অপহরণ ঘটনার ন্যায়বিচার রাষ্ট্র আজও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ফলে একটি প্রশ্ন থেকেই যায় রাষ্ট্র কী তার নাগরিকদের সেই ন্যায়বিচার দিতে পারছে নাকি রাষ্ট্র এখানে পুরোপুরি ব্যর্থ। তিনি রাষ্ট্রের কাছে কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের অতিসত্বর শাস্তির দাবি জানান।

অন্বেষ চাকমা বলেন, লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস কর্তৃক অপহৃত কল্পনা চাকমার হদিস রাষ্ট্র তো দিতেই পারেনি বরঞ্চ বিভিন্ন দেশে-বিদেশে কল্পনা চাকমার অপহরণ ঘটনাকে অন্য খাতে প্রবাহের জন্য ষড়যন্ত্র দেখা যায়। শাসকগোষ্ঠী চায় কল্পনা চাকমাকে আমরা ভুলে যায় কিন্তু যে কল্পনা চাকমার চেতনাকে তরুণ সমাজ মনে প্রাণে ধারণ করে সেই চেতনাকে সহজে ভুলিয়ে দেয়া সম্ভব নয়, যার জন্য তরুণ ছাত্র সমাজ অধিকতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত।

অনিল চাকমা বলেন, বিচারহীনতার এক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠছে বাংলাদেশ। যার ফলে বেড়ে যাচ্ছে নারী নির্যাতন, শিশু ধর্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের বীভৎস ঘটনা। তিনি আরো বলেন, নারীর নিরাপত্তা যদি সরকার ও রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে তা রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থার ব্যর্থতা বলে পরিগণিত হবে।

কল্পনা চাকমা অপহরণের তিন দশক: অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে চবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

গত ১২ জুন ২০২৬ কল্পনা চাকমা অপহরণের তিন দশক পূর্তিতে অপহরণ ঘটনায় অভিযুক্ত লে. ফেরদৌস, মো. সালেহ আহমেদ, মো. নুরুল হক গংদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের যৌথ উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্ট চত্বরে বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চবি শাখার সহ-সভাপতি এনতেস চাকমার সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক প্রেনগুি ম্রো'র সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পালি বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী অর্ক বড়ুয়া। এছাড়াও সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, চবি শাখার সাধারণ সম্পাদক রিবেক চাকমা, ছাত্র ইউনিয়ন, চবি সংসদের সাংগঠনিক সম্পাদক জেস চাকমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দীপেন বিকাশ ত্রিপুরা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী জাল্লাং এনরিকো কুবি ও সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থী কথি ম্রো প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা পাহাড়ি নারী তথা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের এক নির্মম দৃষ্টান্ত। ত্রিশটা বছর পরও রাষ্ট্র কল্পনা চাকমার খোঁজ দিতে পারেনি, চিহ্নিত অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় আনতে পারেনি। যা দেশের বিচারব্যবস্থার দৈনদশাকে ইঙ্গিত করে। একইসাথে জুম্ম জনগণের ওপর রাষ্ট্রের মনোভাবকেও তুলে ধরে।

বক্তারা আরও বলেন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ায় পাহাড়ের জুম্ম জনগোষ্ঠী অধিকার ফিরে পায়নি। চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো অবাস্তবায়িত রেখে রাষ্ট্রব্যবস্থার অভ্যন্তরের একটি গোষ্ঠী চুক্তি বাস্তবায়নে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা চুক্তিকে নিয়ে নানা অপপ্রচার চালিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করছে এবং চুক্তি বিরোধী গোষ্ঠীকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে নানা ভাবে। যা জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে আরও সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমরা অধিকার ও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা সেটা হতে দিচ্ছে না। আজকে কল্পনা চাকমার অপহরণের তিন দশক আমাদের বুঝিয়ে দেয় পাহাড়ের মানুষের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়াটা কতোটা কঠিন। রাষ্ট্রের এই বৈষম্য আমরা মেনে নিতে পারি না।

সমাবেশ পরবর্তী এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি জিরো পয়েন্ট চত্বর থেকে শুরু হয়ে কাটাপাহাড় রোড হয়ে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়।

রাবিতে পিসিপির বার্ষিক পিকনিক ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত: তরুণ প্রজন্মকে পাহাড়ের হাল ধরার আহ্বান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রুয়েট এবং রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যকার পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), রাজশাহী মহানগর শাখার 'বার্ষিক পিকনিক ও পুনর্মিলনী- ২০২৬'। গত ১৯ জুন ২০২৬, শুক্রবার দিনব্যাপী নানা উৎসবমুখর আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আমিরুল ইসলাম কনক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমির প্রধান হরেন্দ্রনাথ সিং।

পিসিপি রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি সুমন চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ময়ন্ত তঞ্চঙ্গ্যা। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাংগঠনিক সম্পাদক প্রাচুর্য্য চাকমা। এছাড়াও অনুষ্ঠানে পিসিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দসহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রফেসর ড. আমিরুল ইসলাম কনক তাঁর দীর্ঘ ২৮ বছরের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, আমার ছাত্র উপদেষ্টা পদ থেকে পদত্যাগ করার অর্থ এই নয় যে আমি পাহাড়ী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। আমি তোমাদের সবাইকে ভালোবাসি এবং সবসময় তোমাদের পাশে থাকতে চাই। তোমরা সমাজের অন্যতম দায়িত্বশীল অংশ। তোমাদের দায়িত্ব হলো সুশিক্ষিত হয়ে জাতির হাল ধরা এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কালচারাল একাডেমির প্রধান হরেন্দ্রনাথ সিং বলেন, পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের এমন সুন্দর আয়োজনে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত। বিশেষ কোনো ব্যস্ততা না থাকলে আমি প্রতিবারই আসার চেষ্টা করি। আশা করি, শিক্ষার্থীরা সবসময় এভাবে মিলেমিশে থাকবে।

পছেনু মারমা তাঁর বক্তব্যে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে দূরে এসে পড়াশোনা করলেও শিক্ষার্থীদের সবসময় সচেতন থাকতে হবে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

পিসিপির রাজশাহী মহানগর শাখার সভাপতি সুমন চাকমা সমাপনী বক্তব্যে পাহাড়ের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধতার অভাবেই পাহাড়ে অতীতে বহু গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, যার বিচার আজো মেলেনি। দুঃখজনকভাবে আমাদের তরুণ প্রজন্মের অনেকেই এই ইতিহাস সম্পর্কে অবগত নয়। আমাদের এই লড়াই অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। তাই প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে এবং তরুণদেরই পাহাড়ের হাল ধরতে হবে।

আনুষ্ঠানিক আলোচনা সভা শেষে শুরু হয় আনন্দঘন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এতে ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক খেলাধুলা, ম্যাজিক বক্স এবং ক্যাম্পাসের নবাগত শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে আকর্ষণীয় লটারির আয়োজন করা হয়। খেলাধুলা ও লটারিতে বিজয়ীদের মাঝে চমৎকার সব পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে উক্ত পিকনিক ও পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

পিসিপি'র রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ ও শহর শাখার উদ্যোগে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখা ও রাঙ্গামাটি শহর শাখার যৌথ উদ্যোগে আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গত ২৬ জুন ২০২৬, রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের ২০৬ নম্বর কক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ, রাঙ্গামাটি পাবলিক কলেজ ও রাঙ্গামাটি বিএম ইনস্টিটিউটের পরীক্ষার্থীদের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

পিসিপি রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি জ্ঞান চাকমার সভাপতিত্বে এবং শহর শাখার সাধারণ সম্পাদক ইমন চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুনীতি বিকাশ চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সজল চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডব্লিউএফ)-এর রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক কাঞ্চনমালা চাকমা।

এছাড়া পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অনুষ্ঠানে নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের সুমিত্রা চাকমা ও হরিশ চাকমা এবং রাঙ্গামাটি বিএম ইনস্টিটিউটের সুজশ চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সুনীতি বিকাশ চাকমা বলেন, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আলোকিত মানুষ হওয়া। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি বাস্তবতা, পরিস্থিতি ও প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রগতিশীল চিন্তাধারায় নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে।

তিনি শিক্ষার্থীদের নিজেদের শেকড়কে না ভোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস অধ্যয়ন করে নিজেকে জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় নিয়োজিত করা জরুরি।

পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার নাজুক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে শাসকগোষ্ঠীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জুম্ম জনগণ ভাষাগত, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগতসহ সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। নিজেদের অধিকার অর্জনের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হলেও তার মৌলিক ধারাগুলো এখনো অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। ফলে শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সব ক্ষেত্রে পার্বত্য অঞ্চল এখনো অবহেলিত। শিক্ষার্থীদের এই ক্রান্তিলগ্নে প্রগতিশীল চিন্তায় বিকশিত হয়ে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সজল চাকমা বলেন, ছাত্র-যুব সমাজই ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের কান্ডারী। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু পাস করা বা চাকরি পাওয়ার যে সংকীর্ণ মানসিকতা তৈরি হয়েছে, শিক্ষার্থীদের তা থেকে বের হতে হবে। পরীক্ষায় পাসের পাশাপাশি মনুষ্যত্ব ও মানবিক গুণাবলী অর্জন করতে হবে। কেবল পরীক্ষার্থী না হয়ে প্রকৃত শিক্ষার্থী হতে হবে।

এইচডাব্লিউএফ নেত্রী কাঞ্চনমালা চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম শিক্ষার্থীদের নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। বর্তমান সময়ে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার বাদ দিয়ে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করার পাশাপাশি পাহাড়ের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস জানতে হবে।

শেষে সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

ঢাকাস্থ সাভার অঞ্চলে আদিবাসী শ্রমিক ফোরামের ৩য় সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২৬ জুন ২০২৬ 'সকল প্রকার ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করে আদিবাসী শ্রমিক এক হও, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে অধিকতর সামিল হউন' উক্ত স্লোগানকে সামনে রেখে আদিবাসী শ্রমিক ফোরাম ঢাকাস্থ সাভার অঞ্চলের ৩য় সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সম্মেলন ও কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্য ও প্রচার সম্পাদক এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য হিরন মিত্র চাকমা,

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য মেরিন চাকমা, আদিবাসী অধিকার কর্মী ত্রিজিনাদ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ ঢাকা মহানগর সভাপতি কনেজ চাকমা এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন সদস্য কলি চাকমা প্রমুখ।

রিপন চাকমা (রিঙ্কু) সভাপতিত্বে উক্ত সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আদিবাসী শ্রমিক ফোরামের বিদায়ী কমিটির অর্থ সম্পাদক সন্তোষ চাকমা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আদিবাসী শ্রমিক ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক জ্ঞানজ্যোতি চাকমা এবং ঢাকাস্থ সাভারে আদিবাসী সমাজের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন বরুন বিকাশ চাকমা।

এই সময় হিরন মিত্র চাকমা বলেন, সংগঠন হলো লক্ষ্য পূরণের হাতিয়ার। আর সেই সংগঠনের কর্মীবাহিনীদের নিঃসন্দেহে ত্যাগী ভূমিকা পালন করতে হবে। আদিবাসীদের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। চব্বিশের গণভ্যুত্থানের পর আমরা মনে করেছিলাম সংখ্যালঘু আদিবাসীদের জন্য হয়তো সুখবর আসবে। কিন্তু আমরা দেখলাম অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পলিসি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যারা ছিলেন তারাও আদিবাসীদের কথা ভুলে যান। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য তেমন কোনো অগ্রগতি ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। বরং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলেই মৌলবাদী শক্তির উত্থান লক্ষ্যে করা গেছে।

ত্রিজিনাদ চাকমা বলেন, মহান পার্টির ঘোষিত বৃহত্তর আন্দোলনে সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত করার পরপরই চুক্তি বিরোধী শক্তি উত্থান হয়ে ষড়যন্ত্রের বিষ বপন করেছিল। সেই শক্তি দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করেই যাচ্ছে। আমি এই আহ্বান রাখতে চাই জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে আদিবাসী শ্রমিক ফোরামও সামিল হবে এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

মেরিন চাকমা বলেন, আমরা সেই ২০০৭ সালের জরুরি অবস্থার সময় থেকে ঢাকাস্থ সাভারে আদিবাসী শ্রমজীবী

মানুষদের সাথে মহান পার্টির আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে আজকে আদিবাসী শ্রমিক ফোরাম এ পর্যন্ত এসেছে। মহান পার্টি তথা জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পথচলায় শ্রমজীবী মানুষদের অবদানও কম নয়। একটি জাতির মুক্তির জন্য প্রয়োজন আত্মবলিদান। আমরা যদি অধিকার আদায়ের জন্য আত্মত্যাগ করতে না পারি তাহলে অচিরেই নিজ ভূমি থেকে বিলিন হয়ে যাব।

কনেজ চাকমা বলেন, আজকে আমরা যারা শহরে বসবাস করি তারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি। সেই জায়গা থেকে একটি সংগঠন কেবল সমগ্র জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। আদিবাসী শ্রমিক ফোরাম সে দায়িত্ব নিয়ে মহান পার্টির আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন তথা পার্টির যে সংগ্রাম তা শ্রমিক মেহনতি মানুষদেরও জোরালো ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। পার্বত্য চুক্তি জুম্ম জনগণের একটি ঐতিহাসিক আইনি ভিত্তি। এই চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একমাত্র আমাদের অধিকার আদায় সম্ভব।

কলি চাকমা বলেন, আমরা যেখানে থাকি না কেন আমাদের শেকড় ও পরিচয় এক ও অভিন্ন। নিজের শেকড় ও ইতিহাস ভুলে কোনো জাতি কখনোই নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারে না।

সম্মেলন শেষে রিপন চাকমা (রিঙ্কু) কে সভাপতি, শুভাশিষ চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং জ্ঞানজ্যোতি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট আদিবাসী শ্রমিক ফোরাম কমিটি ঘোষণা করা হয়। উক্ত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সহ-সাধারণ সম্পাদক বেবিলন চাকমা।

চবিতে কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদে শহীদ ৪ জুম্ম শিক্ষার্থীর ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের তৎকালীন নেত্রী কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিহত ও গুম হওয়া চার জুম্ম শিক্ষার্থীর ৩০তম শহীদ দিবস পালিত হয়েছে।

গত ২৭ জুন ২০২৬, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি), চবি শাখার উদ্যোগে ক্যাম্পাসে এক স্মরণসভা ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

১৯৯৬ সালের এই দিনে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদে সড়ক ও নৌপথ অবরোধ

চলাকালে ভিডিপি ও স্যাটেলারদের হামলায় রূপম চাকমা শহীদ হন এবং মনতোষ চাকমা, সমর বিজয় চাকমা ও সুকেশ চাকমা গুমের শিকার হন।

পিসিপি চবি শাখার সহ-সভাপতি এনতেস চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক প্রেনন্ডি ম্রো-এর সঞ্চালনায় স্মরণসভায় স্বাগত বক্তব্য দেন পিসিপি কর্মী বিপুল তঞ্চঙ্গ্যা। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রিবেক চাকমা এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বিজক চাকমা। সভার শুরুতে জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়

স্মরণসভায় বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও দীর্ঘ ২৯ বছরেও তা পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে পাহাড়ে ভূমি বেদখল, জাতিগত নিপীড়ন, হত্যা ও ধর্ষণের মতো ঘটনা এখনো থামেনি।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রিবেক চাকমা বলেন, জুম্ম জনগণের লড়াইকে স্তিমিত করতেই সেদিন কল্পনা চাকমাকে অপহরণ এবং তার প্রতিবাদ করায় চার তরুণকে হত্যা ও গুম করা হয়েছিল। চুক্তির পরও পাহাড়ের মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন আসেনি। শাসকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে পাহাড়ী অধিবাসীদের নিজ ভূমিতে সংখ্যালঘু বানানোর চেষ্টা করছে।

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বিজক চাকমা তাঁর বক্তব্যে অভিযোগ করেন, সরকারের অনীহা এবং জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের কারণে পার্বত্য চুক্তির রাজনৈতিক অধিকারগুলো এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। শাসকগোষ্ঠী পাহাড়ের মানুষের আন্দোলন দমাতে রাজনৈতিক বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে। এই ষড়যন্ত্র রুখতে তরুণ প্রজন্মকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

স্মরণসভা শেষে চবি ক্যাম্পাসে এক আবেগঘন পরিবেশে শহীদদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয়। সভাপতির সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বাঘাইছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ৪র্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত: নতুন কমিটি গঠন

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে নারী সমাজ অধিকতর সামিল হউন'—এই স্লোগানকে সামনে রেখে রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন (এইচডব্লিউএফ) বাঘাইছড়ি থানা শাখার চতুর্থ সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৮ জুন ২০২৬, রবিবার সকাল ১০:০০ ঘটিকায় বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের উগলছড়ি মুখ (বটতলা) কমিউনিটি সেন্টারে এ সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন বাঘাইছড়ি থানা শাখার সহ-সভাপতি সুমনা চাকমার সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সভাপতি পুলকজ্যোতি চাকমা।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঘাইছড়ির যুব সমিতির নেতা সুমেধ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির বাঘাইছড়ি থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শান্তনা তালুকদার, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ম্রানুচিং মারমা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলকজ্যোতি চাকমা বলেন, এটা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই যে, অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে আমাদের জুম্ম নারীরা অনেক বেশি শিক্ষিত, অধিকার-সচেতন, অধিকার আদায়ে সোচ্চার এবং প্রতিবাদী। কিন্তু এসব ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যেও কোথায় যেন একটি বড় ঘাটতি রয়ে গেছে। আমি লক্ষ্য করি, উচ্চশিক্ষা অর্জনের পর নিজ সমাজ ও নীড়ে ফিরে এসে জাতির কল্যাণে নিজেদের সম্পৃক্ত করার প্রবণতা, কিংবা জুম্ম জাতির জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এখনো খুবই সীমিত।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ম্রানুচিং মারমা বলেন, সমাজে নারীদের শুধু রান্নাঘরে সীমাবদ্ধ রাখার পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা নারীরাও অজান্তেই নিজেদের মধ্যে লালন করছেন, যার ফলে নারীদের ওপর নির্যাতন ও বৈষম্যের ঘটনা ঘটছে। তাই নারী-পুরুষ সবার চিন্তাচেতনার পরিবর্তন প্রয়োজন। বাঘাইছড়ির নিউ লাল্যঘোনা গ্রাম থেকে উঠে আসা অকুতোভয় নেত্রী কল্পনা চাকমার কথা স্মরণ করে তিনি নবাগত নেতৃত্বকে আদর্শ, সাহস ও ত্যাগের মাধ্যমে কল্পনা চাকমার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করার আহ্বান জানান।

একই সুর মিলিয়ে বাঘাইছড়ি যুব সমিতির নেতা সুমেধ চাকমা বলেন, বাঘাইছড়ির মাটিতেই অধিকার আদায়ের অমিত সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। তিনি বিশ্বাস করেন এই মাটি থেকে আবারও শত শত কল্পনা চাকমা জন্ম নেবে যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের লড়াইকে বেগবান করবে।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের (পিসিপি) বাঘাইছড়ি থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুদর্শন চাকমা তাঁর বক্তব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি কুচক্রী মহল জুম্ম জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত মহান নেতা এম এন লারমা এবং তাঁর সংগ্রামকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তবে এম এন লারমাকে বাদ দিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের ইতিহাস ও জাতীয় চেতনা অসম্পূর্ণ। তিনি তরুণ ও যুব সমাজকে সঠিক দিশা খুঁজে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির ঘোষিত বৃহত্তর আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলন ও কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সুমনা চাকমাকে সভাপতি, ভূমিকা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক এবং জ্যোসি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বাঘাইছড়ি থানা শাখার নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান হিল উইমেন্স ফেডারেশনের রাঙামাটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এলি চাকমা। এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদায়ী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক জ্যোসি চাকমা।

বরকলে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ১২তম সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

'সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে বৃহত্তর আন্দোলনে নারী সমাজ অধিকতর সামিল হউন' শ্লোগানে আজ ২৮ জুন ২০২৬, রবিবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় রাঙামাটি জেলার বরকলে হিল উইমেন্স ফেডারেশন বরকল থানা শাখার ১২তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন বরকল থানা শাখার সদস্য বিশাখা চাকমার সভাপতিত্বে সম্মেলন ও কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটির জেলা শাখার সদস্য ও সাবেক চেয়ারম্যান বিধান চাকমা।

এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সদস্য শ্যাম রতন চাকমা, কার্বারি এসোসিয়েশন বরকল থানা কমিটি সভাপতি নন্দ বিকাশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বরকল থানা শাখার সভাপতি ইলেন চাকমা প্রমুখ।

বিধান চাকমা বলেন, পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির জন্মই হয়েছে নারীদের থেকে। নারীদের মধ্যে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। নাহলে নারীরা সবসময় পিছিয়ে থাকবে। লড়াই সংগ্রাম ব্যতীত অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। নারীদের অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে লড়াই সংগ্রামে সফল হওয়া সম্ভব হবে না।

তিনি আরো বলেন, সারাবিশ্ব যখন বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করছে তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষেরা রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হয়ে আছে। এখনো পাহাড়ের মানুষের অধিকার নিশ্চিত হয়নি, জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লড়াই সংগ্রামে সামিল হতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই নারী-পুরুষ, পাহাড়ি-বাঙালি সকলের অধিকার নিশ্চিত হবে।

শ্যাম রতন চাকমা বলেন, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কিন্তু পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চেয়ে এক বছর বড় । পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ যেমন লংগদু গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে জন্ম লাভ করে, ঠিক তেমনি হিল উইমেন্স ফেডারেশনও শাষকগোষ্ঠীর এবং বিজাতীয় শাসনশোষনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়। মনে রাখবেন অধিকার কিন্তু কেউ কাউকে দেয়না, অধিকার আদায় করে নিতে হয়। তাই সবার উচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জন্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে লড়াই সংগ্রাম করে যুক্ত হওয়া।

নন্দ বিকাশ চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পাশাপাশি হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃত্ব বরকল উপজেলাতে প্রয়োজন। আপনাদের ন্যায় অন্যায় বুঝতে হবে। প্রতিবাদ করা শিখতে হবে।

শান্তিদেবী তঞ্চঙ্গ্যা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম সমাজের পারিবারিক জীবনে পুরুষের আধিপত্য এবং জাতীয় জীবনে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার শাসকদের চরম শাসন শোষণের শিকার জুম্ম নারীর জীবন সংগ্রাম এম এন লারমা প্রত্যক্ষ করেন। পারিবারিক রাজনৈতিক ও দাসত্ব থেকে মুক্তির মহান প্রয়াসে অধিকার সচেতন করে সংগঠিত করেন মহান নেতা এম এন লারমা ।সে থেকে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচারণার মধ্য দিয়ে জুম্ম নারীসমাজকে রাজনৈতিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও সামিল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

ইলেন চাকমা বলেন,পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের রাজনীতি, সামাজিক রীতিনীতি, অস্তিত্ব নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের শেষ নেয়। সরকার বদল হয়েছে অনেকবার কিন্তু পাহাড় নিয়ে রাষ্ট্রের যে দৃষ্টি সেটি বদল হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামে নির্যাতন ও নিপীড়নের ইতিহাস ও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে নারী-পুরুষ সকলের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

সবশেষে সম্মেলন ও কাউন্সিল শেষে অন্তরা চাকমাকে সভাপতি, নমনিতা চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও মেঘলা চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট হিল উইমেন্স ফেডারেশন বরকল থানা শাখা গঠন করা হয়।

এইচডাব্লিউএফ বরকল থানা শাখার বিদায়ী কমিটির সাধারণ সম্পাদক জুনিয়া চাকমার সঞ্চালনায় নবনির্বাচিত কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙামাটি জেলা কমিটির সভাপতি কবিতা চাকমা এবং অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন বরকল থানা শাখার বিদায়ী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শেফালি চাকমা।

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে আদিবাসী ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে চঞ্চনা চাকমার বক্তব্য উপস্থাপন

গত ২০ এপ্রিল ২০২৬ নিউইয়র্কের স্থানীয় সময় বিকাল ৫টায় জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) প্রতিনিধি চঞ্চনা চাকমা 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ও জলবায়ু পরিবর্তন: আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রের ৩, ৪, ২৫ ও ২৬ অনুচ্ছেদ' প্রতিপাদ্যের উপর এজেন্ডা আইটেম ৫(ই): আন্তঃআঞ্চলিক, আন্তঃপ্রজন্মগত ও বৈশ্বিক সংলাপ বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনটি শুরু হয় গত ২০ এপ্রিল ২০২৬ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে এবং তার সমাপ্তি ঘটে ১ মে ২০২৬ তারিখে।

পিসিজেএসএসের তিন প্রতিনিধি চঞ্চনা চাকমা, অগাস্টিনা চাকমা ও প্রীতিবিন্দু চাকমা এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে এআইপিপি'র সেক্রেটারি জেনারেল পল্লব চাকমা, আদিবাসী অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট মেকানিজম (এমরিপ)-এর ড. বিনোতাময় ধামাই এবং এআইওয়াইপি'র টনি চিরানও বাংলাদেশের আদিবাসীদের পক্ষে এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

চঞ্চনা চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, বন, ভূমি ও পাহাড়ের প্রতি আদিবাসীদের অধিকারের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের রয়েছে প্রতিকূল প্রভাব। অপরদিকে, বন, ভূমি ও পাহাড়ের প্রতি আদিবাসীদের অধিকার তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সাথে গভীরভাবে পরস্পর-সম্পর্কিত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমান্ত সড়ক নির্মাণ, সড়ক নির্মাণের জন্য ঝিরি ও ঝর্ণা থেকে নির্বিচারে পাথর উত্তোলন, সামরিক বাহিনী ও বহিরাগতদের কর্তৃক বেদখলকৃত ভূমিতে নির্বিচারে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, মনোকালচার বাগান সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক বনের ধ্বংসাধন এর মত কার্যক্রমসমূহ পরিবেশগত ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস, স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাস্তুচ্যুতি এবং ঐতিহ্যবাহী জুমচাষে প্রতিবন্ধকতা ডেকে আনছে।

সীমান্ত সড়ক নির্মাণের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্ভাব্য জায়গাসমূহ আত্মসাৎ করছে এবং তারা পর্যটন উন্নয়নের পরিকল্পনা করছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪ সালে, ২৬তম ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন (ইসিবি) রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি ও জুরাছড়ি এলাকায় অবস্থিত গাছবাগান পাড়া ও থুমপাড়া নামে দুটি গ্রামে ২৩টি জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ করেছে এবং ১৭টি পরিবারকে জুমচাষে বাধা প্রদান করেছে।

ভূমি আত্মসাৎ ও আদিবাসী জুম্মদের জন্য ক্ষতিকর অন্যান্য সমস্যা বন্ধ করতে এবং আদিবাসী জুম্মদের অধিকার সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে জুম্ম জনগণ ও সরকারের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে, এই অঞ্চলে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধানাবলী প্রণয়ন করা হয়। ৭২টি ধারার মধ্যে কিছু মৌলিক ধারা হল সাধারণ প্রশাসন, আইন ও শৃঙ্খলা, পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ এবং যোগোযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহ এসব পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা। অথচ, গভীর পরিতাপের বিষয় যে, চুক্তি স্বাক্ষরের পর হতে ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও পরিষদসমূহে এসব বিষয় হস্তান্তর করা হয়নি।

এছাড়া এখনো পর্যন্ত সকল অস্থায়ী সেনাক্যাম্প ও সামরিক শাসন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাহার করা হয়নি। এছাড়াও ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি বিরোধসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়নি। এককথায় পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, এবং বন, ভূমি ও পাহাড়ের উপর আদিবাসী অধিকার এখনো পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।'

বাংলাদেশ সরকারের নিকট আবেদনস্বরূপ, তিনি (চঞ্চনা চাকমা) স্থায়ী ফোরামের নিকট নিম্নোক্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন:

১) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করা, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আদিবাসী জুম্ম জনগণের প্রথাগত অধিকার অবশ্যই তুলে ধরতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে;

২) ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করতে হবে, এবং আদিবাসী জুম্ম জনগণের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া ভূমি ও সম্পত্তি অবশ্যই তাদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে;

৩) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়-নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা করতে হবে।

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে আদিবাসী অধিকার বিষয়ে অগাস্টিনা চাকমার বক্তব্য উপস্থাপন

গত ২২ এপ্রিল ২০২৬, বিকাল ৫:৫৪ টায় (নিউইয়র্ক সময়) জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) প্রতিনিধি অগাস্টিনা চাকমা 'এজেন্ডা আইটেম ৫(ডি): আদিবাসী অধিকার বিষয়ক স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর ও আদিবাসী অধিকার বিষয়ক এক্সপার্ট ম্যাকানিজম এর সাথে মানবাধিকার সংলাপ; সাধারণ প্রস্তাবনা নং ৩৯ (২০২২) এর বাস্তবায়ন বিষয়ে বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা' বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তার বক্তব্যে অগাস্টিনা চাকমা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম নারী ও শিশুরা প্রত্যেক দিন জেগে ওঠে পরবর্তী হামলা থেকে তারা বাঁচবে কিনা তা না জেনেই। ১৯৯৭ সালের চুক্তিতে থাকা আত্মনিয়ন্ত্রণ, ভূমি মালিকানা ও সাংস্কৃতিক সুরক্ষার অঙ্গীকারসমূহ ভঙ্গ করা হয়েছে, সেগুলোকে প্রতিদিনের সহিংসতা ও বেদখলের মুখে ঠেলে দিয়ে। ২০২৫ সালে ২৬টি সহিংস ঘটনা সংঘটিত হয়: ধর্ষণ, অপহরণ ও হত্যা। খাগড়াছড়িতে ১২ বছরের এক নারী শিশু গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং জুম্ম সম্প্রদায় যখন প্রতিবাদ করে, তাদের বাড়িগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়।

সেগুলো একটি চলমান অংশ। জুম্ম নারী ও শিশুরা অব্যাহতভাবে বিচারহীনতা, সহিংসতা ও উচ্ছেদের সম্মুখীন হচ্ছে। টঘউজওচ ও ঈঊউঅড সাধারণ প্রস্তাবনা ৩৯ সত্ত্বেও এইসব অধিকারসমূহ এখনো অবহেলিত।

এটা কতদিন চলবে? আর কত নারী ও শিশুকে সুরক্ষা ও জবাবদিহি ছাড়াই এইসব বিভীষিকা সহ্য করতে হবে? আমরা জুম্ম জনগণ পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে আছি- পার্বত্য চুক্তির অঙ্গীকারসমূহ সম্মান করা হবে বলে অপেক্ষা করছি। সুরক্ষা, ন্যায়বিচার ও পরিবর্তনের প্রকৃত অগ্রগতি ছাড়াই: বছরের পর বছর একই জিনিস চেয়ে, এই চক্রের পুনরাবৃত্তি আমরা আর নিতে পারছি না।'

তিনি স্থায়ী ফোরামকে নিম্নোক্ত দাবিসমূহ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান:

১. বাস্তব সময় ভিত্তিক তথ্যানুসন্ধান ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা তদন্তে জাতিসংঘের স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর এর ম্যান্ডেট শক্তিশালী করা।

২. চলমান সহিংসতা পরীবিক্ষণার্থে একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং জুম্ম নারী ও শিশুদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

৩. জুম্ম নারী ও শিশুদের সুরক্ষা এবং পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারকে তার ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি রাখতে এনজিও ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চাপ সংগঠিত করা।

৪. মানবাধিকার সুরক্ষাকর্মী, বিশেষত নারী কর্মীদের জন্য, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ন্যায়বিচারের জন্য জীবনঝুঁকির সম্মুখীন হন তাদের জন্য সুরক্ষা ও সহায়তা নিশ্চিত করা।

৫. যৌন সহিংসতার শিকারদের জন্য চিকিৎসা সেবা, মনোসামাজিক সহায়তা এবং তাদের জীবন পুনর্গঠনের জন্য সাহায্য করতে আইনি সহায়তা সহ সমন্বিত সহযোগিতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রীতিবিন্দু চাকমার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন ও জেলে অন্তরীণ নিরীহ বমদের মুক্তির আহ্বান

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) প্রতিনিধি প্রীতিবিন্দু চাকমা গত ২৩ এপ্রিল ২০২৬ জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে এজেন্ডা আইটেম ৫(এ): 'আদিবাসীদের সাথে সংলাপ (রুদ্ধদ্বার বৈঠক) [পারস্পরিক সংলাপ]' বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

প্রীতিবিন্দু চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, "চুক্তি এবং গঠনমূলক ব্যবস্থাসমূহ হলো আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার মৌলিক আইনি দলিল, যার মূল বিষয়বস্তু হলো ভূমি, সম্পদ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। জাতিসংঘের মানদন্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই দলিলগুলো এমনভাবে সম্মান ও প্রতিপালন করার কথা, যাতে সেগুলোর মূল চেতনা ও অভিপ্রায় যথাযথভাবে বজায় থাকে।

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার ও আদিবাসী জুম্ম জনগণের মধ্যে ১৯৯৭ সালে এ ধরনের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' নামে পরিচিতি লাভ করে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর ২৮ বছর অতিক্রান্ত হলেও চুক্তির মৌলিক বিষয়সহ চুক্তির দুই-তৃতীয়াংশ ধারা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

বাংলাদেশে গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার গঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বর্তমান সরকার এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রাঙ্গামাটি আসন থেকে নির্বাচিত একজন আদিবাসী এমপিকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। কিন্তু তার সাথে উক্ত মন্ত্রণালয়ে একজন অ-আদিবাসী এমপিকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মূল চেতনার সাথে বিরোধাত্মক। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দেশের নাগরিক সমাজের দাবি সত্ত্বেও এখনো উক্ত প্রতিমন্ত্রীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অন্য মন্ত্রণালয়ে সরানো হয়নি।

অত্যন্ত বেদনার সাথে বলতে হচ্ছে যে, ২০২৪ সালে বান্দরবান জেলায় 'কেএনএফ' নামে পরিচিত একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র বম গোষ্ঠীর দ্বারা একটি ব্যাংক লুট হওয়ার ঘটনার জেরে, বম আদিবাসী সম্প্রদায়ের ১৪২ জন মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ছিলেন যুবক-বৃদ্ধ, গৃহিণী, শিক্ষার্থী, একজন গর্ভবতী নারী এবং তিন বছরের এক শিশুসহ এক মা। কর্তৃপক্ষ ৮০ জনকে মুক্তি দিয়েছে; যথাযথ চিকিৎসার অভাবে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং বাকি ৫৯ জন এখনো কারাগারে বন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা এখনো বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের উপর আস্থা রাখতে চাই। তাই পার্মানেন্ট ফোরামের এই অধিবেশন থেকে আমি বাংলাদেশ সরকারকে আহ্বান জানাতে চাই যে, আসুন, জাতিসংঘের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে অনুস্বাক্ষরকারী হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের যে আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, তার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসুন এবং জেলে অন্তরীণ নিরীহ বম ব্যক্তিদেরকে মুক্তি দিন।'

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে ৬ ম্যান্ডেটেড কর্মপরিধির উপর অগাস্টিনা চাকমার বক্তব্য উপস্থাপন

গত ২৪ এপ্রিল ২০২৬ বিকাল ৪:৪৮ টায় (নিউইয়র্ক সময়) জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস) প্রতিনিধি অগাস্টিনা চাকমা এজেন্ডা আইটেম ৪: 'জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা বিষয়ে স্থায়ী ফোরামের ৬ ম্যান্ডেটেড কর্মপরিধি (অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন,

সংস্কৃতি, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার)-এর উপর আলোচনা' বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

একইদিন বাংলাদেশ আদিবাসী যুব ফোরামের সভাপতি টনি চিরানও একই বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তার বক্তব্যে অগাস্টিনা চাকমা বলেন,

'আমাদের মানদন্ড আছে।

আমাদের অঙ্গীকার আছে।

আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি আছে।

আমাদের যা নেই তা হচ্ছে বাস্তবায়ন।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় তিন দশক পরেও এইসব অঙ্গীকারসমূহ অপূর্ণ রয়ে গেছে।

বাস্তবায়নের পরিবর্তে সেখানে রয়েছে সামরিকায়ন ও দমন। পিসিজেএসএস সহ পার্বত্য চুক্তির পক্ষে সোচ্চার আদিবাসী সংগঠন ও ব্যক্তিগণকে, অপরাধী হিসেবে চিহ্নিতকরণ, গ্রেপ্তার ও হয়রানি সহজতর করতে অব্যাহতভাবে সন্ত্রাসী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে তকমা দেওয়া হচ্ছে।

নিষ্ফল এইসব চর্চা অব্যাহতভাবে চলছে।

কেবল ২০২৫ সালেই ২৬৮টি নথিভুক্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে নারী ও শিশুসহ ৬০৬ জুম্ম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

এইসব ঘটনাবলী বিচ্ছিন্ন ছিল না।

এইগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠী দ্বারা সংঘটিত হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলাবাহিনী দ্বারা।

সেনামদদপুষ্ট সশস্ত্র গোষ্ঠী দ্বারা।

রোহিঙ্গা সশস্ত্র জঙ্গী সহ সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠী দ্বারা। সেটেলার বাঙালি ও ভূমিদস্যুদের দ্বারা।

একই সময়, আবারও ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে ১৯৩টি জুম্ম অধ্যুষিত গ্রামে সামরিক টহল অভিযান পরিচালনা করা হয়।

কোনো অপরাধীকে ন্যায়বিচারের আওতায় আনা হয়নি।

এইসব ঘটনাসমূহ শুধু মানবাধিকারের উদ্বেগের বিষয় নয়।

সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং জুম্ম জনগণের সামাজিক অস্তিত্বকে দূর্বল করে দেয়।

বিচারহীনতা অসাবধানতাবশত কোনো ভুল নয়, এটা হচ্ছে একটি ধরন। এবং এটা নতুন কিছু নয়।

এটা হচ্ছে অব্যাহত বাস্তবতা।

কোন সরকার ক্ষমতায় রয়েছে সেটা বিচার্য বিষয় নয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুটি অনেকাংশেই থাকে সামরিক বাহিনীর দায়িত্বে। গত ১২ মার্চ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, সুক্ষ্মভাবে মানবাধিকার লংঘন নিরীক্ষণ নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকান্ডকে সীমিত করবে।

এটা এমন অবস্থানকে প্রতিফলিত করে যেখানে জবাবদিহিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না।

তাই এটা মানদন্ডের অভাব নয়।

এটা হচ্ছে জবাবদিহির অভাব।

বাস্তবায়ন ছাড়া অধিকার থাকে কাগজেপত্রে।

অবাস্তবায়িত অঙ্গীকারসমূহ জনগণকে সুরক্ষা দেয় না।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতির জন্য চাপ প্রয়োগে এবং চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের জন্য আহ্বান জানাতে স্থায়ী ফোরামের প্রতি আমি আহ্বান জানাই।'

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে আদিবাসী প্লাটফর্ম সংক্রান্ত সংলাপে বিজুবী চাকমার বক্তব্য উপস্থাপন

গত ২৪ এপ্রিল ২০২৬ জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে সিএইচটি ইন্ডিজেনাস পিপল্‌স কাউন্সিল অব কানাডা'র প্রতিনিধি বিজুবী চাকমা এজেন্ডা আইপেম ৫(এফ): 'জাতিসংঘের অস্তিত্বশীল কাঠামোয় (পারস্পরিক সংলাপ) প্রতিষ্ঠিত আদিবাসী প্লাটফর্ম সংক্রান্ত সংলাপ' বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তার বক্তব্যে বিজুবী চাকমা বলেন, 'আমি সিএইচটি ইন্ডিজেনাস পিপল্‌স কাউন্সিল অব কানাডা'র পক্ষে বিজুবী

চাকমা বলছি। জাতিসংঘের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আদিবাসী প্লাটফর্মসমূহ হচ্ছে সেই স্থান যেখানে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ ভয় ও হুমকি ছাড়াই তাদের অধিকারের জন্য মত প্রকাশ ও প্রচার করতে পারে। ইহা আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্রে সন্নিবেশিত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকারসমূহকে জোরালো করে। আধিপত্যশীল সমাজ ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদিবাসীদের কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করা হয়। জাতিসংঘের কাঠামোয় প্লাটফর্মের সৃষ্টি আমাদের কথাগুলো শোনানোর জন্য একটি গতিপথ। কিন্তু আদিবাসীদের জন্য ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে এখনো অনেক পথ বাকী।'

এরপর তিনি জাতিসংঘের জন্য, বিশেষ করে আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন:

১. জাতিসংঘের ভলান্টারি ফান্ড এর কেবল উন্নয়নশীল দেশ থেকে আসা অংশগ্রহণকারীদেরকে নয়, উন্নত দেশসমূহ থেকে আসা অংশগ্রহণকারীদেরও আর্থিক সহায়তা সম্প্রসারণ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, আমি কানাডা থেকে এসেছি। আমি এখানে এসেছি আমার খরচে, যদিও আমি একজন ছাত্র এবং বেকার। আমার সম্প্রদায়ের আমার অনেক বন্ধু আর্থিক ও ভিসা সমস্যা এবং তাদের নিরাপত্তার ভীতির কারণে এখানে আসতে পারে না। যদিও আমার মাতৃভূমি থেকে আসা সেইসব বন্ধুদের প্রতিনিধিত্ব করতে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি, তবু স্থায়ী ফোরামের মত বৃহৎ-পরিসরের প্লাটফর্মে কথা বলার জন্য আর্থিক প্রতিবন্ধকতা আদিবাসী জুম্মদের প্রবেশাধিকার সহ আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে।

২. জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরাম যখন ফোরামের কার্যক্রম চলে তখন একই দেশের বিবাদমান পক্ষগুলোর মধ্যে অনুকূল আলোচনায় সহযোগিতা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আজ আমি এখানে এসেছি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের বিষয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি হচ্ছে আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন যার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে বিবাদ রয়েছে। জাতিসংঘ তার স্থায়ী ফোরামের সহায়তায় এই দুই পক্ষের মধ্যে সংলাপের জন্য জায়গা করে দিতে পারে।

৩. বিশ্বব্যাংক প্রতিবছর জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের সময় আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের বিবাদগ্রস্ত এলাকাগুলোর পরিস্থিতি এবং তাদের কার্যক্রম বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে পারে।

৪. জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ইহার অধিবেশনে আদিবাসীদের কর্তৃক উপস্থাপিত পূর্ববর্তী বছরের বক্তব্য নিয়ে তাদের গৃহীত কিছু কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত।

৫. অধিবেশনের সময় জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরাম কর্তৃক বিশ্বব্যাপী আদিবাসী এলাকাগুলোতে প্রতিবছর ঘটা কিছু উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরা উচিত, যাতে আদিবাসী জনগণ সেইসব বাস্তবে বোধগম্য প্রচেষ্টাসমূহ দেখতে সক্ষম হয় যেগুলো আমাদের মূল্য ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয় এবং উৎসাহিত করে।

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে আদিবাসীদের অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক সংলাপে চঞ্চনা চাকমার বক্তব্য

গত ২৮ এপ্রিল ২০২৬ সকাল ১১:৫০ টায় (নিউইয়র্ক সময়) জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে এজেন্ডা আইটেম ৫(জি): 'বহুপাক্ষিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থায় আদিবাসীদের কাজ ও অংশগ্রহণের অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়ভিত্তিক সংলাপ' বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি চঞ্চনা চাকমা তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তার বক্তব্যে চঞ্চনা চাকমা বলেন, '১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পর বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশে আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের জন্য অনেক প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে। উন্নয়নে অংশ নিতে অনেক এনজিওকেও উৎসাহিত করা হয়েছে।

একটি প্রকল্প হচ্ছে সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারত ও মিয়ানমার বরাবর একটি সীমান্ত সড়ক এবং সংযোগ সড়ক নির্মাণ যার কারণে বাগান-বাগিচা ও বাড়ি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং জুম্মদের উচ্ছেদ সংঘটিত হয়। সামরিক বাহিনী আদিবাসীদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ব্যতিরেকে প্রকল্পসমূহ পরিচালনা করে এবং সরকার কর্তৃক আদিবাসী পরিবারসমূহকে কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে না।

সড়ক নির্মাণ ছাড়াও, সামরিক বাহিনী, বহিরাগত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের পর্যটন প্রকল্পসমূহেরও আদিবাসীদের উপর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে।

পার্বত্য চুক্তির পর স্থানীয় এনজিওগুলিও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে, কিন্তু সরকারের চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধে তাদের আগ্রহ ফিকে হয়ে যায়। বিদেশি দাতা অথবা বিদেশিদের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং একবার যদি তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশে অনুমতি দেওয়া হয়, নিরাপত্তা বাহিনী সবসময় তাদের পেছনে লেগে থাকে। স্থানীয় এনজিওগুলো মানবাধিকার বিষয়ে তহবিল পায় না এবং অন্যান্য এনজিওগুলো তহবিল পায় শুধুমাত্র ডিজিএফআই-এর অনুমোদনের পর।

এখানে আমি অত্যন্ত হতাশার সাথে উল্লেখ করতে চাই যে, বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালিরা আমরা বাংলাদেশ থেকে আসা আদিবাসী দল স্থায়ী ফোরামের এই ২৫তম অধিবেশনে যা বলছি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এখন রাস্তায় নেমেছে। যেহেতু বাংলাদেশ সরকার সেটেলার বাঙালিদের এই প্রতিবাদ সমাবেশ থামাতে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না, বাংলাদেশ সরকারের এটা একটি অক্ষমতা অথবা পক্ষপাতিত্ব। জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামে কথা বলার অধিকার আদিবাসীদের রয়েছে।'

পরিশেষে তিনি জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের নিকট নিম্নোক্ত কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন:

একটি অধিকতর ভালো বাংলাদেশের জন্য সেনাবাহিনী নয়, বরং নাগরিকদের দ্বারা এবং স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কর্মকান্ড জোরদার করতে বাংলাদেশের নতুন সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

১. বিদেশিদের বা দাতাদের তাদের সাহায্যের জন্য অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে।

২. স্থানীয় এনজিওদেরকে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং পার্বত্য চুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হোক যাতে এনজিওগুলোকে আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক তত্ত্বাবধান করা যেতে পারে।

৩. জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামে আদিবাসীদের কথা বলার অধিকার রয়েছে তা নাগরিকদের জানাতে বাংলাদেশ সরকারের কাজ করা উচিত।

জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামের অধিবেশনে অন্যান্য ইস্যুসহ স্থায়ী ফোরামের ভবিষ্যত কার্যক্রম বিষয়ে প্রীতিবিন্দু চাকমার বক্তব্য

গত ২৯ এপ্রিল ২০২৬ জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে এজেন্ডা আইটেম ৬: 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ কর্তৃক বিবেচিত ইস্যু সহ স্থায়ী ফোরামের ভবিষ্যত কার্যক্রম, আদিবাসী ও উত্থানশীল ইস্যু সংক্রান্ত ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সের গৃহীত দলিল' বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধি প্রীতিবিন্দু চাকমা তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তার বক্তব্যে প্রীতিবিন্দু চাকমা বলেন, 'আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জীবিকার বিষয়ে বিশ্বব্যাপী শান্তির জন্য স্থায়ী ফোরাম অনেক কাজ করেছে। ক্ষমতাসীন জাতিসমূহ যদি স্থায়ী ফোরামের উদ্যোগগুলির সাথে সম্মত হত, তাহলে আদিবাসীরা বসবাস করে এমন এলাকা বা দেশসমূহে শান্তি বিরাজ করত এবং ঐ দেশে জীবনের অগ্রগতির জন্য উন্নয়ন মাইলফলক হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অধিকাংশ ক্ষমতাসীন জাতিসমূহ এটা শোনে না। তারা জাতিসংঘের উদ্যোগের বিপরীত দিকে চলে যায়। ফলে, বিশ্বে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে।

অনেক দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম, যেখানে আদিবাসীদের উপর মানবাধিকার লংঘন সংঘটিত হয়। এই দেশ দেশের ট্রাইবাল ও আদিবাসীদের সুরক্ষার জন্য ১৯৭২ সালে আইএলও ১০৭ অনুসমর্থন করে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ সরকার সীমিত স্বায়ত্তশাসন হিসেবে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নামে একটি সমঝোতায় স্বাক্ষর করে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অনুসমর্থন ও চুক্তি উভয়ই বাস্তবায়ন করা হয়নি, যেহেতু বাংলাদেশের প্রত্যেক সরকারই অসদিচ্ছার কারণে সেগুলো বাস্তবায়নে উদাসীন থেকেছে। আদিবাসী অধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশ একটি দৃষ্টান্তমূলক নমুনা হয়ে থাকতে পারত, যদি আইএলও ১০৭ এবং চুক্তিটি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হত।

যেহেতু অনেক সরকার আদিবাসীদের তাদের অধিকার নিয়ে স্বীকৃতি প্রদানে অনীহা এবং বরং তারা মানবাধিকার লংঘন সহ জাতিগত নির্মূলীকরণের নীতি পরিচালনা করে থাকে, সেক্ষেত্রে স্থায়ী ফোরাম তার ভবিষ্যত কার্যক্রম হিসেবে কিছু উদ্যোগ নিতে পারে এবং সেগুলি হতে পারে:

১. স্ব স্ব দেশে আদিবাসীদের অধিকার স্থাপনে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অঙ্গীকার।

২. যেখানে আদিবাসীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেইসব এলাকা বা দেশসমূহে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামেও হতে পারে।'

বাঙালি সেটেলারদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে সিএইচটিআইপিসিসি'র প্রতিবাদ

সম্প্রতি বাংলাদেশের আদিবাসী প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। আদিবাসী প্রতিনিধিদের এইসব বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সেটেলার সংগঠনগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামে ও ঢাকায় প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করে। সেটেলারদের উক্ত মিছিলের প্রতিক্রিয়ায় গত শনিবার (২ মে) কানাডা ভিত্তিক সিএইচটি ইন্ডিজেনাস পিপলস কাউন্সিল অব কানাডা (সিএইচটিআইপিসিসি) সেটেলারদের এইসব মিছিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং প্রীতিবিন্দু চাকমার স্বাক্ষরসহ একটি চিঠি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনের নিকট পেশ করে।

সিএইচটিআইপিসিসি তাদের চিঠিতে জানায়, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশন ২০ এপ্রিল থেকে ১ মে ২০২৬ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ এবং বাংলাদেশের সমতল জেলাগুলোর আদিবাসী প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন, সাইড ইভেন্টে অংশ নেন, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করেন।

জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের হলো বিশ্বব্যাপী আদিবাসী জনগণের একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে তারা তাদের নিজস্ব সমস্যাবলী সম্পর্কে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে এবং নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর সরকারও উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ সেখানে সকলেরই কথা বলার অধিকার রয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বাংলাদেশের আদিবাসী প্রতিনিধিরা এই অধিবেশনে অংশ নিতে গিয়ে ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। তারা যখন জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন বাঙালি ও সেটেলাররা পার্বত্য চট্টগ্রামে রাস্তায় নেমে তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তাদেরকে মিথ্যাচারকারী আখ্যা দেওয়া হয় এবং তাদের বক্তব্যকে উসকানিমূলক বলে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করার অভিযোগ আনা হয়।

অনেক বাঙালি ও সেটলার অংশগ্রহণকারীদের বিকৃত ছবি সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করে তাদের দেশদ্রোহী বলে অভিহিত করে, তাদের পাসপোর্ট ও নাগরিকত্ব বাতিলের দাবি জানায় এবং গ্রেপ্তারের আহ্বান জানায়। তাদের অপরাধী হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। এতে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া অংশগ্রহণকারীদের জন্য এটি একটি গুরুতর হুমকি ও বিপদের সতর্কবার্তা হিসেবে দেখা দেয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা— রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এবং ঢাকায় যথাক্রমে ২৪, ২৫, ২৫ ও ২৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বাঙালি ও সেটলারদের দ্বারা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে যে, এসব মিছিলের পেছনে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর উস্কানিমূলক ভূমিকা ছিল।

উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের ২৫তম অধিবেশনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলে একজন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন, যার নাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল শরফুদ্দিন হিমেল। জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে প্রায়ই সেনা সদস্যরা থাকেন এবং তারা বক্তব্য প্রদানকারী ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করেন বা আদিবাসীদের বিভিন্ন কার্যক্রম অনুসরণ করেন— যা পূর্বেও আপনাদের অবগত করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে, সিএইচটিআইপিসিসি মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের প্রতি আহ্বান জানায়, যেন তিনি বাংলাদেশ সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চান– কেন আদিবাসী প্রতিনিধিরা জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হন; ভবিষ্যতে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামে কোনো সামরিক সদস্যকে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে না পাঠানোর জন্য; কোনো ধরনের মিছিল-সমাবেশ থেকে বিরত থাকার জন্য; এবং বাংলাদেশে ফিরে আসা অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য।

সিএইচটিআইপিসিসি'র এই চিঠির অনুলিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদিবাসী জনগণের অধিকার বিষয়ক স্পেশ্যাল র‍্যাপোর্টিউর, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক স্থায়ী ফোরামের সচিবালয়, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগের প্রধান, ওএইচসিএইচআর এবং জাতিসংঘের রাজনৈতিক ও শান্তিগঠন বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

জার্মান পার্লামেন্টের বম সম্প্রদায়ের পরিস্থিতি এবং পার্বত্য চুক্তি বিষয়ে আলোচনা ও বিবৃতি

গত ২০ মে ২০২৬ জার্মান পার্লামেন্ট বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বম আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও মানবাধিকার ইস্যু এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিষয়ে আলোচনা করেছে এবং একটি বিবৃতি দিয়েছে বলে জানা গেছে।

জার্মানির বুন্ডেসটাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, গত ২০ মে জার্মান বুন্ডেসটাগের মানবাধিকার কমিটি বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী বম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছে। আলোচনায় বম সম্প্রদায় সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষায় সীমিত প্রবেশাধিকার এবং ঐতিহ্যগত ভূমি ও বসবাসের জায়গা ক্রমশ হারানোর সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, ফেডারেল ফরেন অফিসের একজন প্রতিনিধি জানান, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই উত্তেজনার সঙ্গে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, বাঙালি বসতিস্থাপনকারী, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী এবং বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী জড়িত। ১৯৯৭ সালে কয়েক দশক ধরে চলা সশস্ত্র সংঘাতের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপক্ষ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু চুক্তিটি এখনো পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হয়নি।

এতে আরও বলা হয়, ফেডারেল ফরেন অফিসের ওই কর্মকর্তা বলেন, শান্তিচুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখনো অমীমাংসিত ও অপর্যাপ্তভাবে বাস্তবায়িত অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিক স্বশাসন, প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত আদিবাসীদের পুনর্বাসন এবং ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ। তিনি আরও জানান, সর্বশেষ ইউপিআর অধিবেশনে ডেনমার্কের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সময়সীমা ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সম্মত হয়েছে। তবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও অধিকার স্বীকৃতির বিষয়ে জার্মানির সুপারিশ বাংলাদেশ সরকার কেবল নোট করেছে, অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ বা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেনি।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে ৫৯ জন বম, যাদের মধ্যে ৩ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিচার ছাড়াই আটক রয়েছেন বলে জানা যায়। অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল ২০২৪ সাল থেকে হেফাজতে তিনটি মৃত্যুর ঘটনাও জানিয়েছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, মানবাধিকার সংগঠনগুলো আরও অভিযোগ করেছে যে, বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালি বসতিস্থাপনকারীদের কর্মকাণ্ডে সমর্থন দিয়েছে। অনেক আদিবাসী মানুষ তাদের গ্রাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন এবং কেউ কেউ দেশও ছেড়েছেন।

বম জনগোষ্ঠীর পরিস্থিতি নিয়ে এই ব্রিফিংয়ের অনুরোধ করেছিল জার্মান পার্লামেন্টের বামপন্থী দল ডি লিংকে।

> জুম্ম জনগণ সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের অধিকারের জন্য মৃত্যুকে জয় করেছি। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি না, আমরা আমাদের অধিকারের জন্য আমরা জীবিত অবস্থায় মৃত থাকতে চাই না। আমরা চাই মানুষের মতো বেঁচে থাকতে এবং বীরের মতো মৃত্যুবরণ করতে।
>
> –জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা

বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ
জেলা প্রশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণ, রাঙ্গামাটি
পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ
হিল উইমেন্স ফেডারেশন, রাঙ্গামাটি জেলা শাখা

শিক্ষা সংহতি সাম্য প্রগতি
সকল প্রকার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃহত্তর আন্দোলনে
জুম্ম ছাত্র সমাজ অধিকতর সামিল হোন
গৌরবময় সংগ্রামের ৩৭ বছর
ছাত্র ও জন সমাবেশ
উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি:
শ্রী ঊষাতন তালুকদার
সহ-সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
সভাপতিত্ব করবেন:
রুমেন চাকমা
সভাপতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ
তারিখ: ২০মে ২০২৫
IMPLEMENT CHT ACCORD IMMEDIATELY PCP

শুভেচ্ছা মূল্য : ৫০ টাকা

তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন: +৮৮-০২৩৩৩৩৭১৯২৭, ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, ওয়েব: www.pcjss.org